

THE HISTORY

OF

HUMANITY AND KARUNA;

A BOOK FOR

THE CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY.

ফুলমানি ও করুণার ২

বিবরণ,

ভৌগোলিক দিক দ্বারা বিবর্তিত।



CALCUTTA:

PRINTED FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK
SOCIETY, BY J. BAPTIST, AT BISHOP'S COLLEGE PRESS.

[ed.]

1852.

[3000 copies.]

P R E F A C E.

The nature and object of this little work are thus explained by the writer herself, in a note addressed to the Secretary of the Accuta Christian Tract and Book Society. —

“It is a book specially intended for Native Christian women. I have endeavored to show in it the practical influence of Christianity on the various details of domestic life, such as the forming of marriage connections, behaviour to husbands, moral training of children, and the duty of women, specially to the poor, to the sick, and to the heathen. I have also touched upon the following topics; — the necessity of the private study of the Bible, of keeping the Lord’s day holy, of attending the house of God, and of female education; also the bad effects of running into debt, of confining females strictly to their own houses, of injudicious treatment of the sick, of certain superstitions which are still in full force among many Native Christians, and of marriages where the parties know nothing of each other, or where their tastes are dissimilar, — the duty of domestic economy, of cleanliness, of cheerfulness, and of industry, &c

“The above subjects are worked into the little story, fictitious on the whole, but founded upon facts; for many of the incidents related in it have come under my own notice, and others I have heard from Missionaries’ wives in the country. Throughout the whole book, true heart-religion has been shown to be the basis of every good work, and the simple Gospel plan of salvation has been repeatedly explained, and referred to.”



At the close of the book are two lists of Bengálí names, of good, or at least unobjectionable, import, with an exhortation to parents to give such to their children rather than English names, which the natives generally cannot pronounce, or those having reference to the idolatrous objects of Hindu worship. Certain rules are also given whereby similar names can be easily formed. A third list of names, the terminations of which *rhyme* with each other, is added to gratify the harmless propensity of many native parents, who like to have their children's names thus correspond in sound.



ফুলমাণি ও করংগার

বিবরণ ।



প্রথম অধ্যায় ।

কএক বৎসর হইল আমি বঙ্গদেশের মফঃশালে
নদী তীরবর্ত্তি এক নগরে বাস করিতাম । সেই
নগরের নাম এই স্থানে লিখিবার আবশ্যক
নাই । তথাহঁতে পুায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে এদে-
শীয় খ্রীষ্টিয়ান লোকদের এক গ্রাম আছে ; ঐ
গ্রামস্থ ভ্রাতা ও ভগিনীদের সহিত আমার যে
মুখজনক আলাপ এবং ধর্মের বিষয়ে কথোপ-
কথন হইত, তাহা আমি অদ্যাবধি স্মরণে রাখিয়া

স্বর্গস্থ পিতার ধন্যবাদ করিয়া থাকি ; কারণ তৎ-
কালে তাহাদের চরিত্র দেখিয়া ও কথা শুনিয়া
আমার বিশ্বাসের বৃদ্ধি হইল, এবং খ্রীষ্টের শিষ্য-
দের কিং করা কর্তব্য এবিষয়ে আমি পূর্বাপেক্ষা
সুশিক্ষিত হইলাম ।

ধর্মপুস্তক পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই
যে পরমেশ্বর প্রাচীন ধার্মিক লোকদের চরিত্র
বর্ণনা করণদ্বারা আপন মণ্ডলীস্থ লোকদিগকে
বিশেষরূপে শিক্ষা দেন, তাহাতে যেন তাহারা ঐ
ধার্মিক ব্যক্তিদিগকে নিদর্শন স্বরূপ জানিয়া
তাহাদের ন্যায় সদাচারী হইতে চেষ্টা করে । ইহা
জ্ঞাত হইয়া আমি বিবেচনা করিলাম, যদি উক্ত
খ্রীষ্টিয়ানদের চরিত্রের বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখি, তবে
ঈশ্বরের আশীর্বাদে বঙ্গদেশস্থ ভগিনীরা তাহা
পাঠ করিয়া পারমার্থিক লাভ ও সন্তোষ পাইতে
পারিবে । এই অভিপ्राয়ে আমি এ ক্ষুদ্র পুস্তক
রচনা করিতেছি ।

আপন পরিবারের সহিত উক্ত নগরে পৌছি-
বামাত্র আমি প্রথমে সেই স্থান নিবাসি মিশনারি
পাদরি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম ।
পরে অন্যান্য বিষয়ে নানা প্রকার কথা কহিয়া
আমি সাহেবকে বলিলাম ; মহাশয় এই নগরের

মধ্যে আমি নূতন আসিয়াছি, এখানে কাহাকেও চিনি না। অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আপনার বিবেচনাতে কোন সাহেব ও বিবিরা ধার্মিক বোধ হয়, কারণ আমি এমনত লোকদের সহিত মিত্রতা করিতে চেষ্টা করিব। অন্যের সহিত বড় একটা আপ করিতে চাহি না।

সাহেব উত্তর করিলেন; হায়! এইখানে যে ইংরাজ লোকেরা আছে তাহাদের মধ্যে দুই এক জন মাত্র ঈশ্বরকে ভয় করিয়া তাঁহার আদেশ পালন করে, অন্য সকলে সাম্প্রদায়িক কার্যেতে ও নানা পুকার কৌতুকাদিতে মত্ত আছে। কিন্তু অতি নিকটবর্তি বাঙ্গালি খ্রীষ্টিয়ানদের যে গুম আছে, তাহাতে কএক জন এমনত ধার্মিক লোক বাস করে যে তাহাদের বিষয়ে যথার্থ বলিতে পারি, তাহারা খ্রীষ্টের মণ্ডলীর অলঙ্কার স্বরূপ হইয়াছে।

ইহা শুনিয়া আমি ঐ খ্রীষ্টিয়ান লোকদের বিষয়ে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া মনে স্থির করিলাম, যে অবকাশ পাইবামাত্র আমি তাহাদের নিকটে গিয়া তাহাদের সহিত আলাপাদি করিব।

পর দিবসে দৈবাৎ আমার স্বামিকে কোন ডাকাইতের দলের বিষয়ে তত্ত্ব করিবার কারণ

গৃহ ত্যাগ করিয়া পল্লীগুণে যাইতে হইল,
তাহাতে সন্ধ্যাকালে আমার মনে বড় ঔদাস,
হইলে খ্রীষ্টিয়ান গুণে গিয়া তথাকার লোকদের
নহিত পরিচয় ও কথোপকথন করিতে মনে স্থির
করিনাম । আমার বাগিহইতে উক্তগুণ পুয়া
অর্ধ ক্রোশ দূর; কিন্তু সে দিন বড় উত্তম এবং
শীতল বায়ু বহিতেছিল, এই কারণ আমি গাড়ীতে
না চড়িয়া এক জন চাপরানিকে সঙ্গে লইয়া
পদব্রজে চলিনাম ।

গুণে প্রবেশ করিয়া পুথমে চারি পাঁচখানা
কুঁড়ে ঘর দেখিতে পাইলাম । তাহাদের উঠান
অপরিষ্কার এবং তাহাদের সম্মুখে উন্নত বালকেরা
কাদা ও ধূলা দিয়া খেলা করত পুতলাদি গাড়ি-
তেছিল । সেই সকল ঘর যে খ্রীষ্টিয়ান লোকদের
বাসস্থান তাহার একটিও চিহ্ন দেখিলাম না, বরং
হিন্দু লোকদের বাগি তাহাদের আশেপাশে পরিষ্কার
ও শোভিত ছিল । এই কারণ আমি তাহাদের
অন্বেষ্য প্রবেশ না করিয়া অগ্নে চলিয়া গেলাম ।

কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া একটি অতি পরিষ্কার ও
শ্রীপাটী খোলার ঘর দেখিয়া বড় সম্বৃত্তা হই-
লাম, এবং ঐ ঘর নিবাসিদের পরিচয় লইতে
উত্তম সুযোগ পাইলাম; অর্থাৎ আমি দেখিলাম

যে ঐ ঘরের নিকটবর্তী কোন বৃক্ষের ডালের উপরে এক লোহার ডাঁড় ঝুলিতেছে, তাহাতে একটি হরিদ্বর্ণ চিয়াপাখী শিকল দ্বারা বাঁধা থাকিতে কাক সকল তাহাকে চঞ্চুদ্বারা অতিশয় ক্রোধ দিতেছে। ইহা দেখিবামাত্র আমি পাখিকে ডাঁড় সহিত নামাইয়া উঠানের মধ্যে উপস্থিত হইলাম। আমার আগমনের শব্দ শুনিয়া এক জন অর্ধবয়স্কা স্ত্রীলোক বাহিরে আইল। তাহার মাথার চুল সূক্ষ্মরূপে বাঁধা ও তাহার পরিধেয় শাড়ি অতিশয় পরিদার ছিল।



আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ওগো এটা কি তোমার পাখী? কাক সকল ইহাকে বড় দুঃখ দিতেছিল, এজন্য আমি ইহাকে বাটীর ভিতরে আনিয়াছি। স্ত্রীলোক উত্তর

করিল, বিবি সাহেব, আপনকার বড় অনুগৃহ ।
 এ আমার পাখী বটে, আমার পুত্র ভুলিয়া
 বাহিরে ফেলিয়া গিয়াছে । ইহা বলিয়া সে
 পক্ষির সকল এলোমেলো পালথ গুলিতে হাত
 বুলাইয়া লমান করিল, এবং বোধ হইল যে
 পক্ষী তাহার কতীকে ভালরূপে চিনিত, কারণ
 সে তাহাকে না কান্ডাইয়া তাহার বস্ত্রের মধ্যে
 লুকাইতে চেষ্টা করিল ।

• পরে ঐ স্ত্রী আমার পুতি ফিরিয়া জিজ্ঞাসিল,
 মেন্ন সাহেব, আপনি আমাদিগের পাড়ার মধ্যে
 কি দেখিতে আসিয়াছেন? পাদরি সাহেবের মেন্ন
 ভিন্ন আর কেহ এখানে আইসেন না । তাহাতে
 আমি উত্তর করিলাম, এ বড় দুঃখের বিষয়, কারণ
 বাঙ্গালি খ্রীষ্টিয়ানদের হিত চেষ্টা করা বিনাতীয়
 লোকদের অবশ্য কর্তব্য । আমি নূতন মেজিষ্ট্রেট
 সাহেবের বিবি, যিনি গত মাসে আমৃতলায় বড়
 দোতারা বাটা ভাঙা লইয়াছেন । কল্য আমি
 তোমাদের পাদরি সাহেবের নিকটে এই খ্রীষ্টি-
 য়ানদের গুমের বিষয় শুনিয়া অদ্য তোমাদের
 সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি । ইহা শুনিয়া
 সেই স্ত্রীলোক বলিল, বোধ হয় বিবি সাহেব,
 আপনি গাড়ী চড়িয়া আসিয়াছেন ?

আমি উত্তর করিলাম, না, আমি নদীর শীতল বায়ু সেবন করিতে ইচ্ছা করিয়া তাপ-রাসিকে সঙ্গে লইয়া হাঁটিয়া আসিয়াছি; কিন্তু তোমাদের গাম যে এতদূরই তাহা আমি জানি-তাম না, এই কারণ চলিতে বড় শূন্য হইয়াছি। হুনি যদি আমাকে একটি আসন খুঁজিয়া দিতে পার, তবে আমি কিঞ্চিৎকাল বসিয়া বিশ্রাম করি। তাহাতে সে ঘরের ভিতরে শীঘ্র গিয়া একখান পুরাতন চৌকি বাহির করিয়া আনি। বোধ হয় ঐ চৌকি কেবল মান লোকদের নিমিত্তে তৈরি থাকিত, কারণ তাহার উপরে কিঞ্চিৎ ধূলা ছিল; কিন্তু এক নিমিষের মধ্যে ঐ স্ত্রী সকল ধূলা অঞ্চলদ্বারা আড়িয়া অতি সুশী-লতা পূর্বক আমাকে বসিল, মেন সাহেব, আপনি অনুগ্রহ করিয়া বসুন, আমি আপনাকে আগেই চৌকি দিতাম, কিন্তু মেজিষ্ট্রেট সাহে-বের বিবি এমনত দরিদ্রের গৃহে কখন বসিবেন না; এই অনুমান করিয়া পূর্বে কিছু বলিতে সাহস করিলাম না।

আমি তখন দাবাতে চৌকি লইয়া বসি-তেছি, এমনত সময়ে সেই স্ত্রীর একটি ছোট বালক গৃহের মধ্যে কান্দিয়া উঠিল। তখন সে

তাহাকে আনিবার নিমিত্তে ঘরের ভিতরে
যাওয়াতে আমি কিঞ্চিৎ কাল একা থাকিয়া
উঠানের মধ্যে যাহা২ ছিল তাহা দৃষ্টি করিতে
সুযোগ পাইলাম । তাহার চতুর্দিকের বেড়া নূতন
দরমা ও নূতন বাঁশ দিয়া বাঁধা ছিল, এবং তদুপরি
একটি সুন্দর ঝিঙা লতা উঠিয়াছিল । উঠানের
এক পাশে গোকর একখানি ঘর দেখা গেল,
তাহার মধ্যে একটি গাভি ও বৎস ধীরে২
জাওনা খাইতেছে । গোশালার ছাতের উপরে
অনেক পাকা লাউ দেখিলাম । উঠানের অন্য
দিকে পাকশালা ছিল, এবং তাহার দার খোলা
থাকাতে আমি দেখিতে পাইলাম তন্মধ্যে তিন
চারিটি সুমার্জিত থালা ও ঘটি এবং কএকখান
পরিষ্কার পাথরও রাখীকৃত আছে । উঠান
সুন্দররূপে পরিষ্কৃত ছিল, তাহাতে যেমন প্রায়
সকল ঘরে রীতি আছে তেমন কোন কোণে
জঞ্জালের রাশি দেখিতে পাইলাম না ; সকল
সম্মান পরিষ্কার ছিল । দাবার সম্মুখে ঘরের
ছাঁচির নীচে দশ বারিটি চারা গাছ গায়েজাতে
সাজান দেখিলাম ; তাহার মধ্যে তিন চারিটি
ঔষধের গাছ ছিল, অন্য সকল গঁাদা তুলসী
গন্ধরাজ ইত্যাদি । একটি অতি সুন্দর চীন

গোলাপের চারাও ছিল, তাহাতে কাঁড়ি ও ফুল
ধরিয়াছিল।

এই সকল দেখিতেছি এমনত সময়ে বাগীর গৃহিণী
পুনর্বার বাহিরে আসিয়া আমার চৌকির নিকটে
দাঁড়াইল; গারে আমি তাহাকে বসিতে বলিলে
সে আপন দ্বারের চৌকাঠের উপরে বসিয়া
ছেল্যাকে দুধ পান করাইতে লাগিল। সেই
গুণসম্মান দেখিতে সুন্দর; এবং অনুমান হইল
তৎকালে তাহার বয়ঃক্রম পুর এক বৎসর
হইবে। তাহার গায়ে গরম কাপড়ের কুর্তী ছিল,
এবং তাহার সাতাও একটা কোর্ভা পরিয়াছিল।
বোধ হয় যদিপি সকল খ্রীষ্টিয়ান শ্রীলোক এইরূপ
উপযুক্ত বস্ত্র ব্যবহার করে তবে ভাল হয়;
দুই আনা পরমাতে একটা কোর্ভার কাপড়
করা যায়, তাহার মূল্য অধিক নয়, এবং
কিঞ্চিৎ শিল্প বিদ্যা শিক্ষা করিলেই তাহা অনা-
য়াসে ঘরে প্রস্তুত করা যায়।

সে যাহা হউক, ঐ শ্রীলোক বসিলে আমি
তাহার সহিত কথোপকথন করিতে ২ জিজ্ঞাসা
করিলাম, তোমার নাম কি? তোমার স্বামী কি
কর্ম করে? ও তোমার কয়টি সন্তান? সে উত্তর
করিল, আমার স্বামী পাদরি সাহেবের নিকটে

হরকরার কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া চিঠী লইয়া
বেড়ান, এবং সাহেবেরা স্কুলের কার্য নিব্বাহ
করিবার কারণ যে ২ দান করিয়া থাকেন, সে
টাকা তাঁহাকে মাসে ২ সংগ্ৰহ করিতে হয়; এবং
কখন ২ বা পাদরি সাহেবের নিমিত্তে নানা
প্রকার দুর্বা ক্রয় করিতে কলিকাতায় যাইতে
হয়। আমার নাম ফুলমণি, আমার দুই পুত্র
ও দুই কন্যা আছে।

ফুলমণি আরো কথা বলিত, কিন্তু এমন সময়ে
আর এক জন স্ত্রীলোক বহির্দ্বারে শব্দবাপে
আলোচন করিয়া দিল্লরে আইল। তাহার কাপড়
বড় ময়লা, এবং পূর বীষা না থাকিতে মস্তকের
চতুর্দিকে পরিখাটিল। সে আমার মুখপানে
কিঞ্চিৎকাল অসত্যরূপে তাকাইয়া ফুলমণির
পুতি ফিরিয়া কুসুফাস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,
তুমি কে? ফুলমণি বলিল, ইনি নতুন মেজিষ্ট্রেট
সাহেবের নিকি।

এই কথা শুনিয়া ঐ স্ত্রীলোক কিঞ্চিৎ ভা
পাইয়া আমাকে অতি নম্রতা পূর্বক সেলাম
করিল; পরে সে ফুলমণিকে ধীরে ২ বলিতে
লাগিল, ফুলমণি, তোমার কপাল বড় ভাল
সকল সাহেব লোকেরা তোমাকেই ভাল বাসেন।

আমার পুতি কেহই দয়া করেন না ! তাহাতে কুলমণি কোন উত্তর না দিয়া বলিল, সে যাহা হউক, ককণা ভূমি এই স্থানে এমন ব্যস্ত হইয়া কেন আইলা ? ককণা বলিল, চড়াচড়ি রন্ধন করিবার নিমিত্তে কিছু তৈল তোমার নিকটে চাহিতে আনিয়াছি, মরে একটিও পয়সা নাই, আমার পুত্র এখনি কতকগুলিন চুনা মাছ ধরিয়া আনিয়া দিল, সেই গুলিন এই বেলার মত রন্ধন করিব। আমার মাগিকে তো জান ; সে আনাকে কিছু খরচ দেয় না, তথাপি থাইতে না পাইলে সমস্ত রাত্রি ভিরস্কার করিতে থাকে ।

কুলমণি বলিল, এ বড় মন্দ বটে, কিন্তু তোমার পয়সা নাই এই বা কেনন কথা ? আমি প্রাতঃকালে শুনিলান যে রমানাথ উপদেশক তোমাকে ডাকিয়া বলিলেন, আজি আমি পল্লী-গ্রামে যোষণা করিতে যাইব ; ভূমি যদি আমার পীড়িতা স্ত্রীর নিকটে থাকিয়া তাহাকে মাগু-দানা ইত্যাদি রন্ধন করিয়া দেও, তবে আমি তোমাকে ছয়টি পয়সা বেতন দিব ।

ককণা হাসিতেই উত্তর করিল, আমাকে যে ডাকিয়াছিল সে সত্য বটে, কিন্তু আমি যাই নাই । মধুর স্ত্রী যে পলাইয়া গিয়াছিল, তাহার

সকল কথা শুনিতেই সময় গেল ; তাহাতে বাবু
 আপন ছীর কাছে প্যারীকে রাখিয়া চানিয়া
 গেলেন । নধুর ছীরকে কানীপুরে পাওয়া গেল ;
 সেখানে সে কাঠ কুড়াইয়া বেচিতেছিল, এবং
 তাহার যত গহনা ছিল তাহা একটিও তাহার
 নিকটে নাই । সে এই কথা বলে, যে একটি বৃদ্ধা
 ছীলোক পুথমে আমার প্রতি বড় দয়া প্রকাশ
 করিয়া পাঁচ সাত দিন আমাকে ঘরে রাখিয়া
 থাইতে দিল । পরে এক রাত্ৰিতে আমি যখন
 ঘোরতর নিদ্রা পিতাছিলান, তখন কে আসিয়া
 আমার সমুদয় গহনা সম্বলিত হস্তে খুনিয়া লইল ।
 প্রাতঃকালে উঠিয়া গহনা না দেখিয়া আমি
 কান্দিতেই এই বৃদ্ধা ছীরকে কহিলান, তুমিই অদশ্য
 আমার গহনা লইয়াছ ; তাহাতে সে আমাকে
 পালি দিয়া ঘরহইতে বাহির করিয়া দিল । তখন
 আমি কহিলান, তবে আমি কি কুথায় নরিব ?
 আমি নানিষ করিতে যাই । এই কথা শুনিয়া
 বৃদ্ধা বলিল, তোর মাথো নাই, তোর টাকা নাই,
 তুই কি কুথায় নানিষ করিবি ? এই লও, আমি
 তুমি ক'রয়া তোকে দুইটি টাকা দিলাম ; কিন্তু
 তুই যদি এই বিষয় প্রকাশ করিস্ তবে আমি
 তোকে মারিয়া নানিষ করিব ।

ককণা আরো বলিল, এই সকল রাণীর কথা ; কিন্তু আমার বোধ হয় তাহা সকলি মিথ্যা । মধু তো বলে, যদি সে আমার গহনা আনিয়া না দেয়, তবে আমি তাহাকে চোরের ন্যায় কয়েদ করাইব ।

কুলমণি বলিল, মধু তাহা কখন করিতে পারিবে না । বিবাহের সময়ে ঐ গহনা রাণীকে দান করিয়াছিল কি না ? আর সকল গহনা কিছু মধুর দত্ত নয়, কতকগুলি গহনা রাণীর মাতা মৃত্যুকালে তাহাকে দিয়া গিয়াছিল । আমার বোধ হয় রাণী মত কথ্য কথা বলিয়াছে । ঐ বুড়ি গহনার নানসার তাহাকে স্থান দিয়া থাকিবে, তাহা না হইলে এমনত দয়ালু কে আছে যে খুষ্টিয়ানীকে আপন বরের ভিতরে আনিয়া আহাতিদি দেয় ? রাণী পলাইয়া যাওয়াতে বড় অজ্ঞানের কর্ম করিল বটে, তথাপি তাহারই সম্পূর্ণ দোষ নয় ; তাহার স্বামী এত শাস্ত্রী তাহাকে যে বড় দুঃখ দেয়, তাহা আমি ভাল-রূপে জ্ঞাত আছি ।

ককণা উত্তর করিল, তুমি তো রাণীর পক্ষে অবশ্য বলিবা, কারণ সে স্কনের মেয়া ছিল, আর সে তোমার সুন্দরীর বন্ধু ! কিন্তু কুল-

মনি, আমি তোমাকে যথার্থ বলি, লোকেরা
আর স্কুলের মেয়েদের সহিত আপন পুত্র-
দিগকে বিবাহ দিবে না। স্কুলের মেয়েদের
দ্বারা বারং এইরূপ গোলমাল উপস্থিত হইয়া
থাকে।

কলমনি বলিল, সে অনর্থক কথাযাত্র; মেয়ে-
দের তো চৌদ্দ বৎসর বয়স না হইতেই সর্বদা
বিবাহ হইতেছে; এবং পাদরি সাহেব যে
বর অনুেষণ করেন তাহাও নয়, লোক সকল
আপনারা আসিয়া কন্যা বাচ্চিয়া বিবাহ করে।
আর শুন, এই গ্রামের মধ্যে ঐ স্কুলের মেয়েরা
প্রায় সকলে ভদ্র ঘরে দত্তা হইয়াছে। আমা-
দের রমানাথ বাবুর স্ত্রীকে দেখ; এবং কোমল
সরকারের স্ত্রী ও শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
দুই বউ, ইহারা সকলেই স্কুলের মেয়ে, তথাপি
তাহাদের বিবাহে একটিও কথা কেহ বলিতে
পারে না। যদি রাণীর বিষয়ে বল, তবে আমার
কিছু কথা আছে। সাহেব পুথ্যমালায় তাহার
বিবাহ দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, অতএব তা-
হাতে অনেক বাধা দিয়াছিলাম; কিন্তু রাণীর
মাতা বড় অজ্ঞান ছিল। ঐ তিন খান সোনার
গহনার জাঁকজমকদ্বারা তাহার দৃষ্টি এমনতরো

হইয়াছিল, যে মধুর একটিও দোষ তাহার চক্ষে
পড়িল না! ভূমি তো উত্তমরূপে জান যে
মধু অতিশয় মূর্থ লোক, ক'থ পর্য্যন্ত জানে
না; কিন্তু রাগী সকল মেয়েদের মধ্যে লেখা
পড়াতে বড় নিপুণ, কেবল ঘরের কন্মা করিতে
বড় একটা ভাল বাসে না! এমনত বিপরীত
স্বভাব বিশিষ্ট লোকদের বিবাহেতে কি কখন
সুখ উপন্ন হইতে পারে? কিন্তু সে যাহা হউক,
পরের কন্মা আমাদের হাত দেওয়া অকর্তব্য!
আইন, আমি তোমাকে চড়চড়ির নিমিত্তে কিছু
তৈল দিই।

অনন্তর ককণা ফুলমণির পাশ্চাতে ঘরের মধ্যে
যাইতেছিল, এমনত সময়ে তাহার আঁচনে একটি
বড় ছিদ্র থাকাতে সেই উক্ত চীন গোলাপের
গাছে জড়িয়া ধরিল; তাহা ককণা না দেখিয়া
অঞ্চলটিকে বলপূর্বক টানিয়া লওয়াতে চারাটি
পায় মূল পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া গেল! তখন আপন
কৃত ঐ ক্ষতি দেখিয়া ককণার বদন বড় বিষন্ন
হইল, তাহাতে সেখানে বসিয়া সে ফুল পত্রাদিকে
সংগৃহ করিতে লাগিল। এমনত কালে ফুলমণি
কিছু না জানিয়া তৈলের ভাঁড় হাতে করিয়া
বাহিরে আইল, কিন্তু আপন পুরতম গাছটির

অবস্থা দেখিয়া সে অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিল, হায় কৰুণা! তুমি কি করিলা? আমার সুন্দরীর চারাটি গেল। কৰুণা বলিল, আমাকে ক্ষমা কর। ফুলমণি, আমি এই বিষয়ে বড় দুঃখিত হইয়াছি। তুমি ঐ গাছটিকে তোমার সুন্দরীর নিশান স্বরূপ জ্ঞান করিয়া অত্যন্ত ভাল বাসিতা, তাহা আমি জানি।

ইহা শুনিয়া ফুলমণির ক্রোধ নিবৃত্তি হইল, পবে সে হাস্য মুখে বলিল, ক্ষতি নাই। ইহাতে ধর্মপুস্তকের একটি অতি সান্ত্বনাদায়ক পাঠ আমার অরণ হইতেছে। হায় কৰুণা। তুমি যদি আপন মনে ঐ কথার বহুমূল্যতা জ্ঞাত হইত, তবে তোমার দুঃখ অনেক হ্রাস হইত। সে কথা এই, “তৃণ শুষ্ক হয়, ও পুষ্প ম্লান হয়, কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের বাক্য নিত্যস্থায়ী।” য়িশায়িয় ৪০। ৮।

কৰুণা নিশ্চিন্ত ত্যাগ করিয়া কিছু ঈশ্বর করিল না, কিন্তু আমি তাহার মুখপানে চাহিয়া অনুমান করিলাম, সে ফুলমণির স্বভাব প্রকাশ হইতে ইচ্ছা করিতেছিল। অবশেষে কৰুণা আপন সুশীলা বন্ধুর নিকটে বিদায় লইয়া আমাকে সেলাম দিয়া তৈলপাত্র হাতে করিয়া চলিয়া গেল।

উক্ত কথোপকথন শুনিয়া আমি অনুমান করি-
লাম, ফুলমণি অতি ধার্মিক ও নম্রমনা বটে,
সেই হেতুক আমি পুনরার তাহাকে বসিতে
বলিয়া তাহার আত্ম বিবরণ কহিতে অনুমতি
দিলাম। তাহাতে সে বলিল, মেম সাহেব, আ-
মার বিষয় আপনাকে আর কি জানাইব? সকলি
তো জ্ঞাত করিয়াছি। তাহাতে আমি বলিলাম,
ঐ সুন্দরী যাহার বিষয়ে এখন ককণার সহিত
কথা হইল, সে কে? তাহা আমাকে বল; কেননা
তাহার দত্ত ফুলগাছটিকে যদি তুমি এমন প্রিয়
জ্ঞান কর, তবে বোধ করি সে তোমার কোন
আশ্রয় ব্যক্তি হইবে।

ফুলমণি উত্তর করিল, মেম সাহেব ভাল
বুঝিয়াছেন। সুন্দরী আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা;
তাহার বয়স প্রায় পোনের বৎসর হইয়াছে।
দুই বৎসর গত হইল তাহার পিতা ছয় মাস
পর্যন্ত অতিশয় পীড়িত ছিলেন, তজ্জন্য আ-
মাদের বড় দুঃখ ঘটিয়াছিল। সত্যকপে বলি-
তেছি, আমরা ঐ ছয় মাসের মধ্যে কেবল
অন্ন ও শাক বিনা আর কোন ভাল দ্রব্য
এক দিবসও খাইতে পাইতাম না; তথাপি
আমি এক পয়সা মাত্র কখন কড়্জ করি নাই,

কারণ আমি কজ্জাকে সপের ন্যায় ভয় করি।
ইহাতে আমাদের আহ্বারের বড় ক্লেশ হইয়াছিল
বটে, কিন্তু এক দিবস এলিয় ভবিষ্যদ্বক্তার দিব-
রণ পাঠ করিয়া দেখিলাম যে পরমেশ্বর আপন
আশ্রিত লোকদিগকে আকাশের কালে ও ক্ষুধায়
মরিতে দেন না, বরং তাহাদের পুণ বাঁচাইবার
কারণ আকাশের পক্ষিগণকেই আহ্বারাদি আনি-



তে আক্রা করেন। ১ রাজাবলি ১১১২--৭। ইহ
পড়িয়া দুঃখ ভোগের সময়েও আমাদের মনে
মধ্যে যথেষ্ট সাহস জন্মিল।

তৎপরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ফুলমণি
তবে তোমাদের দিন নির্বাচন কিরূপে হইত
ফুলমণি বলিল, ইংরাজি সূর্যের প্রধান শিক
মহেন্দ্র বাবুর ঘরে এক রক্তাক্ত কথ্য উপস্থি

ছিল; আমি ভাবিনাম, কজ্জ করা অপেক্ষা
পরের সেবা করা ভাল। অতএব সেই স্থানে
গিয়া ঐ কর্মে নিযুক্ত হইলাম। তাহাতে আমাকে
পুতিদিন পুতঃকালে যাইতে হইত, কিন্তু সায়ং
কালে ঘরে আনিবার অবকাশ পাইতাম। সুন্দরী
সে সময়ে স্কুলে ছিল, ফলতঃ ঐ বিপদ কালে
তাহাকে ঘরে আনিতে হইল, কারণ আমি কর্মে
গেলে তাহাকেই আপন পিতার দেবাদি করিতে
হইত। বাবুর নিকটে পুতিমাসে তিন টাকা
বেতন পাইতাম, এবং দুঃখ বিক্রয়দ্বারা গোকর
খাদ্যাদির খরচ বাদে প্রায় পুতিমাসে আর
দুই টাকা লাভ করিতাম। এইরূপে মোটা ভাত
খাইয়া মোটা কাপড় পরিয়া ছয় মাস পর্যন্ত
দিনপাত করিলাম। সুন্দরীর পিতার পীড়া
হওনের পূর্বে আমরা ষোলটি টাকা জমা করিয়া-
ছিলাম, তাহাতে পাঁচ টাকায় গোকর ঘর বানাই-
লাম, আর এগার টাকা দিয়া গোক বাছুর কিনি-
লাম। আমাদের অন্যত দুঃখ হইবে, তাহা যদি
পূর্বে জানিতাম, তবে বোধ হয় ঐ টাকা খরচ
করিতাম না। তথাপি এক প্রকার ভাল হইয়াছে,
কারণ সেই অবধি আমি সর্বদা দুঃখ বিক্রয়
করিয়া কিছু লাভ করিয়া আনিতেছি।

ফুলমণি আরো বলিল, ছয় মাস গত হইলে
ঈশ্বরের প্রসাদ হেতুক সুন্দরীর পিতা কিঞ্চিৎ
সুস্থ হইয়া পুনরার কন্ঠেতে গেলেন, কিন্তু তখন
কবিরাজ মহাশয়কে বিদায় করিতে হইল।
তিনি বলিলেন, ছয় মাস পর্য্যন্ত আমা যাওয়া
করিয়াছি, সেই হেতুক চব্বিশ টাকার কম লইব
না। ইহা শুনিয়া আমাদিগের বড় ভাবনা হইল,
কারণ তাঁহাকে পাঁচটি টাকা দি, তৎকালে
আমাদের এমনত সম্ভতি ছিল না। কিন্তু ঈশ্বর
যখন আপন সেবকদিগকে নিরুপায় দেখেন,
তখন তিনি সর্বদা তাহাদিগকে রক্ষা করেন, এ
কথা যে সত্য তাহা আমরা পরে ভালরূপে
বুঝিতে পারিলাম।

আমাদিগের পাদরি সাহেবের ভগিনী সেই
সময়ে আপন ভাইয়ের ঘরে কিছু দিনের নিমিত্তে
আসিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় ধার্মিক; তাঁহার
সাহেব কলিকাতায় ডাক্তরের কাম করেন। এই
বিধি আমার কন্যাকে স্কুলে দেখিয়া তাহাকে
বড় ভাল বাসিতেন, তাহাতে তিনি আমাদের
দুঃখের কথা শুনিয়া আমাকে ডাকাইয়া এই
কথা कहিলেন; ফুলমণি, তুমি সুন্দরীকে আমার
সহিত কলিকাতায় যাইতে দেও। আমি তাহাকে

আমার কর্ম শিখাইব। বোধ করি সে ধার্মিক
 মেয়া, এবং এমনত ব্যক্তি আমার বাবাদিগের
 নিকটে থাকে, ইহা আমি বড় অভিনাষ করি।
 যদিও সুন্দরী এখন কোন কর্ম না জানে, তথাপি
 আমি তাকে খাদ্য বস্ত্রাদি ও পুতিয়াসে দুই
 টাকা বেতন দিতে স্বীকার করিতেছি; পারে
 কর্মে পারক হইলে আরো বৃদ্ধি করিয়া দিব।
 এই কথাতে যদি সম্মত হও, তবে আমি এখনি
 সুন্দরীর এক বৎসরের বেতন অর্থাৎ চব্বিশ টাকা
 তোমার হাতে দিই; তুমি টাকা লইয়া কবিরাজকে
 দিলে তোমাদের সকল দুঃখের শেষ হইবে।

তদনন্তর ফুলমণি আমাকে বলিল, মেম সা-
 হেব, আমি ঘরে আসিয়া এই সকল কথা সুন্দরীর
 পিতাকে জানাইলাম, কিন্তু তিনি কন্যাকে ছাড়িয়া
 দিতে অনিচ্ছুক হইলে আমি পাঁচ সাত দিন পর্যন্ত
 কিছু স্থির করিতে না পারিয়া ডাক্তর সাহেবের
 বিবির নিকটে গেলাম না। আমাদের পুতি-
 বাসি সকলে কহিল, এমন কর্ম কখন করিও না।
 কেহ বলিল, হি হি! লোকে লজ্জা দিবে; কেহ
 বলিল, না না, মেয়া ভুগ্ণ হইবে; কেহ বা বলিল,
 তোমরা অতিশয় টাকার লোভী; টাকার লাল-
 সায় কন্যাকে বিদেশে চাকরি করিতে পাঠাইতে

চাও; টাকা ধার কর, আপন মেয়াকে কখন ছাড়িয়া দিও না।

ফুলমণি বলিল, যেম নাহেব, পুতিবানিদের এইরূপ কথা শুনিয়া আমিও ভাবিতে লাগিলাম, যে একবার মাত্র ধার করিলে কিছু ক্ষতি নাই, চেষ্টা করিলে টাকা শীঘ্র পরিশোধ করিতে পারিব। কিন্তু সুন্দরী বলিল, না মা! কোথা-হইতে পরিশোধ করিবা? কারণ কবিরাজ বলেন, যদ্যপি পিতা এখন উভয় তেজস্কর দুবাদি না খান, তবে তাহার পূর্বনত বল হইবে না। এবং মা, তুমি দুঃখদায়ক কৰ্ম্ম করিয়া অতিশয় শীর্ণা হইয়াছ! তোমরা এখন ভাল খাও ও ভাল পর, এবং আমাকে কলিকাতায় যাইতে দেও। লোকদের কথা শুনিও না, কারণ আমি ঈশ্বরকে ভয় করি; তিনি সকল আগদহইতে আমাকে রক্ষা করিবেন।

ফুলমণি আরও বলিল, সুন্দরীর যাওনের বিষয় স্থির হইবার পূর্বে একজন বৃদ্ধা প্রীলোক অহঙ্কার করত আমার নিকটে আসিয়া এই কথা কহিল; ভাল, ফুলমণি, গত বৎসরে তুমি আমার মধুর সহিত তোমার কন্যাকে বিবাহ দিতে সম্মত ছিল না। এখন তোমাদের দুঃখ উপস্থিত

হইয়াছে; তুমি আমাদের পায়ে ধরিয়া ঐ কৰ্ম
 যেন হয় এমনত নিবেদন করিবা। ভাল, তাহাই
 হউক, আমি সকল কৰ্মা করিলাম। সুন্দরীকে
 কলিকাতায় না পাঠাইয়া আমার পুত্রের সহিত
 বিবাহ দেও, দিলে তোমার জামাতা কবিরাজের
 টীকা গুলিন পরিশোধ করিবেন। আমি বলি-
 লাম, না গো, সে কখন হইবে না। আমি তোমার
 পুত্রকে শিক্ষাকালাবধি চিনি বটে, এবং সে আমা-
 কে মা বলিয়া থাকে; কিন্তু দুই তিন বৎসরা-
 বধি আমি স্বচক্ষে দেখিতেছি সে বারং শুঁড়ির
 দোকানে গিয়া মদ্য পান করে। অতএব সুখা-
 বস্থায় যে রূপ বলিয়াছিলাম, সেই রূপ এখনও
 বলিতেছি, যে মদ্যপায়ী ব্যক্তির সহিত আমার
 কন্যাকে কখন বিবাহ দিব না। এমনত বিবাহ
 অপেক্ষা আয়োগিরি চাকরি করা সহস্রগুণে ভাল।
 এই কথা শুনিয়া ঐ বুড়ি মহা ক্রোধান্বিতা হইয়া
 আমাদের বিষয়ে নানা প্রকার হিংসার কথা
 কহিতে লাগিল। সে প্রতিবাসিদিগের নিকটে
 বলিল, যে সুন্দরীর গর্ভ হইয়াছে; অতএব তাহা
 গোপনে নষ্ট করিবার কারণ ফুলমণি তাহাকে
 কলিকাতায় পাঠাইতেছে। সুন্দরীর পিতা এবং
 আমি এই রূপ মিথ্যা অপবাদ শুনিয়া দুঃখিত

হইলাম বটে, কিন্তু “যে জিন্সা তোমার সহিত
বিবাদ করে, তাহাকে তুমি বিচারে দোষী
করিবা,” ঈশ্বরের এই অঙ্গীকার আমাদের প্রতি
তখন সকল হইল; কারণ সুন্দরী যে দুষ্টা,
তাহা কেহ বিশ্বাস না করিয়া প্রতিবাগি সকলে
বুড়িকেই দোষ দিতে লাগিল।

তদনন্তর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যে যুব
পুরুষ তোমার কন্যাকে বিবাহ করিতে অভিলাষ
করিয়াছিল, শেষে তাহার কি ঘটিল?

ফুলমণি বলিল, মের সাহেব ঐ শ্রীলোক যে
ব্যক্তির কথা এক্ষণে এই স্থানে কহিতেছিল, সেই
বুড়ির পুত্র মধু আমার সুন্দরীকে বিবাহ করিতে
চাহিয়াছিল। এক বৎসর পরে সে রাণীকে
বিবাহ করিল; কিন্তু রাণী এই পুকারে তাহার
নিকটহইতে দুইবার পালায়ন করিয়াছে। রাণী
আমার সুন্দরীর সঙ্গে এক স্কুলে পাঠ করিত,
তাহাতে উভয়ের অত্যন্ত প্রণয় হইয়াছিল। এই
কারণ সুন্দরী গেলে পরে রাণী আমার নিকটে
কখন ২ আসিয়া কিছু কাল বসিয়া সকল দুঃখের
কথা বলিত; কিন্তু প্রায় তিন মাস হইল সে
আমাকে বলিয়াছিল, আমি যখন তোমার নিকট-
হইতে যবে যাই তখন স্বামী কিম্বা শাশুড়ী বড়

মারেন। এই কথা শুনিয়া আমি তাহাকে আসিতে
বারণ করিলাম, কেননা পরিবারের / ... যাহা-
তে বিবাদ জন্মে, এমনত কৰ্ম করা অনুচিত।

আমি বলিলাম, তুমি ভাল বুঝিয়াছিল, কুলমণি। এই মধু ও রাণীর বিষয়ে পশ্চাতে
আরো কথা জিজ্ঞাসা করিব; এখন সুন্দরীর কি
গতি হইল, তাহা বল।

কুলমণি হাসিয়া কহিল, মেন সাহেব, আপন-
কার বড় অনুগ্রহ যে আপনি আমার কন্যার
বিষয় শুনিতে এমন ইচ্ছুক আছেন। তাহাকে
ছাড়িয়া দিব কি না, এ বিষয় আমরা কোন
পুকারে মনে স্থির করিতে না পারিয়া আমি
পাদরি সাহেবের নিকটে পরামর্শ লইতে গেলাম।



সে সময়ে তিনি বাজারে সুসমাচার পুচার ও
বহি বিতরণ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু মেন

সাহেব আপনার কুঠরীতে বসিতে অনুমতি দিলে
আমি সাহেবের আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করি-
লাম। পরে তিনি বাটীতে আসিয়া মাত্র আমি
তাঁহাকে সুন্দরীর কথা कहিয়া নিবেদন করিলাম,
হে মহাশয়, এ বিষয়ে আপনি কি পরামর্শ দেন?
তাঁহাতে তিনি বলিলেন, বাঙ্গালিদের মধ্যে যুবতি
যেয়া যে আপন পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া দূর
দেশে যায়, তাহা পায় ভাল বুঝি না। কারণ
যুবতীরা অতিশয় ঢেঙলা এবং নিবোধ ভইয়া
থাকে, ও দুটো জোকেরা তাহাদিগকে যে পরা-
মর্শ দেয় সেই পরামর্শ মতে চলে। কিন্তু
সুন্দরীর পুতি এই কথা অত্যন্ত অনুপযুক্ত। আমি
দুই বৎসর পর্যন্ত তাহার ব্যবহার দেখি-
তেছি, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছি যে সে
ঈশ্বরকে ভয় করিয়া আপনার শক্তির উপরে
নির্ভর না দিয়া বার ২ যিশু খ্রীষ্টের নিকটে
বল ও শিক্কা যাক্কা করে; এই জন্যে বলি
তাঁহাকে যাইতে দেও, তাহার পুতি কেহই কিছু
ক্ষতি করিতে পারিবে না। পাদরি সাহেব আরও
বলিলেন, দেখ সুন্দরীর মা, তোমরা দূরবস্থায়
আছ, এবং তোমাদের রক্ষার্থে পরমেশ্বর এই
উপায় দর্শাইয়াছেন। তুমি কন্যার নিমিত্তে চাকরি

অনুেষণ কর নাই, এবং আমিও আপনার ভগিনীকে এবিসয়ে কিছু বলি নাই। অতএব ঈশ্বর আপনি যখন উপযুক্ত দ্বার খুলিয়া দেন, তখন সে দ্বারে প্রবেশ করা তাহার ভক্তদের অবশ্য কর্তব্য।

ফুলমণি বলিল, মেন সাহেব, পাদরি সাহেবের এই কথা শুনিয়া আমরা সুন্দরীকে কলিকাতায় পাঠাইতে স্থির করিলাম। পর দিবসে ডাক্তর সাহেবের মেন অঙ্গীকার অনুসারে সুন্দরীর এক বৎসরের বেতন অগ্রে দিলেন, তদ্বারা আমরা কবিরাজকে বিদায় করিয়া আট দিন পর্যন্ত বড় সুখে কালযাপন করিলাম। কিন্তু সুন্দরী কলিকাতায় গেলে পর আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, তাহাতে সুন্দরীর পিতা আমাকে বারং বারিতেন, ফুলমণি কান্দিও না, তুমি ঈশ্বরের অল্লিমত ক্রিয়া করিলা, ইহাতেই তোমার সাব্বনা হউক।

যাওনের আট দশ মাস পরে সুন্দরী আপন মনের সঙ্গে এক বার ঘরে আসিয়াছিল, তাহাতে দেখিলাম সে সর্ব পুকারে ভাল আছে। তাহার পিতাও এক বার কলিকাতায় তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন, এবং পৌষ মাসে ডাক্তর সাহেবের ঘরের এই স্থানে পুনর্বার আসিবার কথা আছে।

হায় মেন সাহেব! যদিও আপনি সুন্দরীকে
দেখেন, তবে অবশ্য তাহাকে ভাল বাসিবেন।

• এই ফুল গাচটি যে নষ্ট হইল, তজ্জনে, এত
খেদ কেন করিলাম, তাহাও বলি। সুন্দরী
যখন কলিকাতাহইতে ফিরিয়া আনিয়াছিল,
তখন সেই চারাটি হাতে করিয়া আনিয়া আ-
মাকে বলিল, এই লও মা। মেন সাহেবের নানী
এই চারাটি আমাকে দিয়াছে; সে এখন ছোট
চারা বটে, কিন্তু তুমি যদি ইহাকে ভাল করিয়া
রাখ, তবে ইহাতে ফুল ও পত্রাদি ধরিবে;



তাহা হইলে তুমি যীশু খ্রীষ্টের এই দয়ালু কথা
স্মরণ করিও, “অদ্য বর্তমান ও কল্য চূলাতে
নিষ্কিপ্ত হইবে এমন যে ক্ষেত্রের তৃণ, তাহাকে
যদি ঈশ্বর এতাদৃশ বিভূষিত করেন, তবে হে

অল্পপুত্র্যিরা, তোমাদিগকে কি বস্ত্র দিবেন না?"
ফুলমণি বলিল, এই জনৈ মেম সাহেব, আমি
এ গাচটিকে বড় প্রিয় জ্ঞান করিতাম, কারণ সে
আমার কন্যার নিশানস্বরূপ ছিল; এবং দুঃখের
সময়ে তাহা দেখিয়া আমার অনেক বার সান্ত্বনা
হইয়াছে, কেননা আমি ভালরূপে জানি যে বৃক্ষ
ও পুষ্পাদিহইতে ঈশ্বরের লোকেরা তাঁহার সা-
ক্ষাতে বহুমূল্য হয়।

পাঠকবর্গেরা উক্ত কথা পাঠ করত অবগত
হইবে, যে আমি এই ধার্মিক স্ত্রীর চরিত্র সকল
শুনিয়া অতিশয় আহলাদিত হইলাম, এবং সময়
থাকিলে আমাদের অধিক আলাপ হইত; কিন্তু
তখন বেলা গিয়াছিল, তাহাতে চাপ্রাসি আ-
মার আরামের নিমিত্তে ভাবিত হইয়া আসিয়া
বলিল; মেম সাহেব আপনকার বিলম্ব দেখিয়া
আমি কুঠিতে শীঘ্র গিয়া গাড়ি সঙ্গে করিয়া
আনিয়াছি, কারণ আপনি অন্ধকারে হাঁটিয়া
যাইতে পারিবেন না, এবং এখন ঘোড়া যাইবার
নিমিত্তে বড় ব্যস্ত হইতেছে, আর স্থির হয় না।
ইহা শুনিয়া ফুলমণির নিকটে কিছু খেদ করিয়া
বিদায় হইলাম। আমি যে দুই ঘণ্টা তাহার
বাটীতে ছিলাম, তাহা অতিশয় আমোদে যাপন

করিলাম ; তাহাতে আমি পুনর্ব্বার শীঘ্র আসিব,
এই কথা বলিয়া গাড়িতে চড়িলাম ।

পথে যাইতে মনের মধ্যে অনেক চিন্তা উপ-
স্থিত হইতে লাগিল । ফুলমণি বিরক্ত পুতিবাসি-
দের পুতি কিরূপ কোমল আচরণ করিয়াছিল,
তাহা স্মরণ করত আমি ভাবিলাম, হায় ! এই
দরিদ্রা স্ত্রী অপেক্ষা আমার অধিক জ্ঞান আছে
বটে, তথাপি আমি সর্বদা তাহার ন্যায় পুণ্ড্র ও
সহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়া থাকি কি না, তাহা
কহিতে পারি না । আর যখন ঈশ্বরের পুতি ফুল-
মণির দৃঢ় বিশ্বাস ও ভরসা স্মরণ করিলাম,
তখন আমার নিজ অশিষ্টাচার ও অনর্থক ভাবনা
সকল অতিশয় নিস্প্রয়োজন ও দোষযুক্ত বোধ
হইল, তাহাতে আমি লজ্জিত হইয়া এই প্রার্থনা
করিতে লাগিলাম, “ হে পুত্রে, পুত্র্য করি, আ-
মার অপুত্র্যের পুতিকার করুন ! ” এতদ্বিধ আর
একটি চিন্তা মনে উপস্থিত হইল, যথা ; আমি
খ্রীষ্টিয়ান পল্লীতে অল্পকাল ছিলাম বটে, তথাপি
ইহার মধ্যে স্পষ্টরূপে বুঝিলাম যে সকল ঘর
ফুলমণির ঘরের মত নয়, এবং সকল স্ত্রীলোক
তাহার ন্যায় সদ্যবহারিণী নহে । ইহাতে আমি
ঈশ্বরের স্থানে অতিশয় বিনয় পূর্ব্বক এই প্রার্থনা

করিলাম, হে স্বর্গস্থ পিতঃ! আমাকে ধর্মাদ্বায়ে
পূর্ণ করিয়া আমার মনে পাপি লোকদের পুতি
দয়া জন্মাইয়া দেও, তাহাতে এই পল্লীর মধ্যে
সত দিন পর্যন্ত একটি অধার্মিক পরিবার বাস
করিবে, তত দিন পর্যন্ত তোমার বিষয়ে যেন
শিক্ষা দিতে ক্ষান্ত না হই।

ঘরে উপস্থিত হইয়া আমি আপন মুসলমানী
আয়াকে ডাকিয়া খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে যাহা
দেখিয়াছিলাম, তাহা তাহাকে বিস্তারিত রূপে
কহিলাম। তাহাতে আয়া সন্তুষ্ট হইয়া কহিল,
আপনি যখন পুনর্ব্বার সেই স্থানে যাইবেন,
তখন আমাকে অনুগৃহ করিয়া লইয়া যাইবেন।
আমি তাহাতে স্বীকৃত হইয়া আপন শয়নাগারে
প্রবেশ করিলাম। কিঞ্চিৎকাল পরে অতিশয়
ঝড় ও তুফান আরম্ভ হইল। তৎকালে আমার
স্বামী পল্লীগুণে তাম্বুতে আছেন, ইহা জানিয়া
আমি শোকাকুল ও ভাবিতা হইতে লাগিলাম,
কিন্তু ঈশ্বরীয় যে বাক্য সুন্দরী আপন মাতাকে
স্মরণ করিতে বলিয়াছিল, তাহা আমার মনে
পড়িলে আমি তদ্বারা সান্ত্বনা পাইয়া স্বচ্ছন্দে
শয়ন করিলাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পূর্ব অধ্যায়ের লিখিত ঘটনার দশ বার দিন পরে আমি পুনর্বার ফুলমণির গৃহে যাইতে বাসনা করিলাম। সে দিবস শনিবার, অতএব মনে ভাবিলাম, অদ্য যদি যাই, তবে বোধ হয় আমি ফুলমণির ছেল্যাদের দেখা পাইব; কারণ ফুলমণি আমাকে বলিয়াছিল যে শনিবারে ছেল্যারা বেলা থাকিতে বাটীতে আইসে। ইহা স্মরণ করিয়া আমি আয়াকে ও চাপ্রাসিকে সঙ্গে করিয়া চলিলাম। চাপ্রাসির হাতে একটি টবে অতি সুন্দর লালবর্ণ বিনাতি ফুলগাচ ছিল; তাহা চিন গোলাপ চারার পরিবর্তে ফুলমণিকে দিতে মানস করিলাম, কেননা সে ফুলসকলকে কেমন ভাল বাসে এবং তাহাদ্বারা কিরূপ উত্তম উপদেশ প্রাপ্ত হয়, ইহা দেখিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম।

ইহা আশ্চর্যের বিষয় বটে, যে কোনও খ্রীষ্টিয়ান লোক পৃথিবীর সৌন্দর্য দেখিয়াও তদ্বারা সৃষ্টিকর্তার বিষয়ে কিছু শিক্ষা করে না, এবং তাঁহার হস্তকৃত কার্যের সহিত পারমার্থিক বিষয়ের কিরূপ তুলনা হয়, তাহাও বুঝিতে পারে না। এই কথা দেশস্থ স্ত্রীলোকদের প্রতি বিশেষ-

রূপে খাটিতে পারে, যেহেতুক তাহাদের মধ্যে
ঈশ্বরের কর্মের বিষয়ে যাহারা ভালরূপে মনো-
নিবেশ করে এমনত লোক অত্যন্ত পাওয়া যায়।
বস্তুতঃ আমি ফুলমনি বিনা একপ সম্বিবোধিত্তা
এতদেশীয়া স্রীলোকদের মধ্যে আর কাহাকেও
দেখি নাই। সে যাহা হউক, ফুলমনির এইরূপ
মতাই দেখিয়া বুঝিলাম যে তাহার সহিত আ-
মার উত্তম পুণ্য হইবে, কারণ আমি যে সকল
বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া থাকি, সে সকলেতে
তাহারও মনঃসংযোগ হইয়া থাকে।

অনেক বৎসর অবধি আমি মনের মধ্যে
একটি রীতি স্থাপন করিয়াছি, যথা ; যে সময়ে
আমি ক্ষেত্রেতে কিম্বা নদীতীরে অথবা বাগানে
একাকিনী ভ্রমণ করি, সেই সময়ে কোন দৃষ্ট
বস্তু অর্থাৎ বন্যযান কি ফুল কিম্বা পুষ্পর ইত্যাদি
ইহার মধ্যে কোন একটাকে মনোনিবেশ করিয়া,
সে কি পুকার কার্যে লাগে, এবং সে কেমন
সুন্দর, কিম্বা তাহার কি ২ গুণ, এই সকলেতে
মনোনিবেশ করিয়া তদ্বারা ঈশ্বরের শক্তি ও
জ্ঞান ও দয়ার বিষয়ে সুশিক্ষিত হই। কখন ২
সাংসারিক বস্তুর বিষয় ধ্যান করিতে ২
পারমার্থিক বিষয়ে জ্ঞান প্রাপ্ত হই; ইহার উদা-

হরণ বলি। আমি যখন বাগানের মধ্যে মালাকে
 বৃক্ষের ডাল ছাঁটিয়া পরিষ্কার করিতে দেখি,
 তখন ধর্ম পুস্তকে লিখিত এই কথার ভাব
 ভালরূপে বুঝিতে পারি, যথা; “পরমেশ্বর
 যাহাকে পোষ করেন তাহাকেই শাস্তি পুদান
 করেন; এবং যে পুত্রকে পুত্রকে গ্রাহ্য করেন
 তাহাকেই পুহার করেন।” ইব্রীয় ১২।৬। কিন্না
 “যে সকল শাখাতে ফল ধরে না তাহা পিতা
 ছেদন করিয়া ফেলেন, এবং ফলবতী শাখা
 সকলেতে যেন আরো ফল ধরে এই জন্যে পরি-
 ষ্কার করেন।” যোহন ১৫।২।

কখন২ বা সূর্যকে অস্ত হইতে দেখিয়া এই
 বোধ করি, যে সূর্যের সহিত সত্য খ্রীষ্টিয়ান
 লোকের মৃত্যুর তুলনা দেওয়া যায়; কলতঃ
 যেমন নির্মল দিবসে সূর্য সমস্ত দিন অতিশয়
 তেজঃ প্রকাশ করিলে অস্ত হওনের সময়ে তাহাতে
 প্রায় কেহই মনোযোগ করে না; তেমনি কোন
 খ্রীষ্টিয়ান লোকেরা যাবৎ জীবন ঈশ্বরের সেবাতে
 ও মনুষ্যদের হিতার্থে কাল ক্ষেপণ করিয়া
 মৃত্যুর সময়ে বড় একটা সাহস ও জয় প্রকাশ
 করিতে না পারিয়া কেবল সুস্থিররূপে আপন ২
 আত্মা পুত্র হস্তে সমর্পণ করে। তাহারা

“সান্দ্রনাতে কাল কেপে, সান্দ্রনাতে মরে,”

সূতরাং নির্মল দিনের সূর্য্যাস্তের ন্যায় অনেকেই
তাহাদের মরণেতে বড় মনোযোগ করে না।
আর সূর্য্য কখনো দিনের মধ্যে অনেকবার মেঘ
দ্বারা আচ্ছাদিত হইলেও সফ্যার সময়ে মেঘহইতে
বাহির হইয়া অতিশয় উজ্জ্বল রূপে অস্তগত হয়,
তদ্রূপেই কোনও খ্রীষ্টিয়ানের অনেকবার পরী-
ক্ষাতে পতিত হয়, এবং গর্মেতে বড় একটা সান্দ্রনা
না পাইয়া মনের দুঃখ প্রযুক্ত চিন্তাতে কাল সাপন
করে; কিন্তু নিদান সময়ে তাহাদের মেঘরূপ
দুঃখ সকল উদ্ভিন্ন হইলে তাহারা অতিশয় সাহস
ও আহলাদযুক্ত হইয়া দেহ ত্যাগ করে। পুনশ্চ
বর্ষাকালে যেমন সূর্য্য সমস্ত দিবস মেঘদ্বারা
ঢাকা থাকে, এবং মেঘচ্ছন্ন হইয়া অস্তগতও
হয়; তেননি কতকগুলিন খ্রীষ্টিয়ান লোক আছে,
তাহারা ঈশ্বরের গুণ সম্ভান হইয়াও স্বভাবিক
ভীক প্রযুক্ত কিম্বা আর কোন কারণ বশতঃ জীবনা-
বস্থায় আপন ধর্ম্ম বড় প্রকাশ করে না বটে,
কিন্তু সর্ব্বান্তর্য্যামি পুত্রে তাহাদের মনের অভিপ্রায়
জানেন ও তাহাদের নাম জীবন পুস্তকে লিখিয়া
রাখেন। ফলতঃ সূর্য্য যে কপে অস্ত হউক না
কেন, সে যেমন পুনর্ব্বার অবশ্য উদিত হয়,

সেইরূপে উক্ত পুকার খুঁটাশ্রিত লোকসকলের
যে পুনরুত্থান হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

ফুলমণির গৃহে গমন কালে নদীর তীর দিয়া
সাইতে হইল, তাহাতে আমি সেই নদীর বিষয়
উক্ত রূপে ধ্যান করিতে চলিলাম। মনোমধ্যে
এই পুকার ভাবিলাম; যেমন গঙ্গা অতুচ্চ হিমা-
লয় পর্বতহইতে নামিয়া আসিতেছে, তেমনি
ধর্মাত্মা স্বর্গহইতে নামিয়া মনুষ্যদের মনে অব-
স্থিতি করেন। নদীর উনুই যেমন কখন শুষ্ক হয়
না, সেই মত ঐ আত্মা মানুষের অন্তঃকরণে উনুই
স্বরূপ হইয়া অনন্ত পরমায়ু পর্যন্ত উথলিয়া
উঠেন। নদীর জলদ্বারা শরীর পরিষ্কার হয়



বটে, কিন্তু তাহা অন্তঃকরণেতে কিছুমাত্র সংলগ্ন
হয় না, অতএব তাহাতে জ্ঞান করিলে মনুষ্যদের

পাপরূপ মলিনত্ব ধোত হয় না; কিন্তু অন্তর্যাগি পবিত্র আত্মা সর্ব প্রকার পাপ মনুষ্যদের অন্তঃ-
করণহইতে পরিস্কৃত করেন। পুনশ্চ নদীর জল-
দ্বারা যেমন ভূমি উর্বরা হয়, তেমনি ধর্মাত্মাদ্বারা
খ্রীষ্টিয়ান লোকদের ধর্মক্ষেত্র উর্বরা হইয়া সৎ-
কর্মরূপ ফল উৎপন্ন করে। আরো যাহার ইচ্ছা
হয় সে যেমন আসিয়া নদীর জল স্বচ্ছন্দে পান
করিতে পারে, তদ্রূপে যে জন তৃপ্ত হয় এবং
যে কেহ ইচ্ছা করে সে আসিয়া বিনামূল্যে অমৃত
জল গ্রহণ করুক। কোটি মনুষ্যের ও পশুদিগের
জীবন গঙ্গাজলদ্বারা যেমন রক্ষা পায়, তেমনি
পাপেতে মৃতপ্রায় যে আমরা, আমরা ধর্মাত্মা-
দ্বারা পরমায়ু প্রাপ্ত হই। গঙ্গার শোত যেমন
বাধা সকল উল্লঙ্ঘন করিয়া বেগবান্ হয়, তেমনি
মনুষ্যদের অন্তঃকরণে যে মহা বাধা (অর্থাৎ
পাপের পুতি অনুরাগ) তাহা ধর্মাত্মা দমন
করিয়া মনকে ঈশ্বরের বশীভূত করান। অব-
শেষে, যেমন নদীর শোত কিছুতে বাধিত না
হইয়া মহাসাগরে গিয়া মিলিত হয়, তেমনি
ধর্মাত্মা মনুষ্যদের অন্তঃকরণে ধর্ম সিদ্ধি করিয়
অনন্ত পরমায়ুরূপ সুখসাগরে তাহাদিগকে পৌছ-
হিয়া দেন।

উক্ত বিষয় আন্দোলন করত চলিতে২
 আমার পথশ্রম কিছুই বোধ হইল না, তাহাতে
 আমি প্রায় অজ্ঞাতনারে ফুলমণির গৃহে উপস্থিত
 হইলাম। পৌছিবামাত্র দুইটি ছেল৷ দৌড়িয়া
 আসিয়া আমাকে দ্বার খুলিয়া দিল। পরে তাহারা
 সেনাম করিয়া গৃহের মধ্যে শীঘ্র গিয়া আপন
 মাতাকে ডাকিতে লাগিল। ফুলমণি পূর্বে যে-
 রূপে আমাকে চৌকি আনিয়া দিয়াছিল, সেই-
 রূপে তাহার কন্যাও চৌকি আনিয়া দিয়া আ-
 মার নিকটে দাঁড়াইল। বোধ হইল তৎকালে
 ঐ মেয়ার বয়স্ক্রম সাত বৎসর মাত্র। তাহার
 মুখ গোল আর অতিশয় পুফুল ও হৃষ্ট ছিল,
 এবং তাহার সুন্দর লম্বা কেশ উত্তমরূপে বাঁধা
 ছিল। আমি তাহার সুশীল ব্যবহার দেখিয়া
 বড় সন্তুষ্ট হইলাম; কারণ সে অন্য গ্রামস্থ
 বাঙ্গালি বালিকাদের ন্যায় পলায়ন না করিয়া
 আমার আয়াকে একটি পিঁড়া আনিয়া দিয়া শিশু
 রূপে আমাদের সহিত আলাপ করিতে লাগিল।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার
 নাম কি? তাহাতে সে বলিল, আমার নাম সত্য-
 বতী, এবং আমি সর্বদা সত্য কথা কহিতে চেষ্টা
 করি। ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম, সত্যবতী

অতিশয় সুন্দর নাম বটে, কিন্তু তোমার নামের
সহিত যেন তোমার কথা মিলে, কেবল এই
জন্মে কি তুমি সত্য কথা কহিয়া থাক? সে
হাসিতে বলিল, না না, মেম সাহেব, এমত নয়।
ঈশ্বর আমাদিগকে সত্য কথা কহিতে আজ্ঞা
দিয়াছেন, এই জন্মে আমি সত্য কথা কহিয়া
থাকি। তিনি বলিয়াছেন, “তাবৎ মিথ্যাবাদিরা
আমি ও গন্ধকের পুজ্জ্বলিত হুদে নিক্ষিপ্ত হইবে।”
পুকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্য। ২১। ৮।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ধর্ম পুস্তকের ঐ কথা-
টি তোমাকে কে শিখাইল? সত্যবতী উত্তর করি-
ল, পিতা শিখাইয়াছেন। রাত্রিকালে আমাদের
আহার হইলে তিনি নিত্য আমাদিগকে ধর্ম-
পুস্তকের দুই একটি পদ শিখাইয়া স্পষ্টরূপে বুঝা-
ইয়া দেন। বোধ হয়, সত্যতার বিষয়ে যত পদ
আছে, সে সকল আমি মুখস্থ বলিতে পারি; এবং
ঐ সকলের মধ্যে এই পদটি বড় ভাল বাসি,
“আমিই পথ ও সত্যতা ও জীবন”। যীশু খ্রীষ্ট
ইহা বলিলেন; এবং তাহার অর্থ পিতা আমাকে
গত রবিবারে বুঝাইয়া দিয়াছেন। মেম সা-
হেব, আমরা যদি খ্রীষ্টকে ছাড়িয়া অন্য পথে
চলি, তবে স্বর্গে না পৌছিয়া নরকে পড়িব।

এ ছোট বালিকা এই কথা বলাতে তাহার ভাই ঘরের ভিতরহইতে বাহিরে আসিয়া কহিল, মেম সাহেব, যা ঘর লেপন করিতেছেন, তাহা সমাপন করিয়া এখনই আসিবেন, কেবল একটি কুঠারী লেপন করিতে বাকী আছে। আমি বলিলাম, তোমার মাতা সকল কৰ্ম সাধ করিয়া আইনে উত্তম হয়; কিন্তু তোমার নাম কি? তাহা আমাকে বল।

বালক উত্তর করিল, আমার নাম সাধু। সাধু আপন ভগিনীহইতে দুই তিন বৎসরের বড়, এবং তাহার মুখাবলোকন করিয়া অনুমান হইল সে বুদ্ধিমান বালক বটে।

তখন সত্যবতী বলিতে লাগিল, মেম সাহেব, আমি যেক্ষেপে সত্যতার বিষয়ে ধর্ম পুস্তকের সকল পুমাণ অভ্যাস করিয়াছি, সেইক্ক্ষেপে দাদা সাধুতার বিষয়ে সকল কথা শিক্ষিত হইয়াছেন। পাদরি সাহেবের মেম আমাদিগকে জ্ঞান বলি-লেন, সাধুতা ও সত্যতা সর্বদা ভাই ও ভগিনী-স্বরূপ বিখ্যাত হয়, তাহাদিগকে কোন মতে পৃথক করা যায় না। আহা, আমরা দুই জনে অতুত্তম নাম পাইয়াছি। ইহা বলিয়া সে উঠানের মধ্যে লম্বু দিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ইহার পূর্বে আমি অনেক বাঙালির ছেল্যা-
দিগকে দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু এমন নুমতি
ও মিষ্টভাসী কাহাকেও দেখি নাই। তাহাতে
আমার চক্ষু জলেতে পরিপূর্ণ হইল, এবং “হে
পিতঃ, তুমি বালক ও দুঃখপোষ শিশুদের মুখদ্বারা
আপন স্তব প্রকাশ করিয়াছ, এই জন্য তোমার
ধন্যবাদ করিতেছি,” এই শাস্ত্রীয় কথা আমার
মনে তৎক্ষণাৎ উদয় হইল। কিন্তু সাধু ও নত-
বতী আমার অশ্রুজল না দেখিয়া যে পর্যন্ত
তাহাদের মাতা না আইসে সেই পর্যন্ত আমি
মাহাতে সন্তুষ্ট থাকি, কেবল এই চেষ্টা করিতে
লাগিল।

সাধু আমাকে বলিল, যেম সাহেব, ঐ দুষ্টা
ককণা যে দিনে দিদির গাচটি নষ্ট করিল, বোধ
করি সেই দিনে আপনি আসিয়াছিলেন। মাতা
আপনকার বিষয়ে আমাদিগের নিকটে অনেক
কথা বলিয়াছেন, এবং আপনিও আমার দিদির
সমুদায় বৃত্তান্ত শুনিয়া থাকিবেন।

আমি বলিলাম, হাঁ, আমি তাহা শুনিয়া অতি-
শয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, এই জন্য তাহার গাচ-
টির পরিবর্তে আর একটি বিলাতীয় কুনের চারা
তোমার মাকে দিবার নিমিত্তে আনিয়াছি। এই

কথা বলিয়া আমি চাপ্রাসিকে ভিতরে ডাকিয়া
তাহার হাতহাতে কুনের চারা লইয়া তাহা-
দিগকে দেখাইলাম, তাহাতে দুই জনে বড় সহৃদয়
হইয়া কুনের অতিশয় প্রশংসা করিল।

পরে সাধু বলিল, আইস সত্যবতি, আমার
দিদির শুক গাচটি ফেলিয়া দিয়া তাহার স্থানে
এই টকটি রাখি, তাহা হইলে ইহা কোথাহইতে
আইল তাহা সবিশেষ না জানিয়া মাতা বড়
আশ্চর্যান্বিতা হইবেন।

সত্যবতী উত্তর করিল, না না, সাধু, বিনি
নাহেব যে চারা আনিয়াছেন তাহা অন্য টকের
নিকটে রাখ; কিন্তু দিদির চারাটি সন্মানে ফেলিয়া
দেওয়া হইবেক না, কারণ মা তাহাকে বাঁচাই-
বার নিমিত্তে বড় চেষ্টা করিতেছেন, এবং আজি
আমাদের পিতাকে বলিলেন, মাদ্রাসা এইটি
শুক হইয়া থাকে, তথাপি আমি তাহাকে চির-
কাল রাখিব, কেননা ইহার শুক আখার
আমার মনের চেতনা হইবে।

সাধু জিজ্ঞাসা করিল, সে কি প্রকারে হইবে,
মা কি তাহা বলিয়াছিলেন?

সত্যবতী কহিল, হাঁ, মাতা বলিলেন, এ শুক
গাচটিকে দেখিয়া পাপ করিতে আমার মনে ভয়

জন্মিবে, পাছে আমি শুষ্ক শাখাস্বরূপ হইয়া
অনির্বাণ অগ্নিতে দহা হই। ইহা শুনিয়া সাধু
অতি গভীর হইয়া বলিল, তবে সত্যবতি, দিদির
জাঁরাটি থাকুক; এই ভয়ানক উপদেশ আমা-
দেরও মনে রাখা কর্তব্য, কারণ তুমি এবং আমি
অনেকবার দোষ করিয়া থাকি।

অতঃপর সত্যবতী উঠিয়া আমাকে ডাকিয়া
স্বকনযন্ত্রে লইয়া গেল। পরে আমি সাধুকে বলি-
লাম, গতবারে এমনতর সজ্জার সময়ে আমি
আসিয়াছিলাম, তাহাতে দেখিলাম যে তোনার
মাতার সকল কৰ্ম সারা হইয়াছিল। অতএব কি
নিমিত্তে এত ব্যস্তা আছে?

সাধু উত্তর করিল, মেম সাহেব, আজি শনি-
বার, এই নিমিত্তে মাতা ব্যস্তা আছেন। সপ্তাহের
শেষ দিনে তাঁহাকে সর্বদাই অনেক কৰ্ম করিতে
হয়, কারণ রবিবারে পুণ্য কোন কৰ্মই করেন
না। আজি আমরা দুই পুহরের সময়ে স্কুল-
হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম; ইহারি মধ্যে
মাতা কি কৰ্ম করিয়াছেন, তাহা আমি বলি।
পুথমে তিনি সত্যবতীকে পুষ্করিণীতে লইয়া
বেসনদ্বারা মাথা ঘসিয়া দিলেন; পরে গৃহে আসি-
বার সময়ে আমাদের ধৌত বস্ত্র আনিবার জন্যে

ধোপার নিকটে গেলেন। অনন্তর গৃহে আসিয়া
 মাতা দেখিলেন, পিতার চাদর ও আমার
 জামা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, অতএব পরদিনে গীর্জায়
 যাইতে হইবে, এই নিমিত্তে তিনি সেই কাপড়-
 গুলিকে তৎক্ষণাৎ সেলাই করিলেন। তাহা
 হইলে পর মাতা সত্যবতীর মাথায় তৈল দিয়া
 চুল সকল উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিলেন। পরে
 উঠান বাঁটি দিয়া গৃহ লেপন করিতে আরম্ভ
 করিলেন, সে কৰ্ম্ম এখনও শেষ হয় নাই।
 পিতা কখনই মাতাকে বলেন, শনিবারে অনেক
 কৰ্ম্ম হয়, এই জন্য আর কোন দিনে গৃহ
 লেপন করাই ভাল; কিন্তু মাতা শনিবারে তাহা
 করিতে চাহেন, কেননা রবিবারে গীর্জার পরে
 কতকগুলিন পুঙ্খ এখানে আসিয়া দাবায় বসিয়া



পাদরি সাহেবের উপদেশ কথার ভাব পরস্পর
বিবেচনা করে, ও দুই একটি গান গায়, পরে
কলপানাদি করিয়া বিদায় হয়। এ লোকেরা
যেন সকলি পরিষ্কার ও পরিপাটি দেখিতে পায়,
এই অভিপ्राয়ে মাতা শনিবারে ভাবৎ ঘর লেপন
করেন; কেননা তিনি বলিয়া থাকেন, ভাল গৃহিণী
হওয়া খ্রীষ্টিয়ান জীলোকদের অৰ্শ্য কৰ্ত্তব্য।

এমন সময়ে ফুলমণি আপনি উপস্থিত হইল,
তাহাতে মাধু সত্যবতীর নিকটে রন্ধনশালায়
গেল। ফুলমণির শাড়ি পূর্য্যপোষণ কিছু মলিন
ছিল, এবং বোধ হইল সে তখন বড় শ্রান্ত
হইয়াছে, তথাপি সে আমাকে সেনাম করিয়া
হুটুটিতে বলিল; মেম সাহেব, আজি যদি
শনিবার না হইত, তবে আমি সকল কৰ্ম্ম
ছাড়িয়া আপনকার নিকটে আসিতাম; কিন্তু
আপনি জানেন যে শনিবারে কৰ্ম্ম সমাপ্ত না
করিলেই নয়।

আমি বলিলাম, হাঁ ফুলমণি, এ অতিশয়
ভাল রীতি বটে, এই রীতি পালন করিলে
শনিবারে ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে বিশ্রাম করা
যায়। এখন সত্য করিয়া বল, তোমার সমস্ত
কার্য্য শেষ হইয়াছে কি না? যদি না হইয়া

থাকে, তবে আমি অন্য দিন আসিয়া তোমার সহিত কথোপকথন করিব। এখন তুমি যাইয়া কর্ম কর, এবং তোমার সম্ভানদিককে আমার নিকটে পুনরার পাঠাইয়া দেও। আমি তাহাদের কথা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি।

ফুলমণি বলিল, আপনি যদি অনুমতি দিলেন, তবে তাহাই করি; কারণ কল্যের নিমিত্তে এখন ব্যঞ্জন রন্ধন হয় নাই।

আমি জিজ্ঞাসিলাম, তুমি কল্যের জন্যে কি ব্যঞ্জন পর্যন্ত আজি রাখিয়া রাখিবা?

ফুলমণি বলিল, হাঁ মোম সাহেব, যে কখনো শনিবারে করা যায়, তাহা ছেঁড়িয়া রাখিব কেন আমরা প্রত্যেক শনিবারে কিছু মাংস বা মৎস্য কিনিয়া রাখি, এবং এখন আশুমাংস পুষ্কৃত তাহা এক দিন রন্ধন করিলে পর তিন দিন পর্যন্ত ভাথাকে। গ্রীষ্মকালে তাহা রান্না যায় না; অতএব সে সময়ে কেবল শাক ডালাদি শনিবারে কিনি রাখিতে হয়। আর কি কহিব? রবিবারে রাখি দিই, কিন্তু সে দিনে বাতাস ঠাট আমরা কেহ কাপে করি না।

ইহা বলিয়া ফুলমণি গৃহে যাইতেছি। এমন সময়ে তাহার দ্বার আমার বিনাতি

ফুলচারাটির উপরে পড়িল; তাহাতে সে আমার পুতি ফিরিয়া বলিল, সেলাম মেম সাহেব, বোধ করি আপনি এই সুন্দর ফুলগাচটি আমাকে আনিয়া দিয়াছেন। আহা! সুলেমান এত ঐশ্বর্য-দান্ হইলেও ইহার ন্যায় বিভূষিত ছিলেন না। ইহা বলিয়া সে যাইয়া আমাকে ও ছেল্যাদিগকে আমার নিকটে পাঠাইয়া দিল।

তাহারা আসিবা মাত্র আয়া বলিতে লাগিল, মেম সাহেব, এই ছেল্যারা আমাকে খ্রীষ্টিয়ান করিতে চেষ্টা করিতেছিল। তাহাতে আমি ছেল্যাদের পুতি ফিরিয়া হানিয়া বলিলাম, তোমরা আমার আয়াকে কি করিলা? বোধ করি ইহাকে তোমাদের কিঞ্চিৎ সুব্যঞ্জন জোর করিয়া খাওয়াইতে চাহিয়াছিল।

আয়া বলিল, না না, মেম সাহেব, ইহারা নৈরূপ ব্যবহার করে নাই; বরং একটি নূতন হুকা আনিয়া তাহাতে তামাক সাজিয়া আমাকে খাইতে দিল, আর খ্রীষ্টিয়ানদের শাস্ত্রহইতে অত্যন্ত কথ্য বলিয়া তাহা আমাকে স্নষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়াছে।

তখন আয়া সত্যবতীর পুতি ফিরিয়া বলিল, সত্যবতি, তুমি যে কথা আমার সাক্ষাতে বলিলা,

তাহা আনার মেম সাহেবকে বল দেখি, তিনি একবার শুনুন !

তাহাতে সত্যবতী কহিল, মেম সাহেব, আর এই কথাটি শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইল, যথা, “মিত্রদের নিমিত্তে আপনার পুত্র দান পর্যন্ত যে পুত্র তদগেহন আর বড় পুত্র কাহারো নাই ; আর “যেহ আজ্ঞা আমি দিতেছি তাহা যদি পালন কর, তবে তোমরাই আমার মিত্রগণ !”

যীশু খ্রীষ্ট কি প্রকারে পাপি লোকদের পায় চিত্ত করিলেন, আরা তাহা আমার নিকটে অনেকবার শুনিয়াছিল, তথাপি তাহাতে বড় একটা মনোযোগ করে নাই ; কিন্তু এখন ঐ কথা শিশুদের মুখে শুনিয়া সে চিন্তিত ও গভীর হইয়া বসিল, তাহাতে বোধ হইল যে খ্রীষ্টের উক্ত বাক্য তাহার মনে দৃঢ়রূপে লাগিয়াছিল : আমি দেখিলাম তাহার চক্ষু জনেতে ছিল, কহিতেছে, কিন্তু সে আপনার কোন কথা বলিতে না পারিয়া আমাকে কহিল, মেম সাহেব, আপনি এই ছেলের সহিত ধর্ম বিষয়ে কথোপকথন করুন !

সপ্তাহের শেষ দিনে এই পার্থক্য পরিবার যেকণ ব্যবহার করিত, তাহা সত্য হইয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, ~~কিন্তু~~ তাহারা কি

পুকারে রবিবার পালন করে, ইহাও শুনিতে বড় ইচ্ছুক হইলাম। এই জন্য আমি সাধুকে বলিলাম, সাধু, বিশ্রামদিনে পূতঃকালাবধি সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমরা কি করিয়া থাক, তাহা আমাকে বল।

সাধু উত্তর করিল, যেম সাহেব, যদি পুণ্যম অবধি শুনিতে চাহেন, তবে অগ্রে শনিবারের রাত্রির কথা বলিতে হয়; কেননা পিতা कहিয়া থাকেন, শনিবার রাত্রিতে আমাদের বিশ্রাম দিবসের আরম্ভ হয়। শনিবারে সন্ধ্যাকালে মাতার তারৎ কৰ্ম্ম সাধু হইলে পর, আমরা সকলে বসিয়া কএকটি গান গাই। পরে পিতা ঈশ্বরের স্থানে এইরূপ প্রার্থনা করেন, হে পরমেশ্বর, তুমি আপন লোক কলবান্ কর, ও লোকেরা কল। যেহ উপদেশ কথা শুনিবে, তাহা তাহাদের মনে দৃঢ়রূপে রোপিত করিয়া দেও। এবং বিশেষরূপে আমাদের পাদরি সাহেবের পুতি পুসন্ন হও, ও আমাদের মণ্ডলীর পুতি আশীর্বাদ কর।

মাতা রবিবারে অতি পুতুষে ভাত রাধিয়া দেন, পরে আমাদের খাওয়া হইলে পর পিতা পুনর্বার প্রার্থনা করেন। তখন আমরা সকলে

পরিষ্কার কাপড় পরিয়া দ্বারে ঢাবি দিয়া গীর্জাতে
যাই। গীর্জা সাঙ্গ হইলে পর, যেমন পূর্বে বলি-
য়াছিলাম, কএক জন পুরুষ হেথায় উপদেশের
বিষয়ে কথোপকথন করিতে আইনে। এমত
সময়ে সত্যবতী এবং আমি ধর্মপুস্তকের একটি
পদ আর একটি গান অভ্যাস করি। সকল
লোক গৃহে গেলে পরে, পিতা আমাদের পাড়া
ভ্রমেন, ও ধর্মপুস্তকের কথা বড় মৃষ্টকণ্ঠে বুঝা
ইয়া দেন; অথবা যুমক বা দানিয়েল কিম্বা
শিমুয়েল ইত্যাদির ইতিহাস বলেন। এই জানে
আমরা রবিবারকে অন্য সকল দিনের ইতে অতি-
শয় প্রিয় জ্ঞান করি।

তখন আমি এই কথা শুনিয়া মনের মধ্যে
ভাবিলাম, হায়! বাঙ্গালাদেশে যদিও এই
পরিবারের মত সকল খ্রীষ্টিয়ান লোক ধান্মিক
হইত, তবে দেব পূজকদের মধ্যে আমাদের ধর্ম
অবশ্য সুগৃহ্য হইতে পারিত। কিন্তু দুঃখের
বিষয় এই, যে অনেক ভাক্ত খ্রীষ্টিয়ান লোকেরা
হিন্দু ও মুসলমানদের ন্যায় মন্দ আচার ব্যবহার
করিয়া খ্রীষ্টের নামে কলঙ্ক দেয়।

পরে আমি সত্যবতীর পুতি ফিরিয়া বলি-
লাম, ভাল সত্যবতী, পাড়া সাঙ্গ হইলে তোমরা

রবিবারে আর কি ২ কর, তাহা তুমি আমাকে বল ।

সে উত্তর করিল, পাঁচ ঘণ্টার সময়ে পিতা ও ভ্রাতা পুনর্ব্বার গীর্জায় যান, কিন্তু মাতা গৃহে থাকিয়া অন্ন পাক করেন । পরে আনি আপন ছোট ভাই পিয়নাথকে লইয়া বেড়াই ; সে আমাকে বড় ভালবাসে, এবং আমাকে দেখিয়া করতালি দেয় । পিতা গীর্জাহইতে সাত ঘণ্টার সময়ে আইসেন, পরে ভোজনাদি সাক্ষ হইলে আমরা আরবার গান গাই, কিম্বা দাদা যাত্রিকের যাত্রাপুস্তক পড়েন, আমরা সকলে বসিয়া শুনি । শেষে প্রার্থনা করিয়া শয়ন করিতে যাই ।

ইহা শুনিয়া আনি বলিলান, ভাল, তোমাদের পিতা তোমাদিগকে ধর্ম্মের বিষয়ে কিরূপে শিক্ষা দেন, আনি তাহা জানিতে বড় ইচ্ছুক আছি ; অতএব এই স্থানে যদি কোন রবিবারে তাহা শুনিতে আইসি, তবে কি তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন ?

সাপু বলিল, না মেন সাহেব, পিতা তাহাতে বড় আহ্নাদিত হইবেন ; কিন্তু বোধ হয়, আপনার সাক্ষাতে আমাদিগকে পড়াইবেন না । আপনি যেন আমাদিগকে শিক্ষা দেন, তিনি

এমত প্রার্থনা করিবেন, আমি তাহা নিশ্চয় জানি।

সত্যবতী বলিল, ও দাদা! তাহা হইলে বড় উত্তম হয়। পরে নে আমার পুতি চাহিয়া कहিল, আপনি বড় ভাল বিবি; আমি আপনার নিকটে একবার পড়া দিতে চাহি, কিন্তু তাহা কি পুকারে হইবে? আপনি তো বাঙ্গালা পড়িতে পারেন না।

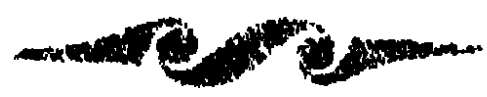
তাহাতে আমি হাসিয়া লিজাসিন্দন, ও সত্যবতী, এমত কথা তোমাকে নে বাগল? যদি তোমা অপেক্ষা আমি ভাল পড়ি না পারি, তবে কি হয়?

সত্যবতী এই কথাতে কিঞ্চিৎ অজিজ্ঞতা হইল উত্তর দিল, আমি মনে করিয়াছিলাম যে কেবল পাদরিদের বিবিরাই বাঙ্গালা পড় শিখা করেন। কিন্তু আপনি তো পাদরির বিবি নহেন।

আমি বলিলাম, একথা বড় বড়, কি যদ্যপি পাদরির মেম নহি, তথাপি আমি বাঙ্গালিদিগকে বড় দয়া করি, এবং যেন তাহা দিগকে শিক্ষা দিতে পারি এই জন্যে অতিশূন্য পূর্বক বাঙ্গালি ভাষা শিক্ষা করিয়াছি। অতএব তুমি যেমন ইচ্ছা করিলা, তেমনি আমি এক দিন আসিয়া তোমার পাঠ শুনিল। তখন আমি

কেন্নন পণ্ডিত, তাহা তুমি জানিতে পারিবা।
কিন্তু বড় বিলম্ব হইল, এখন আমাকে গৃহে
বাইতে হইবে; ইহা বলিয়া আমি শিশুদের
সাথে একটি সিকি দিলাম, তাহাতে তাহারা
বড় সন্তুষ্ট হইয়া গ্রামের সকল কুকুর তাড়াইয়া
দিতে পুণ্ড্রভাগ পর্যন্ত আমাকে রাখিয়া গেল।

সেই রাত্রিতে আমি শয়নকালে এমন পান্থনা
করিলাম; ওহে পরমেশ্বর! পুত্র দিনেতে আমি
আত্মাতে আনিষ্টে হইয়া মেন উঠি, আমার পুতি
এই অনুগ্রহ কর। এবং যত দিন পর্যন্ত অর্গেহ
অক্ষয় সুখ ভোগ করিতে না পাই, তত দিন
পর্যন্ত এই সংসারে বিপ্লব দিবস উত্তরকালে
পালন করিতে আমাকে শক্তি দেও।



তৃতীয় অধ্যায়।

পর দিবস পুত্রুষে আয়া আসিয়া আমাকে
এই সমাচার দিল; মেন সাহেব, খ্রীষ্টিয়ানদের
পল্লীহইতে এক জন ত্রীলোক আনিয়া বলিতেছে,
মেনের নিকটে আমার একটি নিবেদন আছে।
কিন্তু মেন সাহেব যে খ্রীষ্টিয়ান লোকদিগকে কল্য
দেখিয়াছিলেন, এ ব্যক্তি তাহাদের মত নয়।

এতো বড় ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরিয়া আনিয়াছে, এই জন্যে তাহাকে ভিতরে না আনিয়া বারাণ্ডায় বসিতে বলিয়াছি। আমি আয়াকে কহিলাম, ভাল করিলা, আমি তথায় গিয়া তাহার সচিত্র কথা কহিব। পরে বারাণ্ডায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, যে জীলোকের সঙ্গে ফুলমণির গৃহে পুথনদার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেই বসিয়া আছে।

ককণা আমাকে অনুরোধ করিতেছে ইহা দেখিয়া আমি পুথনে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলাম, কিছু শেষে শুনিলাম যে সাধু ও সত্যবতী আহলাদ পূৰ্ব্বক আমার দত্ত দুই সিকি পাড়ার মধ্যে সকল লোককে দেখাইয়াছিল, তাহাতে ককণা মনে করিল, আমি যদি মেন সাহেবের নিকটে গিয়া দুঃখ জানাই, তবে অবশ্য কিছু পাইব। এমনত মনে ভাবিয়া সে আমাকে দেখিবামাত্র বড় কাঁদিয়া কহিতে লাগিল, মেন সাহেব, আপনি দুঃখি লোকদের মা বাপ, আপনি আমাদের আশ্রয়, আপনি ব্যতিরেকে জগতে আমাদের আর কেহ নাই। দেখুন আপনি কল্য ধনি লোকের ছেল্যাদের পুতি দয়া করিলেন; আমি দীন দুঃখি লোক অতএব আমার পুতিও কিছু মনোযোগ করিতে হইবে।

ককণার এই সকল দুঃখের কথা শুনিয়া আমিও দুঃখিতা হইলাম; কিন্তু ফুলনগির সহিত পূর্বে তাহার যে কথা হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া অনুমান করিলাম, ককণা অবশ্য অনন্যাত্মী, এবং আপন দোষ পুঙ্খ মুসকল সে একপল দুর্দশাতে পতিত হইয়াছে। আরও ভাবিলাম, যদি আমি এখন বিবেচনা না করিয়া এবং বিশ্বাস না জানিয়া এই খ্রীষ্টিয়ান লোকদের টাকা দিতে আরম্ভ করি, তবে তাহাদের উপকার না হইয়া বরং ক্ষতি হইবে; কারণ তদ্বারা তাহাদের মধ্যে হিংসা ও লোভ অবশ্য জন্মিতে পারিবে।

ইহা বুঝিয়া আমি ককণাকে বলিলাম, দেখ ককণা, তুমি যে এই স্থানে বসিবারে এমন মলিন কাপড় পরিয়া আসিয়াছ, ইহাতে আমি বড় অনন্তুষ্টা হইলাম, কারণ এখন গীর্জা ঘাইবার জন্যে পুঙ্খ মুসকল হওয়া তোমার উচিত ছিল। আরও বলি, পুতিবাসিদের নিকটে তোমার আচার ব্যবহারের বিষয়ে তত্ত্ব না করিলে আমি তোমাকে কিছু ভিক্ষা দিতে পারিব না।

ককণা এই কথা শুনিয়া আর একবার কাঁদিয়া বলিতে লাগিল; ও মেম সাহেব, আমি বড় দুঃখি লোক, আমার স্বামী আছে বটে, কিন্তু

সে দুষ্ট ও মাতাল। যদিও সে ছুতার
মিস্ত্রির কর্ম্মেতে বড় নিপুণ, এবং কর্ম্ম করিতে
প্রতিদিন অচ্ছন্দে চারি আনা পরসী উপার্জ
করিতে পারে, তথাপি সে এমনত অলস যে
আমাকে কখন কিছু আনিয়া দেয় না। আর
দেখ, মেন সাহেব, আপনি যদি মরলা কাপড়ের
বিষয়ে দোষ দেন, তবে বলিতে হয়, এই বস্ত্র
ব্যতিরেকে আমার কেবল একখান মোটা শাড়ি
আছে, সেখানি গয়না না থাকতে পুরা এক
মান পর্য্যন্ত ধোপার ঘরে পাড়িয়া আছে।

তখন আমি এই কথা শুনিয়া বলিলাম,
ককণা, তুমি যদি একটি পয়সার অত্যন্ত প্রযুক্ত
পরিষ্কার কাপড় পরিতে পাও না, তবে আমি
সে পয়সাটি তোমাকে দিই। তুমি ধোপা
নিকটে গিয়া ধোত শাড়ি পরিয়া শীঘ্র গীর্জা
যাও। কিন্তু ককণার মুখ দেখিয়া বোধ করি
লাম, তাহার গীর্জায় যাইবার ইচ্ছা ছিল না।
সে পয়সাটি হাতে করিয়া বলিতে লাগিল, ও
বিবি সাহেব, দয়া করিয়া আমাকে আর কিছু
দেও। ঘরেতে আমার একটি সম্ভান বড় পীড়িত
আছে, এবং তাহাকে কোন খাদ্যদ্রব্য আনিয়া
দি, এমনত আমার কিছু সঙ্গতি নাই।

পরে আমি বলিলাম, এ বড় দুঃখের বিষয় বটে। এ কথা আমাকে পূর্বে জানাইলা না কেন? তখন আমি একটি কটা ও কিছু মিসরী ও সাং-
জানা তাহার হাতে দিয়া कहিলাম, এখন শীঘ্র
দুঃখ যাইয়া এই সকল তোমার ছেল্যকে খাইতে
দেও; এবং কল, সন্ধ্যাকালে আমি আপনি
পাড়াগ গিয়া কি পুকারে তোমার উপকার করিতে
পারি, তাহা বিবেচনা করিব।

ইহা শুনিয়া ককণা অসমুখি চিত্তে চলিয়া গেল;
তাহাতে আমি বোধ করিলাম কটা ও মিসরীর
পরিবর্তে যদি তাহাকে কিছু পুষ্ক দিতাম, তবে
সে অধিক আহলাদিতা হইত। কিন্তু বিশ্রাম-
দিবসে যেন তাহাকে কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে না
হয়, এই জনে। আমি তাহাকে পায়া না দিয়া
উক্ত দ্রব্য সকল দিলাম।

পর দিবসে আমি পুণ্ডিতানুসারে খ্রীষ্টিয়ান
গৃহে উপস্থিতা হইলাম, এবং কিঞ্চিৎ কাল অনু-
সন্ধান করিয়া ককণার বাটীর উদ্দেশ্য পাইলাম।
হায়! ফুলমণির গৃহ এবং ককণার গৃহ এ দুই-
য়ের কত বিশেষ দেখিলাম। ককণার উঠানের
মধ্যে একটি ছোট রান্না ঘর ছিল বটে, কিন্তু
তাহার চাল সমস্ত ভাঙ্গিয়া পড়াতে উনুন ও রন্ধন

করিবার দ্রব্য সকল বড় গৃহের দাবায় রাখিয়া ছিল। আমার আগমনের পূর্বে ককণা অসুস্থ থাক করিতেছিল, তাহাতে খুঁয়া প্রযুক্ত আমি গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া দেখিলাম যে গৃহও ভগ্নপ্রায় হইয়াছে। তাহা উঠানটি বড় অপরিষ্কার ছিল, তথাপি আমাকে সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল; কেনন ককণা বলিল, মেন সাহেব, আমার যে ঘোড়াটি ছিল, তাহা আজি ছেলারা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।

যদ্যপি ককণা এমনত দুঃখিতা ছিল, যে পুত্র আপনার পরিবারের আহালাদি যোগাইতে পারিত না, তথাপি তাহাদের ঘরে একটি নেড়ি কুকুর পোষা ছিল। সে আমাকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল, তাহাতে কিছু কাল পর্যন্ত কুকুরের শব্দ বিনা আর কিছু শুনা গেল না। শেষে ককণা তাহাকে বিস্তর ধমকাইয়া চুপ করাইলে পর আমি বলিলাম; ককণা, তুমি আজি আমার অপেক্ষাতে ছিল, ইহাতে বোধ করিয়াছিলাম যে তুমি আপন ঘরটিকে কিছু পরিষ্কার করিয়া রাখিবা। আরো জিজ্ঞাসিলাম, তোমার খোঁত শাড়ি কোথায়? তুমি যে ময়লা কাপড়

পরিয়। আমার গৃহে গিয়াছিলে, এখন সেই কাপড় তোমার গায়ে দেখিতেছি।

ককণা উত্তর করিল, মেম সাহেব, আপনি যে পয়সাটি দিয়াছিলেন, তাহাতে পান তামাকু কিনিয়া আনিলাম। কাপড়ের দুই এক দিন বিনয় হইলে ক্ষতি নাই; কিন্তু আমরা তামাকু না খাইলে মারা পড়ি।

আমি কহিলাম, তোমাদের তামাকু খাওয়াটা বড় মন্দ; কিন্তু নে এক পুকার ক্ষুদ্র বিষয়। তুমি যে বিখ্যাতবারে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া বাজারে গিয়াছিলে, ইহা শুনিয়া আমি বড় দুঃখিতা হইলাম।

ককণা বলিল, মেম সাহেব, আমরা দুঃখি লোক, পেটে খাইতে পাই না; তাহাতে ধর্মকর্ম কি পুকারে করিব? এবং আমি যে একালা রবিবার দিনে হাট বাজার করি, তাহা তো নয়; এমনত আর দশ জন খ্রীষ্টিয়ান লোককে দেখাইয়া দিতে পারি।

আমি বলিলাম, হইতে পারে; তথাপি দশ জন যাহা করে তাহাই করা উচিত নহে। তুমি যদি ঐ দশ জনের মতে না চলিয়া তোমার পুতি-বাসিনী ফুলমণির মতে চলিতা, তবে ভান হইত।

ককণা বলিল, ও যেম সাহেব, ফুলমণির
ও আশ্রিতে অনেক বিশেষ আছে, তাহার মত
মানুষ পাওয়া ভার। এবং আর একটি কথা
আছে; তাহারা ধনি লোক, তাহাদের কাপড়
ডের ও টাকা কড়ির অভাব নাই, তাহারা
তাহারা স্বহস্তে শনিবারে সকল দ্রব্য কিনি,
রাখিয়া রবিবারে পরিষ্কার কাপড় পরি-
গীর্ণায় যাইতে পারে।

আমি কহিলান, দেখ ককণা, এগন তুমি
দুইবার আমার সাক্ষাতে ফুলমণিকে ধনি লোক
বলিল। তাহার স্বামী কেবল সাত টাকা
মাহিনা পাইয়া থাকে; তবে তাহারা কি পুকারে
ধনী হইল? কিন্তু সে পরিবার কেমন করিয়া
এমত সুখে কাল কাটায়, তাহা আমি সুন্দরকণে
জ্ঞাতা আছি; অর্থাৎ সে ফুলমণির পরিশ্রম
পরিমিত ব্যায়ের দ্বারা হয়, বিশেষতঃ ব্রহ্মকণে
বোধ হইতেছে যে ঈশ্বরের আশীর্বাদ তাহা
উপরে বর্জিয়াছে। ঈশ্বর আপন আত্মা পালন
কারি ইস্রায়েল লোকের পুতি যে অঙ্গীকার করি-
য়াছিলেন, সেই অঙ্গীকার ফুলমণির পুতি সফল
হইয়াছে; যথা “তোমরা চুপড়িতে ও কটী
পাত্রে আশীর্বাদ পাইবা।” দ্বিতীয় বিবরণ ২৮।৫

কুলমণি ঈশ্বরের আশ্রয় সকল পালন করিয়া
তাঁহার বাক্যেতে অতি যত্নপূর্বক মনোবোগ করে,
এই জন্যে সে আশীর্বাদ পায়। যীশু খ্রীষ্টে সত্য
বলিয়াছেন, যথা “পৃথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও ধর্মের
বিষয়ে সচেষ্ট হও, তাহা হইলে আর সকল দ্রব্য
তোমাদিগকে দত্ত হইবে।” মথি ৬ : ৩৩।

ককণা কহিল, হাঁ মেম সাহেব, এমত হইতে
পারে বটে, কিন্তু আমার দশাপেক্ষা কুলমণির
দশা সর্বপুকারে ভাল। দেখুন, তাহার স্বামী
কেমন ধার্মিক লোক, কিন্তু আমার স্বামী দুষ্ট ও
বড় মাতাল। ও মেম, সে আমাকে যে দুঃখ দেয়,
তাহা যদি আপনি দেখিতেন, তবে আমার পুতি
আপনকার মনে কিছু দয়া হইত।

ইহা শুনিয়া আমি ককণার পুতি বড় দুঃখিতা
হইয়া বলিলাম, দেখ ককণা, তোমার স্বামী যদি
তোমাকে দুই একটি কঠিন বাক্য কহে, তবে কোন
পুকারে তাহা সহ করিতে হইবে; কেননা বিবাহিত
স্বামীহইতে তোমাকে কেহ পৃথক করিয়া দিতে
পারিবে না। কিন্তু সে যাহা হউক, তোমার পী-
ড়িত সন্তান কেমন আছে? তাহা আমাকে বল।

এই কথাতে ককণা কিছু ভয় পাইল, পরে সে
কহিল, মেম সাহেব, আজি সে কিঞ্চিৎ ভাল আছে;

এজনে, আমি তাহাকে অনেকবার বারণ করিলে
সে বাহিরে খেলা করিতে গিয়াছে। মেম সাহেব
সে বড় চঞ্চল বালক, কাহারো কথা মানেন না।

আমি বলিলাম, কল্য সে অতিশয় পীড়িত
ছিল, আজি খেলা করিতে বাহিরে গিয়াছে, এই
কথাতে আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে
হায় ককণা! বোধ হয় তুমি এই বিষয়ে আমার
নিকটে সম্পূর্ণরূপে সত্য কথা कह নাই।

ককণা লজ্জিতা হইয়া উত্তর করিল, মেম
সাহেব, গত মাসে তাহার কেনন শত্রু ব্যাঘাত
হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন; কিন্তু এখন
ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে সে কিঞ্চিৎ ভাল আছে বটে



ককণা এই কথা कहিতেছে, এমন সময়ে একটি
ছোট বালক গৃহের ভিতরে দৌড়িয়া আইল :

তাহার বর্ণ অতিশয় কাল, এবং ধূলা ও কাদাতে খেলা করিয়া আসিয়াছিল, এই জনে তাহাকে আরও মলিন বোধ হইল! সে পুর উলফ, কেবল তাহার কোমরে এক খানি ছেঁড়া কানি বাঁধা ছিল। ঐ ছেল্যাকে দেখিয়া তাহার মা তাহাকে হঠাৎ বলিল, নবীন এখানে আসিয়া মেম সাহেবকে সেলাম কর। এই মেম সাহেব অতিশয় দয়ালু; ইনি কল তোমাকে কুটী ও মিসরী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু নবীন আপন মাতাকে উত্তর করিল, আমি মেম সাহেবকে কেন সেলাম করিব? তুমি তো তাহার কুটী ও মিসরী আমাকে খাইতে দিলা না।

তাহাতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই কেমন কথা! তবে সে কুটী কি হইল? নবীন তাড়াতাড়ি করিয়া কহিল, মেম সাহেব, আমার নিকটে শুন, আমি তোমাকে বলি। বকুল নামে এক জন স্ত্রী এই পাড়াতে থাকে, তাহার মেয়ার ব্যামোহ হইয়াছে, এই জনে সে দুই পয়সা দিয়া মায়ের নিকটে ঐ কুটী কিনিয়া লইল; এবং মা সেই পয়সাতে তখনই তামাক কিনিয়া আনিল। ও মেম সাহেব, তুমি যদি তাহার তামাক খাওয়া দেখ, তবে আশ্চর্য জ্ঞান করিবা। সমস্ত দিন তাহার

আর কোন কর্ম নাই, এবং রাত্রির মধ্যে সে আমাকে এক শত বার জাগাইয়া বনে, তামাক সাজু, এই কারণে পিতার নিকটে কত বার মার খাইয়াছে, তবু তাহার জ্ঞান হয় না।

বালকের এই সকল কথাতে তাহার মাতা বড় রাগান্বিতা হইয়া তাহার গালে শক্তরূপে একটা চড় মারিয়া বলিল, নবীন, তুই বড় মিথ্যা কহিস্ ; কিন্তু আমি ভালরূপে মনে জানিলাম, যে নবীন সত্য কথা বলিল, ককণা কেবল আপন দোষ লুকাইবার নিমিত্তে আমার সাক্ষাতে তাহাকে শাস্তি দিল।

মায়ের এবং সন্তানের পরস্পর এমন অনুচিত ব্যবহার দেখিয়া আমি পুয় নিরাশ হইয়া বোধ করিলাম, এই ব্যক্তির। বুঝি কখন ধর্ম পথে চলিবে না; কিন্তু তখন পরমেশ্বরের এই বাক আমার স্মরণে হইল, “আমি লোকদের পুস্তক নয় অন্তঃকরণ দূর করিয়া তাহাদিগকে নম্র অন্তঃকরণ দিব, তাহাতে তাহারা আমার লোক হইবে।” যিহিফেন ১১। ১৯। এই দয়ালু অঙ্গীকারদ্বারা কিঞ্চিৎ আশ্বাস পাইয়া স্থির করিলাম যে আমি ককণাকে এখন কোন পুকারে ত্যাগ করিব না, বরং উপদেশ ও প্রার্থনাদ্বারা তাহাকে

ধর্মের পথ অবলম্বন করাইতে সাধ্য পর্যন্ত যত্ন করিব।

এমত মনে করিয়া আমি পুথমে তাহাকে জিজ্ঞাসিলাম, ককণা, তুমি কোন কর্ম করিতে পার কি না? সে উত্তর করিল, নেন সাহেব, আমরা গৃহস্থ লোক, কি কর্ম করিব? আমি পুনর্বার জিজ্ঞাসিলাম, তুমি কি বস্ত্রাদি সिलाই করিতে পার? ককণা কহিল, হাঁ, মোটা সिलाই কিছু করিতে পারি।

আমি কহিলাম, যদি এমত হয় তবে এখনি তোমাকে কর্ম দিতে পারি। শনিবারে আমি ৭২ খানা ঝাড়ন কিনিয়াছি, দরজীকে তাহা দিলে সে সिलाই করিতে পুত্রে একে এক পয়সা করিয়া লইবে; কিন্তু তুমি যদি তাহা সिलाই কর, তবে আমি তোমাকে পুত্রে ঝাড়নেতে দুই পয়সা করিয়া দিব, সর্বশুদ্ধ ২।০ নয় নিকা হইবে, তাহা লইয়া তুমি দুইখান উত্তম শাড়ি কিনিতে পারিবা।

ইহা শুনিয়া ককণা কহিল, আপনি ধনবান লোক, দীনহিনকে একটা টাকা অন্ননি কেলিয়া দিলে আপনকার কিছু ক্ষতি হইবে না। আমি যে সिलाই করিয়া পয়সা রোজগার করিব, এমত আমার অবকাশ নাই, এখন যদি ঘরের কর্ম সকল

সিলাইতে পারি না, তবে সিলাই করিতে গেলে
খাওয়া দাওয়া একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে।

তাহাতে আমি বলিলাম, ভাল ককণা, যেমন
তোমার ইচ্ছা হয় তেমনি কর; কিন্তু ধর্মপুস্তকে
লেখা আছে, “যে কেহ কার্য করিবে না সে
ভোজন না ককক।” খ্রিস্টলীকীয় মণ্ডলীর পুত্র
পত্র ৩ : ১০। এই জন্যে আমি যে তোমাকে
ভিক্ষা দিব এমন ভরসা করিও না; সেলাম, এখন
আমি যাই।

এই কথাতে ককণার মুখ বড় স্থান হইল
গেল, ইহা দেখিয়া আমি পুনর্বার বলিলাম
ককণা, বাড়ন গুলিন যদি চাও তবে আমি
বেহারার হাতে পাঠাইয়া দিব। তথাপি
অলস জী উত্তর করিল, না না, তাহা করিতে
পারিব না; ঈশ্বর যেমন আমাদের বরাবর
এক মুঠা ভাত দিয়া আসিতেছেন তেমনি দিবেন
তোমার সিলাই না করিলে আমরা কিছু মাংস
পড়িব না।

আমি এই কথা শুনিয়া কহিলাম, আমি তো
মার সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলাম বটে, কিন্তু
তুমি যদি এমন কথা কহ, তবে আমি আর কি
করিতে পারি? পরে আমি নবীনের পুতি ফিরিয়া

বলিলাম, আমার এই স্থানে আসা অদ্য বিফল হইল, কিন্তু এখন বেলা আছে, এই জনে মধুর লাগিতে যাইতে ইচ্ছা করি; অতএব তুমি যদি আলস্য না করিয়া আমার সঙ্গে গিয়া পথ দেখাইয়া দিতে পার, তবে আমি তোমাকে চারিটি পয়সা দিব।

নবীন এই কথাতে বড় সন্তুষ্ট হইয়া আমার আগুে লক্ষ্য দিয়া গমন করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে আমরা একটা বড় উচ্চ খোলার ঘরের নিকটে পৌঁছিলে নবীন বলিল, মেন্ন সাহেব, এই বাটা মধুর। তাহাতে আমি তাহাকে বিদায় করিলে, সে পয়সা পাইয়া আনন্দ পুষুতু দৌড়িয়া বেড়াইতে লাগিল; আমি তাহা দেখিয়া বোধ করিলাম, এই বালক যে কল্য পীড়িত ছিল ইহা নিতান্তই মিথ্যা।

পরে আমি উক্ত গৃহের উঠানের নিকটে দাঁড়াইয়া এক জন স্ত্রী লোকের ক্রন্দন এবং কোন পীড়িত ব্যক্তির বড় কঁোকানি শব্দ শুনিতে পাইলাম। যদ্যপিও তাহাদের সহিত আমার পূর্বে পরিচয় ছিল না, তথাপি আমি নিঃশব্দে বহিষ্মার খুলিয়া ভিতরে গেলাম, কারণ আমি জানিতাম, যে বাহালা দেশস্থ লোকদের পীড়া হইলে যদি বাহি-

যে কোন মানুষ আসিয়া তাহাদের নিকটে বৈদ্য
ও তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হয়, তবে তাহারা ব
সন্তুষ্ট হয়। বিলাতে এমন নয় বটে, বরং সেখানে
যদি কোন অপরিচিত ব্যক্তি হঠাৎ গিয়া কোন
গৃহস্থ মানুষের নিকটে উপস্থিত হয়, তবে সে
পীড়িত ব্যক্তির বন্ধু বান্ধবেরা তাহাকে অনি
লোক জ্ঞান করে।

সে যাহা হউক, আমি ভিতরে গিয়া দেখি
লাম, উঠান ও দাৰা লোকেতে পুায় পরিপূ
আছে। আমাকে দেখিয়া কেহই আশ্চর্য্য জ্ঞান
করিল না, কারণ আমি পাড়াতে যাতায়াত ক
তাম; তাহা সকলে জ্ঞাত ছিল।

পরে যে বৃদ্ধা স্ত্রীর ব্রহ্মনের শব্দ আমি শুনি
রাহিলাম, সে উপস্থিত হইয়া বলিল, মেম সাহেব
বোধ করি আপনি আমার ছেলার পাড়ার
যয় শুনিয়া আসিয়া থাকিবেন? আমি কহিলাম
না, তাহা শুনি নাই, কেবল তোমাদের সহি
সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। কিন্তু তোমার
পুত্র কোথায়? আমি যদি কোন পুকারে তাহা
উপকার করিতে পারি, তবে অবশ্য করিব।

এই কথাতে পুতিবাসি লোক সকল আমার
জনে পথ ছাড়িয়া দিল, এবং বুড়ি আপন পুত্রের

খাটের নিকটে এক খানা চৌকি আনিয়া বসিল, মেম সাহেব, আপনি ইহাতে বসুন। হায়র! যে মাতান ও দুই যুবপুরুষের বিষয় আমি ফুল-নির নিকটে শুনিয়াছিলাম, সেই মধুকে এখন মতপূর্য দেখিতে পাইলাম। সেই দিবস পুত্ৰ্যে তাহার ভয়ানক উলাউঠা রোগ হইয়াছিল, আমি তাহাকে দেখিবা মাত্র জানিতে পারিলাম, তাহার কাঁচিবার কোন ভরসা নাই। পরে আমি বুড়িকে জিজ্ঞাসিলাম, তোমরা উহারে কি ঔষধ দিয়াছ? সে উত্তর করিল, মেম সাহেব, অনেক পুকার ঔষধ দিয়াছি, যে মাছা বলিয়াছিল তাহা সকলই দিয়াছি। আমি বলিলাম, এ বড় অনুচিত কন্ম করিয়াছ, কারণ এক ঔষধ অন্য ঔষধের গুণ নষ্ট করে, তাহা কি তুমি জান না?

কবিরাজ বুড়ির নিকটে চারি টাকা লইয়া মধুকে এক পান ঔষধ দিয়া দাবাতে তামাক গাইতেছিল, সে আমার কথা শুনিয়া ভিতরে আসিয়া বলিতে লাগিল, মেম সাহেব, আপনি যথার্থ कहিলেন। আমি ইহাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছিলাম, তিন চারি পুকার ঔষধ একেবারে খাওয়াইও না, কিন্তু ইহারা আমার কথা মানিল না। মেম সাহেব, বাঙ্গালি জীলোকদিগের

জ্ঞান নাই, আপনারা যেমন বিবেচনা করে।
 তেমন তাহারা পারে না। দেখুন, রোগী যা
 মারা পড়ে, তবে ইহাদেরি দোষ হইবে, আমরা
 কোন দোষ নাই। যদি আর কোন ঔষধ উদ্ভা-
 বনা দিত, তবে অবশ্য আমার ঔষধে ভাল হইত।
 কারণ এই ঔষধদ্বারা পীড়িত মানুষ সর্বদাই সুস্থ
 হয়। অল্পদিন হইল এক ব্যক্তি আপন স্ত্রীকে
 দেখাইবার জন্য আমাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া
 ছিল, আমি তাহার গৃহে গিয়া দেখিলাম, সে
 রোগির ধাতু নাই, এবং কথা কহিতে পারে না।
 এমনত ব্যক্তিকেও আমি সুস্থ করিলাম।

আমি কহিলাম, না না, কবিরাজ মহাশয়
 এমনত কথা বলিও না, তুমি তাহাকে সুস্থ কর
 নাই, কিন্তু পরমেশ্বর তোমার ঔষধে আশীর্বাদ
 দেওয়াতে তদ্বারা সে আরোগ্য হইয়াছিল।

কবিরাজ উত্তর করিল, হাঁ মেম সাহেব, তা
 হাই বটে; পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে আ-
 মরা কি করিতে পারি?

এই কথাতে আমি মধুর হস্ত ধরিয়া বলিলাম,
 ওগো! তুমি কি এ ব্যক্তির কথা শুনিতেছ? ইনি
 হিন্দুলোক হইয়াও বলেন, পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতি-
 রেকে আমরা কি করিতে পারি? অতএব আমি

ভরসা করি, যে এই ভয়ানক সময়ে পরমেশ্বর
আমার সহিত থাকিয়া তোমাকে সাহায্য করি-
তেছেন।

মধু উত্তর করিল, না না, ঈশ্বর আমার সহিত
নাই। হায় ২! তিনি যদি আমার সহিত থাকি-
তেন তবে আমার সকল ভয় দূর হইত; কিন্তু
তিনি এখানে নাই। বোধ হয় যেন শয়তান
আমার কণ্ঠের নিকটে বসিয়া ফুস ২ করিয়া বলি-
তেছে, এখন তোকে সকল দুষ্ট ক্রিয়ার ফল ভোগ
করিতে হইবে।

এই কথা শুনিয়া পুতিবাসি লোকেরা বড় ভয়
পাইল, এবং দুই তিন জনে বলিল, জাঁতি কিম্বা
ছুরি কোনো একখান লোহার দ্রব্য শীঘ্র করিয়া
উহার মাথার নিকটে রাখিয়া দেও।

কিন্তু মধু আপন চক্ষু খুলিয়া বলিল, হায় ২
বন্ধুরা! তোমরা খ্রীষ্টিয়ান হইয়াও কি এই সকল
মিথ্যা গল্প মান? লৌহদ্বারা আমার কোন উপ-
কার হইবে না। পরে সে আপন বক্ষঃস্থলে করা-
যাত করত বলিতে লাগিল, শয়তান এখানে
আছে, এখানে আছে, সে আমার মনের মধ্যেই
আছে। হায় ২ দূর্ভাগ্য মনুষ্য যে আমি! আমি
যদি ভূতরাজকে সেবা না করিয়া পরমেশ্বরের

সেবা করিতাম, তবে এখন আহলাদ পূর্বক মরিতে পারিতাম !

মধু মনের অতিশয় যত্নগা পুযুক্ত উক্ত কথা উদ্দেশ্যে কহিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার যে যৎকিঞ্চিৎ বল ছিল, তাহা হাস হইলে সে বালিশের উপরে মাথা রাখিয়া বারং জন চাহিতে লাগিল; কিন্তু তাহার বন্ধুরা বলিল, না না, জল দিলে ব্যামোহ বাড়িবে। এ কথা যথার্থ নহে, ইহা আমি ভালরূপে জ্ঞাতা ছিলাম, তথাপি আমাকে যেন পশ্চাতে কেহ দোষ না দেয় এই জন্যে কবিরাজের পুতি ফিরিয়া জিজ্ঞাসিলাম, ইহা কি কিঞ্চিৎ জল দিলে কি কোন ক্ষতি হইবে? তাহাতে কবিরাজ আমাকে ধীরেঃ বলিল, এ কোন পুকারে বাঁচিবে না, অতএব যাহা খাইবে চাহে তাহা দেও।

এই কথা শুনিয়া আমি এক বাটি জল মধুর মুখের কাছে ধরিলাম, তাহাতে সে তাবৎ জল খাইয়া কিঞ্চিৎ আরাম বোধ হইল, পরে অতি ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, রাণি কোথায়? গোলমাল পুযুক্ত আমিও রাণির বিষয় নিতান্ত বিস্মৃত হইয়াছিলাম, কিন্তু মধুর কথা শুনিয়া আমি তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হাঁ গো, তো-

তার বউ কোথায়? সে যে এখানে নাই, ইহা বড় আশ্চর্য্য। এমন সময়ে আপন আশির নিকটে থাকা তাহার কর্তব্য ছিল বটে।

বুড়ি উত্তর করিল, বউ এখানে ছিল, কিন্তু অলক্ষণ হইল সে ফুলমণিকে ডাকিতে গিয়াছে; কারণ সে বলিল, ফুলমণি যদি আনিয়া আমার আশির সহিত কিছু ধর্ম্মের কথা কহে তবে তাহার মঙ্গল অবশ্য হইতে পারিবে। বুড়ি এই কথা বলিবা মাত্র ফুলমণি ও রানি উভয়ে আশিয়া উপস্থিতা হইল।

ফুলমণি একেবারে মধুর খাটের নিকটে গিয়া কাঁদিতে লাগিল। পূর্বে তাহাদের পরস্পর যে কিছু বিদ্বেদ ছিল, তখন তাহার কিছু মাত্র দূশ্য হইল না; বরং ফুলমণি আপন হাত তাহার মাথার নীচে দিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ তুলিয়া বলিতে লাগিল, হায়! মধু! তুমি যখন শিশুকালে আমাকে মা বলিয়া আমার গৃহে মিঠাই খাইতে আসিতা, তখন আমি কতবার তোমাকে জোড়ে করিয়া বেড়াইয়াছিলাম। হায়! বাছা! এখন তোমার কি অবস্থা হইল। ও মধু, তুমি সম্পূর্ণরূপে পুতু যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস রাখ। তুমি পাপরূপ সাগরে ডুবিতেছ বটে, কিন্তু যীশু তো-

মাকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে আপন হস্ত বিস্তা
করিতেছেন। ও মধু, তুমি যীশুর হাত ধর
তিনি তোমাকে তুলিয়া লইবেন। হে বাছা
তুমি তাঁহার নিকটে একটি ক্ষুদ্র প্রার্থনা কর :

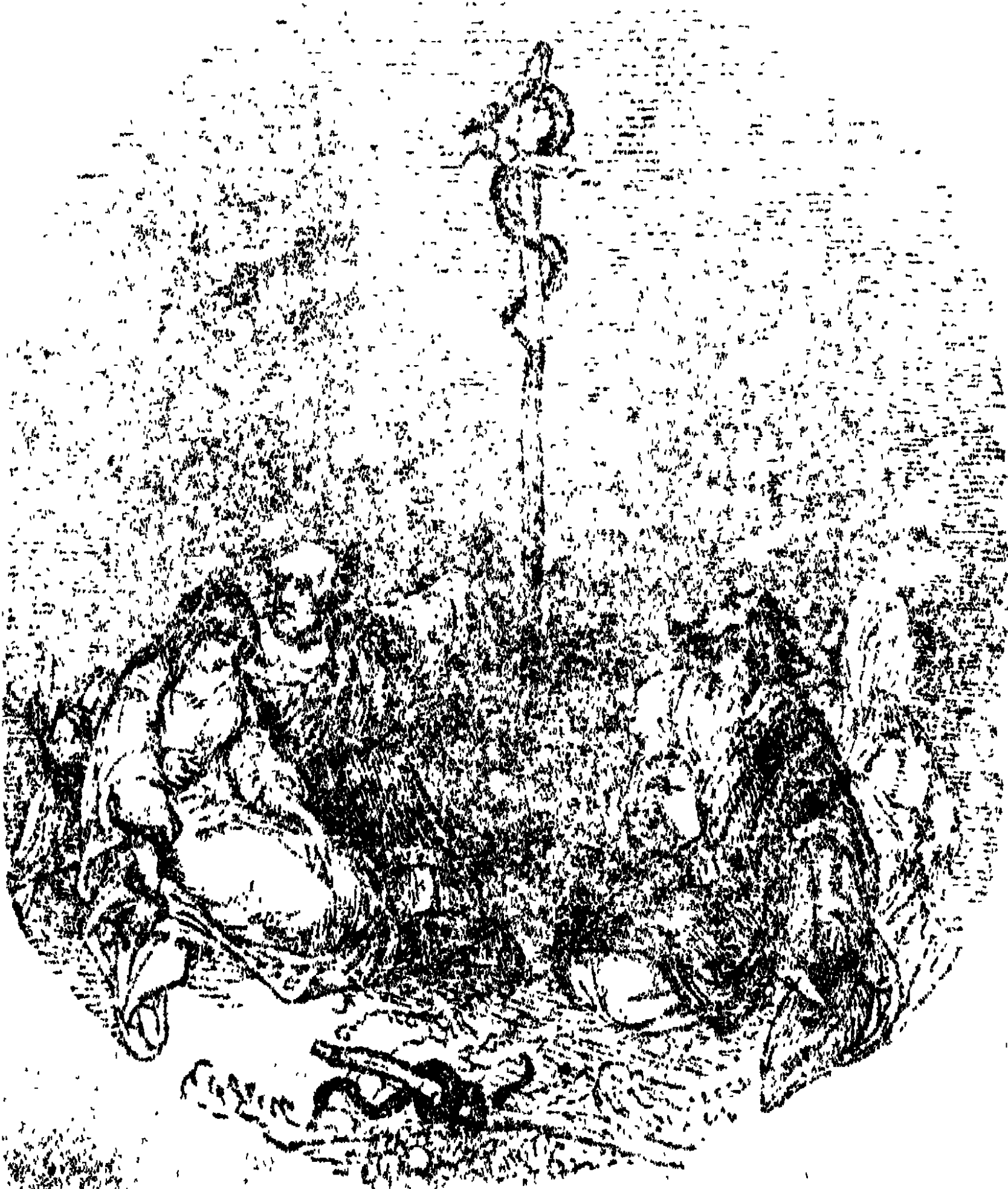
এই সকল কথা শুনিয়া মধু আপনার মনে
যাতনা আর সঙ্ক করিতে পারিল না, তাহাতে
সে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে



লাগিল, হায়! কলমবি মা! আমার পরিভ্রাণের
দিবস বহিয়া গিয়াছে। শয়তান কাল সপের মত

আমাকে দংশন করিয়াছে, তাহাতে আমার মরণ
অতি নিকট, ইহা আমি বিলক্ষণ জানিতেছি।
ওগো কুলমণি মা, ধর্মপুস্তকে কি শয়তানকে
বৃহৎ সর্প বলা যায় না?

তাহাতে কুলমণি বলিল, হাঁ, শয়তানকে
পুরাতন ও বৃহৎ সর্প বলা যায় বটে, কেননা সে
সর্পরূপে আমাদের আদি মাতার ভ্রান্তি জন্মা-
ইয়া তাহার বংশ সকল নষ্ট করিতে চেষ্টা করে।
কিন্তু ওহে মধু, তাহাতে তুমি নৈরাশ হইও না।



পিতৃলের সপের কথা অরণ করিয়া পুত্ৰ যীশু
আশ্রয় নও। তিনি আপনি কহিয়াছেন, “মূন
যেবপ পুত্ৰেরে সপকে উদ্ধে উঠাইল, মনুষ্য
পুত্রকেও তদ্রূপ উত্থাপিত হইতে হইবে; তাহা
তে যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করিবে, সে বিনা
না হইয়া অনন্ত পরমায়ুঃ পাইবে।”

মধু বলিল, যীশু আমার প্রার্থনা শুনবেন না,
এবং আমিও তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিতে পারি
না; কিন্তু আমি রানির নিকটে ক্ষমা চাহিব। তে
পিয়ে রানি আমি তোমার বিবন্ধে অনেক বার
বড় বেশী ভাবিয়াছি, কিহু এখন আমি মরিতেছি
আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে। আমার ঘর
ভূমি ইত্যাদি যে কিছু আছে সে সকলি তোমার
কিন্তু আমার মাতা যত দিন বাঁচিবেন, তত দিন
তুমি তাঁহাকে থাইতে পরিতে দিও। তিনি তোমা
পুতি কখনই অন্যায় ব্যবহার করিলেও তুমি
তাঁহাকে ত্যাগ করিও না, তিনি তোমার স্বামির
মাতা হন, ইহা অরণে রাখিও।

পরে মধু ফুলমণির পুতি ফিরিয়া বলিল, মা
আমি রানিকে তোমার হাতে সমর্পণ করিলাম।
তুমি যেমন সত্য খ্রীষ্টিয়ান তেমনি তাহাকেও
সত্য খ্রীষ্টিয়ান করিও, এবং তুমি যেমন অদ

আপন শত্রুদের পুতি পুেন পুকাশ করিয়াছ,
তেমনি তাহাকেও আপন শত্রুর পুতি পুেন
করিতে শিক্ষা দিও।

আর কিঞ্চিৎকাল পরে মধু পুনর্বার বলিতে
লাগিল, ও মা কুলমণি! রাণি পুনঃ হইলে পর
তুমি অনুগৃহ করিয়া তাহার পুতি ভাল চেষ্টা
করিও; আর আমার ছেল্যাটি কিছু বড় হইলে
যাহাতে সে ধর্মের বিষয়ে শিক্ষা পায়, তত্ত্বনা
তাহাকে পাদরি সাহেবের ঘেনের ফুলে দিও।

এই কথা বলিয়া তাহার বড় জল পিপাসা
হইল, তাহাতে সে কাঁদিতে কহিতে লাগিল,
হায়! আমি যদি এখন এই জল ভরণ নাহি
করিতে না পারি, তবে নরকের জ্বালা অনন্ত
কাল পর্যন্ত কি পুকারে সহিতে পারিব? আমি
আপন সাম্ভারিক বিষয় সকল নির্ধার্য করিলান,
কিন্তু ধিক! পারমার্থিক বিষয়ে কি করিব?
হায়! আমাকে নরকে যাইতে হইবে।

মধুর স্ত্রী এই কথা শুনিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে
পাড়িয়া অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিল, আপনি
কি জনে; নরকে যাইবেন? না না, ঈশ্বর তোমাকে
নরকে কেলিয়া দিবেন না। কুলমণি মাতা যাহা
বলে তাহাই কর, যীশুর হস্ত শক্ত্বাপে ধর, তিনি

তোমাকে অবশ্য রক্ষা করিবেন। কিন্তু মধু আপন মাথা লাড়িয়া বলিল, না রাণি, না, যীশু আমাকে গৃহস্থ করিবেন না, আমার পরিত্রাণের দিবস বহি-
য়া গিয়াছে। হায়! আমি কি করিব? ইহা বলিয়া
সে অচৈতন্য হইল, এবং কিঞ্চিৎ কাল পরে তাহার
অপুস্কৃত আত্মাকে পৃথিবীর বিচারকর্তার বিচার-
স্থানে দাঁড়াইতে হইল।

হায়! আমি যখন আপন বাটীহইতে সে দিব-
সে বাহির হইয়াছিলাম, তখন এমন ভয়ানক
ও দুঃখজনক ঘটনা দেখিতে পাইব, তাহা আমি
কিছু মাত্র বোধ করি নাই, ফলতঃ তদ্বারা আমার
মন অত্যন্ত শোকাকুল হইল।

রাণি ও তাহার শাশুড়ী মধুর মৃত দেহে
পাড়িয়া বাহালি খ্রীলোকদের যেমত রীতি আছে
তদ্রূপ উদ্দেশ্যে ক্রন্দন করিয়া আপনারদের
মস্তকে আঘাত করিতে লাগিল, এবং যেহে উভয়
ওণ বাস্তবিক মধুর কখন ছিল না, এমন গুণের
বর্ণনা করত তাহার পূজা করিতে লাগিল।
কুলমণি দাবাতে বসিয়া আঁচল দিয়া আপন মূঃ
আচ্ছাদন করিয়া কাঁদিতে ছিল। এমন সময়ে
এক জন পুরুষ উঠানের মধ্যে উপস্থিত হইল
তাহার মস্তকে দুই একটি পকু কেশ দেখা গেল,

এবং তাহার মুখ অতিশয় দয়াশীল বোধ হইল।
 পরে আমি তাহাকে দেখি নাই, তথাচ দেখিবা-
 মাত্র তাহার পুতি আমার মনে সন্তুষ্ট হইল।
 সেই পুরুষ ফুলমণির নিকটে গিয়া তাহার সহিত
 পরস্পরে কথা কহিতে লাগিল, এবং ইহাও দেখি-
 লাম, যে আপন বস্ত্রদ্বারা তাহার চক্কর জল
 ধুইয়া ফেলিল। ইহাতে আমার বোধ হইল
 এ ব্যক্তি ফুলমণির স্বামী হইবে।

পুতিবাসি লোকেরা গৃহের মধ্যে পরস্পর কথা
 কহিয়া বড় কোলাহল করিতেছিল, এই জন্যে
 সেই পুরুষ তাহাদিগকে শিষ্টকপে বলিল, হে
 ভাই ভগিনীরা, এখন তোমরা এখানহইতে পুতান
 করিলে ভাল হয়, কারণ তোমরা মধুকে আর
 কোন পুকারে উপকার করিতে পারিবা না। এই
 কথা শুনিয়া লোকেরা বাহিরে যাইতে লাগিল।

তাহাদের যাওন কালে আমি নানা জনের
 নানা পুকার কথা শুনিতে পাইলাম। এক জন
 বলিল, মধু কেবল মদ্যপানদ্বারা নষ্ট হইল; আর
 এক জন কহিল, এমন নয়, তাহার ব্যানোহ হইলে
 পর সে এক ভাঁড় দধি কিনিয়া খাইয়াছিল, তাহা-
 তেই তাহার মৃত্যু হইল। পরে এক জন বুড়ি
 কহিল, তোরা কি জানিস? কবিরাজ রোগ তো

দমন করিয়াছিল, কিন্তু মেম সাহেব সেথা
থাকতে বাড়ি কোঁক কিছু করা গেল না, ও
জনে ভূত তাহাকে চাপিয়া মারিল।

আমি এই সকল কথা শুনিয়া মনের মধ্যে
ভাবিলাম, হায়! এই লোকেরা কত অনর্থ
চিন্তা করে। কিন্তু তাহাদের মৃত বন্ধুর মনস্তা
শুনিয়াও পরলোকে তাহার কি গতি হইবে?
বিষয়ে কেহই ভাবিত হইল না।

যে পুরুষ এমন সুশীলরূপে লোক সকলকে
বিদায় করিয়াছিল, তাহার বিষয়ে শুনিলাম,
কুলমণির সান্নিধ্য বটে। কিছুকাল পরে সে মধুর
জন পিস্তুত ভাইকে লইয়া তাহার কবর দেখি
নার্থে সকল পুস্তক করিতে লাগিল। তখন আমি
বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, যে মধুর নামের টা
কড়ির কোন অভাব নাই, অতএব আর কো
রূপে তাহাদের উপকার করিতে না পারিয়া, আমি
পুনর্বার আসিব, এই কথা বলিয়া বিদায় হইলাম।

আমি আপন গৃহে পৌছিয়া উক্ত ঘটনা সকল
মনে আন্দোলন করত মৃত্যুর এবং পরলোকে
বিষয়ে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলাম; যখন
আমার সাক্ষাতে এক জন বলবান্ যুব পূর্ব
যৌবনাবস্থায় পূর্ণ ত্যাগ করিয়াছে, ফলতঃ

পাপগুস্ত হইয়াও ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা না চাহিয়া পরলোকে গমন করিয়াছে; তাহাতে আমি ভাবি-
লাম, হায়! তাহার আত্মার সর্বনাশ হইয়া
যাকিবে।

কোন ব্যক্তির আত্মার সর্বনাশ হওয়া কেমন
ভয়ানক ও গুরুতর বিষয়, তাহা বলা অসাধ্য;
কিন্তু শিকহ! মনুষ্যেরা ঈশ্বরের নিয়ম জানিয়াও
মনে করে, যদিও পাপ করি, তথাপি
তিনি দয়ালু হইয়া পরলোকে আমাদিগকে
অবশ্য ভাল স্থান দিবেন। পরমেশ্বর দয়ার
মাগর বটেন, এই জন্যে তিনি আগমন পুত্রকে
রক্ষা না করিয়া আমাদের সকলের জন্যে
তাহাকে পুতান করিলেন; কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার
অসীম অনুগ্রহ তুচ্ছ করিয়া ইহকালে আপন মন্দা-
ভিনাষ পূর্ণ করে, এমনত ব্যক্তির পুতি ঈশ্বর
কোন পুকারে পরকালে দয়া পুকাশ করিবেন না!
এই বিষয়ে তিনি আপনি স্পষ্টরূপে এই নিয়ম করি-
য়াছেন, যথা “পাপি লোকেরা ও ঈশ্বর বিস্মৃত
সর্ব দেশীয় লোকেরা নরকে নিক্ষিপ্ত হইবেক।”
দায়ূদের ৯ গাত ১৭। আর “যে কেহ পুত্রকে
না মানে, সে পরমায়ুর দর্শন পায় না, কিন্তু
ঈশ্বরের ক্রোধপাত্র হইয়া থাকে।” যোহন

৩। ৩৬। পরমেশ্বর পাপকে ঘৃণা করেন, এ
জনে, মনুষ্যদের পাপহইতে উদ্ধার হইবার
উপায় করিয়াছেন, কিন্তু যে মনুষ্য তাহার
পৌনিক নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে, সেই তাহার
ক্রোধের পাত্র হয়।

হায়! যে ব্যক্তি ঈশ্বরের এবং তাহার অবি-
যিক্ত পুত্রের ক্রোধপাত্র হয়, সে পরকালে কেন
দুর্দশান্বিত হইবে; তথাচ খ্রীষ্টিয়ান নামধারী
অনেক লোক আছে, যাহারা এই ভারি বিষয়
কিছু মাত্র মনোযোগ করে না। সুস্থ লোকদের
চিকিৎসা করার প্রয়োজন নাই, কিন্তু অসুস্থ
লোকদের প্রয়োজন আছে; তথাপি সহস্র
মনুষ্য পাপরোগগুস্ত হইয়াও আপনাদিগকে সুস্থ
বোধ করে, এবং যে মহাচিকিৎসক তাহাদিগকে
ঐ রোগহইতে মুক্ত করিতে পারেন, তাহার
তাহার নিকটে যাইতে অসম্মত হয়।

কোন ২ লোক কেবল আলস্য প্রযুক্ত এলাপ
করে। তাহারা বলে, আমরা পৃথিবীতে অনেক
দিন বাঁচিব, অতএব সম্প্রতি মন ফিরাইবার
আবশ্যক নাই। তাহারা ফোলিক্সের ন্যায়
স্থির করে, আমরা অবকাশ পাইলে ধর্মের
বিষয়ে মনোযোগ করিব; কিন্তু অবকাশের

সময় উপস্থিত হইবার পূর্বে তাহাদের মৃত্যু উপস্থিত হয়। আহা! এই রূপ বিলম্ব করা কেমন নির্বোধের কর্ম্ম।

সাংসারিক বিষয়ে এমনত অজ্ঞানতা কেহই প্রকাশ করে না। বৈশাখ মাস উপস্থিত হইলে, সাধারণ ভূমিতে চাষ করে, ও বীজ বপন করে;



এবং যে জন বীজ বপন না করিয়া ঐ শুভ সময় বহিয়া যাইতে দেয়, এমনত নির্বোধ ব্যক্তি এই জগতের মধ্যে পায় দৃষ্ট হয় না। কিন্তু পরিত্রাণের দিবস যে বহিয়া যায়, তাহাতে মনুষ্যেরা কিছু যাত্র ভয় না করিয়া অমনোযোগ প্রযুক্ত আপন অমূল্য আত্মাকে নষ্ট করে।

আরও এমনত কোন লোক আছে, যাহারা উক্ত মধুর ন্যায় দৈবের মঙ্গল সমাচার উত্তম-

কাপে জানিয়াও তাহা গৃহ্য করে না। পাণ্ড
 যে বড় মন্দ ইহা তাহার সূক্ষ্মাত আছে, তথাপি
 তাহার পাণ্ড করে। তাহার জানে যে খুঁটে
 নিকটে গেলে আনরা কমা পাইব, তথাপি
 তাহার খুঁটে নিকটে যায় না। তাহাদের সম্মুখে
 নরক আছে, তাহার পুতি তাহার চক্ষুঃ মুদি
 থাকে, একপে তাহার শেষে আচম্বিতে আপন
 দের সর্বনাশ ঘটায়। যাঁহু খুঁটে মন্থন সম
 তুচ্ছ করণাপেক্ষা আর ভারি দোষ নাই, কিন্তু হ
 কত জন এই রূপ পাণ্ড পুতিদিন করিয়া থা
 “যে ব্যক্তি পুতুর আজ্ঞা না জানিয়া গৃহ্য
 যোগ্য কর্ম করে, সে অন্ন পুহার পাইবে; নি
 যে দাস পুতুর আজ্ঞা ক্ষাত হইয়াও পুস্তুত থা
 না, এবং তাহার আজ্ঞানুসারে কর্ম করে না, সে
 অনেক পুহার পাইবে। কেননা যাহাকে বাহ্য
 কাপে দত্ত হইয়াছে, তাহার নিকটহইতে বাহ্য
 কাপে লইতে হইবে।” লুক ১২। ৪৭, ৪৮
 আহা! যদি লোকেরা জ্ঞানবান হইয়া এই সব
 কথা বুঝিত, ও আপনাদের শেষ দশা বিবেচ
 করিত, তবে তাহাদের ইহকালে ও পরকালে
 পরম লাভ হইত।

চতুর্থ অধ্যায় ।

মধুর কবর দেওনের দুই দিবস পরে আমি আপন পতিজ্ঞানুসারে পুনর্ব্বার তাহার মাতার গৃহে উপস্থিত হইলাম । এই বার আমি ঈশ্বরের আশীর্বাদদ্বারা ঐ দুর্ভাগ্য লোকেরদের কিঞ্চিৎ উপকার করিতে পারিয়া বড় সমুপ্ত হইলাম । বিশেষতঃ সেথায় গিয়া আমি দেখিতে পাইলাম, যে রাণি পুসব বেদনায় অতিশয় ব্যাকুল হইতেছে । তাহার শাস্ত্রী আশাকে দেখিয়া বলিল, বউ এক দিন এক রাত্রি পর্য্যন্ত এই রূপ অত্যন্ত মাতন ভোগ করিতেছে, তথাপি যে খালাস হয় এমনত কোন লক্ষণ দেখিতে পাই না ।

রাণির স্বামির মৃত্যুর সময়ে যে রূপ গোলমাল হইয়াছিল, এখনও স্ত্রীলোকেরা সেই রূপ গোলমাল পুনর্ব্বার করিতেছে; বিশেষতঃ দশ বারো জন মেয়র আসিয়া রাণির চারিদিকে ঘেঁড়াইতেছিল । যদি এক জন কথা কহে, তবে অন্য জন আর একটা কথা কহে; এক জন তাহাকে বসিয়া থাকিতে কহে, আর এক জন বলে, না না, তুমি হাঁটিয়া বেড়াও; এবং তৃতীয় জন কোন অজ্ঞান বুড়ির ঔষধ আনিয়া তাহাকে

থাওইয়া দেয়। এই সকল বৃথা উপায়দ্বারা ছেল
শীঘ্র না জন্মিয়া বরং অনেক বিলম্ব হইতে
লাগিল, তাহাতে রাণির যন্ত্রণা অতিশয় বৃদ্ধি
হইল।

এতদ্ব্যতিরেকে আমি আর এক বিষয়ে বড়
দুঃখিতা হইলাম, অর্থাৎ যদিও এই সকল লোকেরা
নামে খ্রীষ্টিয়ান তথাপি ইহাদের মধ্যে এক
অমূলক ধর্ম দেখিতে পাইলাম। অমূলক ধর্ম
ইহাকে বলা যায়, যথা; কোন কর্ম করিবার
নামে যদি কেহ হাঁচে, তবে লোকেরা সে কর্ম
পূর্ব হইতে না; যদি যাত্রা কালীন টিকটিকীর রক্ত
শুনিতে পায়, তবে সে দিবস যাত্রা করে না।
পুতুষে উঠিয়া বানরের মুখ দেখে না, ও তাহার
নাম উচ্চারণ করে না; চন্দ্রগৃহণ কালীন কোন
দ্রব্যাদি কাটে না; রোগ হইলে গলায় একটা
মন্ত্রযুক্ত মাদুলি বাঁধে, ইত্যাদি। এইরূপ অনর্থক
ব্যবহার কেবল মধুর পরিবারের মধ্যে দেখিলাম।
তাহা নহে, অনেক খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে এই পুকা
ব্যবহার চলিত আছে। হে ধর্মাত্মা! এমত অজ্ঞান
লোকদের মনের চক্ষুঃ পুসন্ন কর, যেন তাহার
উক্ত অমূলক ও হাস্যজনক আদেশ সকলকে শয়
তানের বিধি বোধ করিয়া একেবারে ত্যাগ করে।

রানি দুই তিন মাস পূর্বে আপন শাশুড়ীর
সাক্ষাতে এমন কথা বলিয়াছিল, যে গত রাত্ৰিতে



একটা পেচা কিম্বা ভূতল পক্ষী ডাকিতে আমার
মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। এই কথা এখন
তাহার শাশুড়ীর মনে পড়াতে সে বলিতে লা-
গিল, যদি এমনত হয়, তবে সে পক্ষী ফিরিয়া না
আইলে পোয়াতি পুসব হইতে পারিবে না। এ
কথাতে অন্য সকল স্ত্রীলোকেরা স্বীকার করিল,
কেবল এক জন বড়ি ইহাতে সন্মত না হইয়া
বলিল, আমার বোধ হয় পেচাতে কোন ক্ষতি
হয় না, কেননা এক বার আমি পাঁচ সাত জন
স্ত্রীলোকের সহিত উঠানে বসিয়াছিলাম, এমন
সময়ে একটা পেচা আমাদের মাথার উপর দিয়া
উড়িয়া গেল; তখন আমার ছোট ভগিনীর পুায়

নয় শাস গর্ত ছিল, এই জনে তাহার নিমিত্তে
আমরা সকলে বড় ভাবিতা হইয়াছিলাম, কিন্তু
তাহার কোন পুকার ক্রতি না হইয়া অল্পদিন পচে
সে এক ঘণ্টা মাত্র দুঃখ পাইয়া এক পুত্র সন্তান
পুসব করিল।

ইহা শুনিয়া আর এক জন স্ত্রীলোক বলিল,
কথা আমি কখন বিশ্বাস করিব না। সকল লোকে
রা জানে যে ঐ পক্ষী ফিরিয়া না আইলে পোয়া
পুসব হয় না; হয় তো সে ফিরিয়া আসিয়াছিল
কিন্তু তোমরা তাহাতে মনোযোগ করিলা না।

পুণ্ড্র বক্তা উত্তর করিল, না গো, না, কথা
ফিরিয়া আইসে নাই; আমাদের কি চক্ষুঃ ছিল
না? এবং দিনের বেলা দুই পুহরের সময়ে ছেল
হইল, তখন কি পেচা থাকে? কিন্তু রাণির
হইয়াছে, তাহা আমি সুন্দর রূপে বলিতে পারি
অল্প দিন হইল সে পলাইয়া কালীপুরের বে
বুড়ির ঘরে ছিল, ঐ বুড়ি কোন মন্ত্রদ্বারা তাহা
নিদ্ৰিতা করাইয়া তাহার গহনা সকল খুলিয়া ল
য়াছিল; তাহার মন্ত্র না থাকিলে রাণি অবশ
জাগিয়া উঠিত। অতএব আমার বোধ হয় যে
ব্যক্তি ডাইনী, এবং রাণি যেন পুসব হইতে
পারে, এই জনে সে তাহার পুতি কোন কি

করিয়া থাকিবে। পূর্ব কথাহইতে এ কথা আশ্চর্য
হওয়াতে সকল স্রীলোকেরা একত্র হইয়া বলিতে
লাগিল, হাঁ২, ইহা হইয়া থাকিবে বটে।

অধুর্না মাতা বারং বলিতেছিল, হায়! আমার
পুত্রের ছেল্যকে আমি কখন কোলে করিব?
কিন্তু তাহার বউর কি গতি হয়, তাহাতে সে
কিছু মাত্র ভাবিতা হইল না; শেষে পুতিবাসি-
দের কথাদ্বারা সে বোধ করিল, যদ্যপি আমি
বউর তত্ত্ব না করি, তবে ছেল্য শুদ্ধ নষ্ট হইবে।
এই জনে সে ডাইনীর বিষয় শুনিয়া কহিল,
তবে আমি এক জন মানুষকে কালীপুরে পাঠাইয়া
দিই, সে ঐ বুড়ির পায়ে পড়িয়া পুথনা করুক,
যেন আমার বউর গর্ভের বন্ধন মুক্ত করিয়া
দেয়।

এই কথাতে রানি কাতর হইয়া আমার পুতি
ফিরিয়া বলিল, ও মেম সাহেব, আপনি কি
আমার এ বিষয়ের কোন ঔষধ জ্ঞানেন না?
কালীপুর এখানহইতে দুই দিবসের পথ; অতএব
সেথাহইতে মানুষ ফিরিয়া না আনিতে আমি
যারা পড়িব। ও মেম সাহেব, আপনি অনুগ্রহ
করিয়া ইহাদিগকে বলুন, যেন ইহারা আমাকে
আর জলপড়া ও তৈলপড়া না দেয়, কারণ

তাহাতে আমার বন্নি হইতেছে, আর খাইতে পারিব না। এ কথা শুনিয়া এক জন স্ত্রীলোক বলিল, না গো, তোমাকে আর পড়াইতলাদি দেওয়া যাইবে না, কেননা দেখিলাম তাহাতে কোন উপকার হইল না।

তখন আমি কহিলাম, এমন অনর্থক উপায়দ্বারা কাহারো কি কখন উপকার হইয়া থাকে? ইহা না করিয়া রাগিকে যদি কিছু খাইতে দেও, তবে বোধ করি ভাল হইতে পারে। এই কথাতে তাহার শাশুড়ী উত্তর করিল, ভালই! তাহার খাওয়ার বিষয় পশ্চাৎ হইবে, পুথমে আমাকে ছেল্যা দিউক। বুড়ির এমন বাক্য শুনিয়া আমি বড় রাগান্বিতা হইয়া বলিলাম, তুমি অতিশয় দুষ্টা ও নির্বোধ স্ত্রী, তোমার বউর মূখের পুতি চাহিয়া দেখ, সে এখনি মূচ্ছা যাইবে, তাহা হইলে তুমি কোথাহইতে ছেল্যা পাইবা?

পরে আমি পুতিবাসিদের পুতি ফিরিয়া বলিলাম, তোমাদের মধ্যে যদি কেহ একটু মাছের ঝোল আনিয়া দিতে পার, তবে বড় উপকার হয়। এই কথাতে একটি যুবতী স্ত্রী ঝোল আনিতে আপন গৃহে দৌড়িয়া গেল; কিন্তু সকল বুড়িরা মাথা লাড়িয়া বলিতে লাগিল,

এই পুকার রীতি ইংরাজ বিবিদের পক্ষে
হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালিদের নিমিত্তে বাঙ্গালি-
দের রীতি ভাল। পোয়াতিকে ঝোলটোল
খাওয়াইলে সে অবশ্য মারা পড়িবে।

এমত সময়ে ঐ যুবতী ত্রীলোক ঝোল নইয়া
কিরিয়া আইল, তাহাতে আমি সে কোনের বাটি
ধরিয়া রাগিকে পান করিতে দিলাম। রাগি বাগুতা-
পূর্বক তাহা সকল খাইয়া বলিল, মেম সাহেব,
ইহাতে আমার বিস্তর শক্তি হইল; এখন যদি
ইহারা কেবল আমাকে শুইতে দেয়, তবে বেশ
করি আমি ভালরূপে ব্যথা খাইতে পারিব।

ঐ নির্বোধ ত্রীলোকেরা তাহাকে তিন ঘণ্টা
পর্যন্ত হাঁটু গাড়িয়া রাখিয়াছিল, তাহাতে সে
দুতরাং শূন্য হইয়া একেবারে বগহীন হইয়াছিল;
ইহা দেখিয়া আমি ধাইকে নলিনাথ, ওগো, ইহা-
কে কিঞ্চিৎ কাল শুইতে দিলে কি ক্ষতি আছে?
বিনাতে তো সকল ত্রীলোকেরা শুইয়া পূজব হয়।
এই কথাতে ধাই কিছু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল,
বিনাতীয় বিবিদের এবং বাঙ্গালি ত্রীলোকদের
মধ্যে অনেক বিশেষ আছে; আপনি যদি ইং-
রাজি ধারামতে ইহাকে পূজব করাইতে আমি-
য়াছেন, তবে তাহাই ককন; আমি তাহার ভাল

মন কিছুই জানি না। আমি উত্তর করিলাম তাহাই হউক। এমনত সময়ে কি করা কর্তব্য, বিষয়ে আমি সুন্দররূপে সুশিক্ষিতা আছি, অতএব ঈশ্বরের আশীর্বাদ দ্বারা ইহার কোন ক্ষতি হইবে না।

এই কথা বলিয়া আমি রানিকে বাম পাশে শোয়াইয়া এক ঘণ্টার মধ্যে তিন চারি বার তাহাকে কিছু তপ্ত দুধ পান করিতে দিলাম পরে দেখিলাম যে ধাই তাহার গর্ভের উপরে এক খানা কাপড় অতিশয় শক্তরূপে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, ইহা দেখিবা মাত্র আমি সে বন্ধ খুলিয়া দিলাম, তাহাতে সকল স্ত্রীলোকের আমাকে বলিতে লাগিল, এমনত করিলে ছেল পুনর্বার উপরে সরিয়া যাইবে। কিন্তু রাণী কহিল, না না, মেন সাহেব এ বিষয় ভাল জানেন, তিনি আপন ইচ্ছামত করুন।

এই রূপে কিছুকাল যাপন হইলে সকলে জানিতে পারিল রানির পুসবের সময় নিক হইয়াছে; তাহাতে ধাই কিঞ্চিৎ পুশংসা পাইবার আশা করিয়া বলিল, ও মেন সাহেব আপনি যদি আমাকে অনুমতি দেন, তবে আমি এই দণ্ডে পোয়াতিকে খালাস করিয়া দি-

পারি। কিন্তু আমি বলিলাম, না না, তুমি তিন বার এইরূপ ঘাঁটিয়া রানিকে কেবল অধিক যত্ননা দিয়াছ; থাকিতে দেও, ঈশ্বর আপনি ইহাকে উদ্ধার করিবেন। আমি ইহা বলিয়া যাত্রা রানির একটি জীবৎ কন্যা জন্মিল, তাহাতে আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল, কারণ সকল প্রাণীলোকেরা মিলিয়া রানির বে কপ অবস্থা করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া আমি অনুমান করিয়াছিলাম, যে অবশ্য তাহার মৃত সন্তান জন্মিবে। বাহানি প্রাণীলোকদের ছেলারা অনেকবার ধাইদের অজ্ঞানতা পুষ্ট গর্ভে নষ্ট হয়, তাহা আমি বচক্ষে দেখিয়াছি। কিন্তু সে যাত্রা হইক, ঈশ্বর রানির পুতি পুসর হইয়া তাহাকে জীবৎ সন্ততি দান করিলেন।

রানি পুসর হইলে পর নকলে আমাকে অতিশয় পুশংসা করত আশীর্বাদ করিতে লাগিল, এবং রানির শাশুড়ী আপন পুত্রের ছোট কন্যাকে কোড়ে করিয়া তাহার পিতাকে স্মরণ করত ক্রন্দন করিতে লাগিল। তখাচ সেও আমাকে বলিল, ও মেন সাহেব, আপনি আমাদের মা বাপ, আপনি আমাদের রক্ষাকর্তা। কিন্তু আমি তাহাকে বলিলাম, এমত নয়, ঈশ্বর মহৎ অনু-

গৃহ করিয়া তোমার বউকে যাতনাহইতে উদ্ধার করিয়া এই সম্ভূতি দান করিলেন, অতএব তাঁহারই নামের ধন্যবাদ কর।

পরে আমি মনের মধ্যে ভাবিলাম, অনেক জীলোক এখানে উপস্থিত আছে, যদি ইহাদের সাক্ষাতে উক্ত অমূলক ধর্মের অর্থাৎ কুলক্ষণ ও সুলক্ষণ মান্য করণের বিষয়ে এখন কিছু উপদেশ দিই, তবে ভাল হইতে পারিবে; কারণ এই সকল ভ্রান্তিমূলক নির্বোধ কথা বিশেষরূপে জীলোকদের মধ্যে চলিত আছে। তাহাতে আমি তাহাদিগকে বিনয়পূর্বক বলিলাম; দেখ, তোমরা খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম গৃহণ করিয়াছ, অতএব দেবপূজা করা বাহা মান্য করে, তাহা তোমাদিগের মান্য করা কর্তব্য নহে। বিশেষতঃ, এই সকল কুলক্ষণ ও সুলক্ষণাদি মান্য করাতে ঈশ্বরের অপমান হয়। তোমরা যদি স্বীকার কর, যে পরমেশ্বর সর্বশক্তিমান, ও তাঁহার হস্তে আমাদের পুণ আছে, তাহাতে তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে কেহই নষ্ট হইতে পারে না; তবে একটি সামান্য পক্ষী গর্তবতি জীর মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেলে, তাহাতে তোমাদের এত ভয় জন্মে কেন? তোমরা বলিলা, পেচা ইহার উপর দিয়া উড়িয়া

গিয়াছে, এই জন্যে পোয়াতি পুসব হইতে না
 পারিয়া পুসুতি ও ছেল্য দুই জনেই মারা
 পড়িবে। তবে পেচা তোমাদের ঈশ্বর হইল,
 যেহেতু সে এক দিগে উড়িয়া গেলে মানুষের পুণ
 সৃষ্ট করে, এবং পুনর্বার ফিরিয়া আইলে পুণ
 রক্ষাও করিতে পারে। আর তোমাদের মধ্যে
 কেহ বলিল, পোয়াতি কালীপুরের ডাইনীদ্বারা
 মারা পড়িবে! হায়! পরমেশ্বর কি ঐ দুষ্টা
 ব্যক্তির হস্তে আপন পূজাদের পুণ সমর্পণ করি-
 য়াছেন? এমত কুচিত্তা দূরে থাকুক! পরমেশ্বর
 জাজল্যমান ঈশ্বর, অতএব যে ব্যক্তি বলে
 তত কি পেত কি মনুষ্য কি পশু কি পক্ষী পর-
 মেশ্বরের গৌরব ও পরাক্রম ও গুণবিশিষ্ট হয়,
 সেই ব্যক্তির ভারি শাস্তি হইবে। ঈশ্বর বিশেষ-
 রূপে খ্রীষ্টানিত লোকদের পিতা হন, অতএব
 যেমন সন্তানের কোন দুঃখ উপস্থিত হইলে সে যদি
 আপন দয়ালু পিতার নিকটে দুঃখ না জানাইয়া
 পরের নিকটে রক্ষা যাত্রা করে, তবে পিতার
 অপমান ও দুঃখ অবশ্য জন্মিতে পারে; তেমনি
 তোমরা পরমেশ্বরকে সর্বাপেক্ষা উত্তম পিতা
 জানিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যদি কোন সৃষ্ট
 বস্তুকে ভয় কিম্বা মান্য কর, তবে তোমাদের

পুতি ঈশ্বরের ক্রোধ পুঞ্জলিত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আরও একটি কথা বলিতে হয়, যাহারা এই সকল লক্ষণাদি মানে তাহারা সহস্র বার ভ্রান্তিতে পতিত হয়। দেখ, অদ্য এই বিষয়ে তোমরা দুইটি পুমাণ পাইলা। তোমাদের এক জন পুতিবাসিনী বলিল, যে আমার ভগিনীর উপর দিয়া পোচা উড়িয়া গেলেনও তাহার সম্ভান স্বেচ্ছন্দে জন্মিল। তদ্রূপ রাণিও মন্ত্রাদি ব্যতিরেকে খালাস হইয়াছে। ফলতঃ আমি আপনার বিষয়ে তোমাদের সাক্ষাতে একটি পুমাণ দিতে পারি। আমি যখন পুথমে গর্ভবতী হইয়াছিলাম, তখন অতিশয় গ্নীষ্মকাল, এ পুযুক্ত রাত্রে পায় নিদ্রা যাইতে পারিতাম না, অতএব আমি খড়খড়িয়ার নিকটে একখান খাট পাতিয়া তাহার উপরে শয়ন করিতাম, তথাপি পায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিতাম। এমন সময়ে পুতেক রাত্রিতে একটা পোচা আসিয়া খড়খড়িয়ার উপরে বসিত, তাহাতে যদি খড়খড়িয়া বন্ধ থাকিত, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহা খুলিয়া না দিতাম ততক্ষণ ঐ পক্ষী বাহিরে ছট্‌কট করিত। কিন্তু এই রূপ হইলেনও আমার কিম্বা আমার সম্ভতির পুতি কোন পুকারে আপদ ঘটিল না। এই

কথা যে সম্পূর্ণ রূপে সত্য, ইহা আমি সাহস-
পূর্বক বলিতে পারি। অতএব যাহারা এই সকল
জানিয়াও পোচাকে কিনা অন্য কোন কলঙ্ককে
ভয় করে, তাহারা অতিশয় নির্বোধ ও অজ্ঞান
হয়। এই জন্য আমি তোমাদিগকে বিনতি
করিয়া বলি, তোমরা এমত নির্বোধ না হইয়া এই
১ ৷ ভ্রান্তি ত্যাগ করিয়া কেবল পরমেশ্বরের
পুতি ভয় ও বিশ্বাস রাখ।

আমি ত্রীলোকদিগকে এই রূপ উপদেশ দিয়া
নিদায় হইলাম, কিন্তু যাইবার পূর্বে ঈষৎ হাস্য
করিয়া বলিলাম, সাবধান! আমি যেন পুনর্বার
এই স্থানে আইলে পুসব গৃহে লোহা কিনা জুতা
কিনা ঝাঁটা ইত্যাদি টান্ধান না দেখিতে পাই।
আর ভূতের ভয় ত্যাগ করিয়া রাগিকে ও তাহার
মেয়াদটিকে অতিশয় যত্নপূর্বক রাখিবা।

পরে আমি বাগী যাইবার সময়ে একটি ক্ষুদ্র
পরিপাটি খড়ুয়া ঘরের নিকট দিয়া যাইতে২
মৃষ্টরূপে শুনিতে পাইলাম, যে এক জন ছেল্যা
ধর্মপুস্তকের মধ্যে যোহনের ছয় অধ্যায় পড়ি-
তেছে। আমি ঈশ্বরের বাক্য সর্বদা পুণ্য জ্ঞান
করি, বিশেষতঃ ঐ ছোট ছেল্যার মৃদু রব
আমার কর্ণে তখন এমত মিষ্ট বোধ হইল, যে

আমি তৎক্ষণাৎ ঘরের দ্বার কিঞ্চিৎ খুলিয়া
জিজ্ঞাসিলাম, ও গো, আমি কি ভিতরে যাইতে
পারি? কোন ব্যক্তি ভিতরহইতে উত্তর করিল,
আসুন! তাহাতে আমি গৃহের মধ্যে পুবেশ
করিয়া এক জন অতিবৃদ্ধা স্ত্রীলোককে দেখিলাম;
তাহার চুল নিতান্ত পাকা, এবং তাহাকে বড়
দুর্বল বোধ হইল। সে আমাকে দেখিবা মাত্র
উঠিয়া দাঁড়াইল, পরে সেলাম করিয়া বলিল,
মেন সাহেব, আমার নিকটে কি আপনকার
কোন পুয়োজন আছে?

আমি উত্তর করিলাম, না, এমনত কোন পুয়ো-
জন নাই; কিন্তু বাহিরহইতে ধর্মপুস্তকের কথা
শুনিয়া আমি বোধ করিলাম, যদ্যপি এই গৃহে
পুবেশ করি তবে ঈশ্বর ভয়কারী কোন লোক-
দের সাক্ষাৎ পাইব, এবং আমার গিয়তম ভ্রাণ-
কর্তার বিষয়ে অবশ্য কিছু কথোপকথন করিতে
পারিব।

ইহা শুনিয়া ঐ বৃদ্ধা স্ত্রী কহিল, যদি এমনত হয়
তবে মেন সাহেব আপনি বসুন; কেননা ধর্ম-
পুস্তকে লেখা আছে, “আতিথ্য ব্যবহারেতে
কেহ না জানিয়া দিব্য দূতগণকেও অতিথি
করিয়াছে।” ইব্রীয় ১৩। ৩।

এই দিনহীনা বাঙ্গালি জীলোকের মুখে একপা
উত্তম সত্যতার কথা শুনিয়া আমি মনের মধ্যে
ভাবিলাম, এমত শিষ্টাচার নিতান্তই খ্রীষ্টধর্মের
ফল; কেননা সে ধর্মের এমত এক গুণ আছে,
যে তদ্বারা যে কোন দেশে হউক যাহারা তাহা
সত্যরূপে অবলম্বন করে, তাহারা পূর্বে অসত্য
ও অজ্ঞান হইলেও তৎপরে পুণী ও দয়ালু ও
সহায়ী হইয়া উঠে।

আমি গৃহে পুবেশ করিবামাত্র উক্ত ছোট
পাঠক ধর্মপুস্তক রাখিয়া শীঘ্র গলায়ন করিল,
তাহাতে আমি পুথমে তাহাকে চিনিতে পারি-
লাম না বটে; কিন্তু সে যখন একখানি চৌকি
হাতে করিয়া ফিরিয়া আইল, তখন দেখিলাম
যে সে ফুলমণির কন্যা সত্যবতী। বুদ্ধির গৃহে
চৌকি নাই, ইহা জানিয়া সে দৌড়িয়া আমার
নিমিত্তে আপন বাটীহইতে পূর্বোক্ত পুরাতন
চৌকি আনিল।

তাহাতে আমি তাহাকে বলিলাম, সত্যবতী,
তুমি যে এই বৃদ্ধা জীলোকের নিকটে ধর্মপুস্তক
পাঠ কর, সে বড় ভাল কর্ম, আমি তাহাতে
বড় সন্তুষ্ট আছি। কিন্তু সত্যবতী এই পুশংসা
শুনিয়াও কিছু মাত্র অহংকার না করিয়া কহিল,

মেম সাহেব, প্যারী দিদি চক্ষে আর ভাল দেখিতে পার না, এই জনে আমি কখনই ইহার নিকটে ধর্মপুস্তক পড়ি। খেলা অপেক্ষা আমি পড়া বড় ভাল বাসি।

তখন প্যারী কহিল, হাঁ মেম সাহেব, সত্য-বতী বড় ভাল মেয়্যা; এ আমার অনেক কর্ম করিয়া দেয়, এই সকলের জনে ঈশ্বর ইহাকে অবশ্য পুরস্কার দিবেন। মেম সাহেব, ইহার মাতা ইলীশেবার ন্যায় নির্দোষরূপে পরমেশ্বরের সমস্ত আঞ্জা ও বিধি পালন করিয়া ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিক আছে। সে আপন মেয়্যাকে এই সুশিক্ষা দিয়াছে, যে জন দরিদ্রের নিমিত্তে ভাবনা করে সেই ধন্য।

ধর্মপুস্তকের বাক্যের বিষয়ে এই বৃদ্ধা জীলোকের জ্ঞান দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইলাম; কিন্তু পশ্চাৎ তাহার সহিত বারংবার আলাপ করিয়া জানিতে পারিলাম, যে প্যারী সেই বাক্য আপন আহার স্বরূপ জ্ঞান করিয়া দিবারাত্রি কেবল সে সকল বিষয় চিন্তা করিত।

হায়! এতদেশীয় খ্রীষ্টিয়ান জীলোকদের মধ্যে অনেকেই ধর্মপুস্তক না পড়িয়া অবহেলা করে; এ বড় দুঃখের বিষয় বটে। তাহারা যদি

ঈশাজ্ঞের মনোরঞ্জনক ইতিহাস পড়িত, তবে তাহাদের বিস্তর আশ্রয় ও ধর্মজ্ঞান জন্মিত; এবং তাহারা যদি ঐ সকল ইতিহাস ভাল রূপে জানিত, তবে আপন সন্তানদিগকে ভূত ও যাক্ষাদির বিষয়ে অনর্থক গল্প না বলিয়া ঐ সন্তানদিগকে হিতজনক বিবরণ বর্ণনা করিতে পারিত। আর তাহারা দায়ুদের গীত ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের লিপিদ্বারা দুঃখের সময়েও সাহসনা পূর্ণ হইত। বিশেষতঃ যীশু খ্রীষ্টের চরিত্র ও পুরিতদের পত্র পড়িয়া অতি হিতজনক নিদর্শন ও শিক্ষা পাইত।

অতঃপর গ্যারী আমাকে বলিল, যেমন সাহেব, আপনি যখন গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন আমরা ধর্মপুস্তকের যে পদটি পড়িত-ছিলাম, তাহা ভালরূপে বুঝিতে পারি নাই; অতএব আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া তাহা আমাকে বুঝাইয়া দেন, তবে আমার বড় উপকার হয়। সে বাক্য এই, যথা “যে ব্যক্তি আমার মাংস ভোজন করে এবং আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে বাস করে, এবং আমিও তাহাতে বাস করি।” যোহন ৬। ৫৬। দেখ, যেমন সাহেব, যিহুদীয়েরা যেমন বচসা করিয়া বলিল, এ ব্যক্তি ভোজনের জন্যে আপন মাংস আমাদিগকে

প্যারী আরও বলিল, ও যেম সাহেব, আমি কখনই সমস্ত দিন এই ক্ষুদ্র গৃহে একা বসিয়া থাকি; সে সময়ে আমার পুত্র ভ্রাণকর্তা যদি আমার নিকটে না থাকিতেন, তবে আমার কেমন হারি দুঃখ হইত। কিন্তু তিনি আমাকে কখন ত্যাগ করেন না, বরং আমি সর্বদা তাঁহার সহিত আলাপ করিতে পারি; এই জন্যে সুদশা বা দুর্দশা হউক, আমি নিরন্তর মনের সুখ ও সান্ত্বনা ভোগ করি।

ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম, প্যারি, যদি এমত হয়, তবে আমি অনেকবার তোমার সহিত না-ক্ষাৎ করিতে আসিব, কারণ আমি নিশ্চয় জ্ঞাত হইলাম, যে খুঁটতে আমরা দুই জনে ভগিনী স্বরূপ হইয়াছি, এবং দুই জনে মৃত্যুর পরে এক স্বর্গের অধিকারিণী হইব। পরে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসিলাম, হে প্যারি, তোমার কি কোন কুটম্বাদি নাই? বোধ হয়, দরিদ্রতা প্রযুক্ত তুমি বড় ক্লেশ পাইয়া থাক।

তাহাতে সে উত্তর করিল, না যেম সাহেব, এমত নয়। আমার আত্মীয় কুটম্ব কেহ নাই বটে, কিন্তু কলিকাতায় এক জন সাহেব আছেন, তিনি আমাকে এই ক্ষুদ্র গৃহস্থানি বাঁধিয়া দিয়াছেন, এবং পুতিমাসে তিন টাকা করিয়া পাঠা-

ইয়া দেন। আমি তাঁহাকে শিশু কালে দুধ পান করাইয়াছিলাম। আমার নিজ গৃহ এখান-
হইতে অনেক দূর, কিন্তু এই স্থানে কি ভূপে
আইলাম তাহা আপনি শুনুন।

এখন পুায় বাওয়ান বৎসর হইল আমি আপন
দেশহইতে আসিয়া কলিকাতায় এক ইংরাজের
বাটিতে ধাইর কর্ম করিতে লাগিলাম। সে
পরিবারের মধ্যে এক জন বড় ধার্মিক মিস বাব
ছিলেন। তিনি আমাকে খ্রীষ্ট ধর্মের বিষয়ে
অনেক সুশিক্ষা দিতেন, তাহাতে আমি ক্রমে
বোধ করিলাম যে খ্রীষ্ট ধর্ম সত্য বাট; তথাচ
হিন্দু লোকদের জাফাতে ইহা স্বীকার করিতে
এবং জাতি ত্যাগ করিতে আমার বড় লজ্জা
হইল। যে শিশু বাবাকে আমি দুধ দিতাম,
সে দেড় বৎসরের হইলে আমার ঘেম সাহেব
আমাকে বলিলেন, ও ধাই, আমার পুত্র বড়
হইয়াছে, অতএব আগত গানে আমি তোমাকে
বিদায় করিব।

আমাকে যাইতে হইবে, ইহা শুনিয়া আমি
বড় দুঃখিতা হইলাম, কারণ আমার জনি বাবাকে
আমি অতিশয় প্ৰেম করিতাম। সেই সময়
অবধি আমি সমস্ত দিন তাহার নিকটে থাকিয়া

তাহাকে নানা পুকার খেলা করাইতাম ও ছবি
দেখাইতাম, তাহাতে সে পূর্বাপেক্ষাও আমার
কথায় পুষি হইল। আর আমি ভাবিতে লাগিলাম,
সে গৃহে গেলে আমাকে পুনর্ব্বার পুতিয়াপূজা করিতে
নিহইবে; কিন্তু পুতিয়াপূজা নিতান্ত অনর্থক তাহা
দুঃখ আমি জানিতে পারিয়াছিলাম, অতএব আমার
কাভয় হইল তাহা করিলে কি জানি ঈশ্বর আমাকে
ক' একেবারে নষ্ট করিবেন। এই সকল মনের মধ্যে
অবিচার করিয়া আমার বড় ভাবনা জন্মিতে লাগিল।

এমত সময়ে, এক দিবস আমার শিশুবা-
ব্বার উলাউঠা রোগ হইল, তাহাতে তাহাকে
অনেক পুকার ঔষধাদি দেওয়া গেল, তথাপি
রোগের পুতিকার হইল না, এবং সন্ধ্যাকালে ডাক্তার
সাহেব বলিলেন, ছেলার বাঁচিবার কিছু মাত্র
ভরসা নাই। ও মেম সাহেব, এই কথা শুনিয়া
আমার হৃদয় বিদীর্ণ পুয় হইল। সে সময়ে আমি
হিন্দু দেবতাগণের নাম উচ্চারণ না করিয়া কেবল
খ্রীষ্টিয়ানদের ঈশ্বরের নিকটে উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা
করিলাম, যেন তিনি আমার প্রিয়তম বাবাকে
রক্ষা করেন।

পূর্ব্বোক্ত মিসি বাবা ইহা শুনিয়া আমাকে
বলিলেন, ধাই, তুমি যদি কিছু তাড়নার জন্যে

মানুষের সাক্ষাতে যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম স্বীকার করিতে
চয় কর, তবে এখন দুঃখের সময়ে ঈশ্বর যে তো-
মার প্রার্থনা শুনিবেন, ইহা কি প্রকারে ভরসা
করিলা? এই কথা সেই সময়ে উপযুক্ত হওয়াতে
ধর্মাত্মার পরাক্রমদ্বারা আমার শোকাকুল মনে
শক্তরূপে লাগিল, তাহাতে আমি সেই দণ্ডে
হিন্দু আয়া এবং বেহারার সাক্ষাতে উচ্চৈঃস্বরে
বলিলাম, হে আমার ঈশ্বর! আমি তোমাকে
বিশ্বাস করিয়া খ্রীষ্টিয়ান হইলাম, অতএব এখন
আমার প্রার্থনা শুন, কারণ তুমি আপন সম্বান-
দের প্রার্থনা শুনিতে অস্বীকার করিয়াছ। সেই
সময় অবধি আমার বাবা সুস্থ হইতে লাগিল,
এবং আমিও সেই অবধি আপনার অস্বীকার
পালন করিলাম।

এই কথাতে ঐ বৃদ্ধা ক্রীসোকে চক্ষুঃ জলেতে
পরিপূর্ণ হইলে সে আরও কহিল, হাঁ! মেন
সাহেব, সে কাল অবধি আমি পঞ্চাশ বৎসর
পর্যন্ত খ্রীষ্টের সেবা করিয়া আসিতেছি। তাঁহার
নামের জন্যে আমি আপন পিতা ও মাতা ও
স্বামী এবং তিন জন প্রিয়তম সম্বানকে ত্যাগ
করিয়াছি; কিন্তু তাহাদের বিরহে অদ্যাবধি
আমি কখন খেদ করি নাই, কেননা যীশু পরি-

বারহইতেও ভাল ; তিনিই আমার সকল পুত্র
জনীর দ্বারা যোগাইয়াছেন ।

পরে জনি বাবা সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইলে আমি
মেন সাহেবের নিকটে বলিলাম, আপনি অং
গুহ করিয়া আমার স্বামিকে ডাকাইয়া বলুন
তোমার শ্রী খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিতে নিতান্ত
মানস করিয়াছে । অনন্তর মেন সাহেব সেই
রূপ করিলেন, কিন্তু আমার স্বামী তাহা শুনিয়া
বিস্ময় না করিয়া বলিল, আমার শ্রী কে
খায় ? এ কথা সত্য কি মিথ্যা, তাহা আমি
তাহার মুখে শুনিব । তখন আমি বড় ভ
পাইয়া তাহার সম্মুখে গেলাম, কিন্তু কিঞ্চিৎ
পরে ঈশ্বর আমাকে সাহস ও অনুগ্রহ প্ৰদান
করিলেন, তাহাতে আমি স্পষ্টই কহিলাম, হাঁ গো,
আমি বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি যে খ্রীষ্ট ধর্ম
সত্য, অতএব আমি সেই ধর্ম গৃহণ করিব ।

হায় ! এই কথা শুনিয়া তাঁহার অতিশয় রাগ
হইল, তাহাতে তিনি বলিলেন, তোর ধর্ম বিষয়ে
কিছুই চেষ্টা নাই, কেবল তুই বিলাতি ভাতার
করিতে চাস । এই কথা বলিয়া তিনি আমাকে
কত শাপ ও গালাগালি দিতে লাগিলেন, পরে
আমার মুখে থুথু দিতে আমার সম্মানদিগকে

দিলেন; কিন্তু তাহারা তাহাদের পিতা
শিক্ষা কিঞ্চিৎ নম্রমনা হইয়া আমার গলা
রিয়া কাঁদিতে লাগিল। এক জন বলিল, ও মা!
খুঁটিয়ান হইও না, তোমার জাতি গেলে কেহ
তোমার সঙ্গে বসিয়া থাইবে না! আর এক জন
লিল, মা, আজি তোমার জনে আয়ি বড়
ভ্রম পিঠা গড়িয়া রাখিবেন; কেননা তিনি কহি-
লন, মেম সাহেব যখন তোমাদিগকে ডাকিয়া
পাঠাইয়াছেন, তখন তিনি অবশ্য তোমাদের
পাতাকে বিদায় দিবেন। ও মা, সে পিঠা
তোমাকে থাইতে হইবে; আমাদের সঙ্গে চল
মা! চল।

স্বামির সকল শক্ত কথা ও নিন্দা আমি স্নেহে
সহ্য করিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু সন্তানদের এ
রূপ পৌমিক ব্যবহার দেখিয়া আমার মন অতি
ব্যাকুল হইল। আমি এক বার মনে করিলাম,
যদি ঘরে যাইয়া স্বামির সাক্ষাতে ঠাকুর পূজা
করি, ও সন্তানদিগকে গোপনে খুঁষ্টের বিষয়ে
শিক্ষা দিই, তবে তাহারা বয়ঃপূর্ণ হইলে আমি
সন্তান সুক্ক খুঁটিয়ান হইতে পারিব। কিন্তু ধর্মাত্মা
দয়ালু হইয়া শয়তানের এই কুমন্ত্রণা আমার মন-
হইতে দূর করিলেন, তাহাতে আমি সাহসপূর্বক

সন্তানদিগকে বলিলাম, আমি তোমাদের সহিত
যাইতে পুস্তত আছি, কিন্তু আমি ঠাকুর পূজা



করিতে পারিব না। আমি খ্রীষ্টিয়ান হইলে
তাহা হইলে বোধ হয় তোমাদের পিতা আমাকে
কখন গৃহে লইয়া যাইবেন না।

আমার আননী এই কথা শুনিয়া আরও রাগা-
ন্তিত হইয়া বলিলেন, তোকে আর কে লইয়া
যাইবে? তোর মৃত্যু হইলেই আমার পুত্র
জুড়ায়। পরে তিনি ছেল্যাদের হাত ধরিয়া তাহা-
দিগকে টানিয়া লইয়া গেলেন। মেয়টি আমার
নিকটে থাকিতে বড় ইচ্ছা করিয়া আমার গলা
ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু তাহার পিতা
আমাকে ঠেলে কেলিয়া আমার কোলহইতে
তাহাকে কাড়িয়া লইলেন। সেই দিন অবধি

মাজি পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে আমি কোন এক জনের দর্শন পাই নাই।

ও মেন সাহেব, আমি আর কি বলিব? দশ বারো দিন পর্যন্ত আমি পুর হতজ্ঞান হইয়া আহালাদি ত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহাতে সে সময়ে যদি মেন সাহেবের পরিবার আমার প্রতি পৌরিক ব্যবহার না করিতেন, তবে বোধ হয় আমি শয়তানের ফাঁদে পতিত হইয়া আপন ছেলাদের নিকটে ফিরিয়া যাইতাম। কিন্তু আমার মেন সাহেব ও মিসি বাবা অনেক প্রবোধ দিয়া আমাকে সান্ত্বনা করিলেন, তাহাতে কিছু দিন পরে পুত্র মহা অনুগৃহীতারা আমার মন সুস্থির হইলে আমি খৃষ্টিয়ান মণ্ডলীতে গৃহীত হইলাম।

পরে আমাদের মিসি বাবা এক জন পাদরি সাহেবকে বিবাহ করিলে আমি তাঁহার নিকটে পুর পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত আমার কৰ্ম করিলাম। তাহার পর আমি যে শিশুবাৰাকে দূক্ষ গান করাইয়াছিলাম, তিনি যুবা হইয়া বিনাত-হিতে ফিরিয়া আসিয়া এক উচ্চ পদে নিযুক্ত হইলেন; তথাচ তিনি আপন ধাইকে ভুলিয়া গেলেন না, বরং তাঁহার বিবাহ হইলে তিনি

আমাকে আপন গৃহে লইয়া গেলেন, এবং আমার সাক্ষাতে তাঁহার সাতটি সন্তান জন্মিল।

দুই বৎসর হইল তিনি আমাকে বলিলেন, ধাই, এখন তুমি অতিশয় বৃদ্ধা হইয়াছ, তোমাকে আর কৰ্ম করিতে হইবে না। অতএব বোধ হয় তোমাকে কোন খ্রীষ্টিয়ান লোকদের নিকটে বসতি করিতে দিলে ভাল হয়, কেননা তোমার পাড়াহি হইলে তাহারা তোমার পুতি প্ৰেমিক ব্যবহার করিয়া তোমার সেবা করিবে। আমি এই কথায় স্বীকৃতা হইলাম, তাহাতে আমার বাবা সাহেব আমাকে এখানে আনিয়া এই ঘরখানি বাঁধাইয়া দিলেন, এবং পাদরি সাহেবের নিকটে সবিশেষ জানাইয়া তাঁহার সমীপে আমাকে সমর্পণ করিয়া গেলেন।

পাদরি সাহেবের ঘেন্না আমার পুতি বড় দয়া প্রকাশ করেন। বাবা সাহেব যে তিনটি টাকা আমার জন্যে পাঠাইয়া দেন, তাহা তিনি মাসে২ আপনি আমাকে দিতে আইসেন, এবং আমাকে অনেক পুৰোধ ও সান্ত্বনার কথা কহেন। আর ফুলমণি ও তাহার স্বামী ও ছেলারা আমার পুতি যেরূপ প্ৰেমিক ব্যবহার করে, তাহা আমি পায় বর্ণনা করিতে পারি না। সত্যবতীর পিতা

আমাকে মা বলে, ও ছেলারা আমাকে দিদি বলে; ইহা যে নামমাত্র তাহাও নয়, বরং তাহারা গর্ভজাত পুত্র ও কন্যার ন্যায় আমার পুতি স্নেহ করে।

আমার বাবা সাহেব বায়ু সেবনার্থে একবার পশ্চিম দেশে যাইতেছিলেন, তাহাতে তিনি আমাকে দেখিতে আইলেন, এবং এই ক্ষুদ্র ঘরে



অনেক ক্ষণ বসিয়া আমার সহিত ধর্মের বিষয়ে কথোপকথন করিলেন, ও বিদায় হইবার সময়ে তিনি প্রার্থনা করিয়া গেলেন।

এই সকল কথা শেষ হইলে প্যারী আরোও আমাকে বলিল, মেন সাহেব, আপনি যদি আজি সাইবার পূর্বে একটি ক্ষুদ্র প্রার্থনা করেন, তবে আমি বড় আহলাদিতা হই। আমি এই

কথাতে একেবারে সন্মত হইলাম, তাহাতে আমরা দুই জনে ঈশ্বরের সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া প্রার্থনা করিলাম। প্রার্থনার মধ্যে আমি এ নিবেদন করিলাম, হে পুত্রো! ইহার পরে আমাদের দুই জনের পরস্পর যে আলাপ হইবে তাহাতে তুমি আশীর্বাদ দেও, যেন তদ্বারা আমাদের উভয়ের ধর্মবৃদ্ধি হয়।

প্রার্থনা হইলে পর গ্যারী উক্ত কথা মনে করিয়া বলিল, হে মেন সাহেব, এ দরিদ্র বুদ্ধি গৃহে কখনই আসিয়া ইহার সম্বিত ধর্মের বিষয় কথা কহিবেন, ও ইহাকে শাস্ত্র বুঝাইয়া দিবেন আপনি যদি এমন মানস করিয়াছেন, তবে আমার কত বড় সৌভাগ্য! এমন হইলে আমি দায়ুদ রাজার ন্যায় বলিতে পারিব, “আমার আশীর্বাদরূপ পানপাত্র উত্থলিয়া পড়িতেছে।

২৩ গীত।

খ্রীষ্টের এই বৃদ্ধা সেবিকা আপনার মনোরম ইতিহাস আমাকে যেকাণে কহিয়াছিল, সেইকাণে আমি লিখিয়াছি, এবং আমার এ বিষয়ে আর কিছু বলিবার কোন আবশ্যক নাই। আমি সে দিবসে তাহার নিকটে যে পুকার প্ৰেমভাবে বিদায় হইলাম, তাহা পাঠকবর্গেরা স্বহৃদে

অনুমান করিতে পারিবেন। বালুকাময় অরণ্যেতে
তুষিত ও পথশ্রান্ত পথিক জন যেমন জনসমুহ
গাইয়া তৃপ্ত হয়, তদ্রূপ আনিও এই মিথ্যা দেব-
গণের অন্ধকারময় রাজ্যের মধ্যে এমনত ধর্মরূপ
উজ্জ্বল দীপ্তি দেখিয়া অতিশয় আনন্দিতা হই-
লাম, এবং তৎক্ষণাৎ আমার মন তাহার পুতি
আনন্দ হইয়া পুনরুজ্জ্বল হইল। আহা!
আমরা যদি খ্রীষ্টীয় লোকদের পুতি এই রূপ
আকর্ষিত হই, এবং যে ব্যক্তিতে আমাদের স্বর্গস্থ
পিতার সাদৃশ্য দেখিতে পাই তাহাকে যদি
স্নেহ করি, তবে তদ্বারা সুন্দররূপে জানা যায়
যে আমরাও খ্রীষ্টের লোক বটি। কিন্তু যদি
খ্রীষ্টের সেবকদের পুতি আমাদের ক্রোধ, ঘৃণা ও
হিংসা থাকে, তবে আমরা কোন পুরাণে ঈশ্বরের
লোক নহি। সংসারের মধ্যে ভাই ভগিনীরা
আপনাদিগকে এক পিতার সন্তান মনোভি জানিয়া
পরস্পর প্রেম করে, তদ্রূপ সত্য খ্রীষ্টীয়ানেরা এক
ঈশ্বরকেই পিতা বলিয়া এক ব্রাহ্মকর্তাকেই জ্যেষ্ঠ
ভ্রাতারূপে জ্ঞান করিয়া প্রেম করুক।

খ্রীষ্টীয়ান লোকদের পরস্পর যে বন্ধুতা আছে,
সকল সামসারিক পুতিহইতে সে বন্ধুতা শ্রেষ্ঠ,
কেননা সেই পুতি কেবল ইহকালের জন্যে না

হইয়া পরকালে স্বর্গেতে আরও দূর হইবে। বৃহৎ
পারীর পুতি আমার এই রূপ-পেয় জন্মিয়
এবং অল্প দিনের মধ্যে আমরা দুই জনে
স্বর্গরাজ্যে একত্র বসিয়া আপন ত্রাণকর্তার উদ্দেশ্যে
গান গাইব, ইহা নিশ্চয় বোধ করিয়া আমা-
র মন অতিশয় আহলাদযুক্ত হইল।



পঞ্চম অধ্যায়।

উক্ত ঘটনার কিছু কাল পরে আমি এক দি-
বসবার বাজিতে পুনর্বার যাইতে মানস করিলাম।
ইহার মধ্যে তাহার বিষয়ে নিতান্ত বিস্মৃত হইলাম
এমত নয়, বরং তাহার ভাঙ্গা ঘর ও মলিন বস্ত্রা-
দি প্রায় পুতি দিবস আমার মনে পড়িলে আমি
নিত্য ২২ দয়ার সিংহাসনের সম্মুখে তাহাকে জ্ঞান
করিয়া প্রার্থনা করিতাম, যেন ঈশ্বর তাহার মন
কিরাইয়া তাহাকে সুপথে আনেন। ককণার
দুঃখ যাহাতে শেষ হয়, আমি এমত একটি উপায়
চেষ্টা করিতেছিলাম, এই নিমিত্তে আমি তাহার
নিকটে হঠাৎ না গিয়া কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিলাম।
তাহার ছোট পুত্র নবীনের যে পুকার আচার
ব্যবহার দেখিয়াছিলাম, তদ্বারা আমি বোধ

করিলাম, যদি কেহ তাহাকে সুশিক্ষা দিয়া বাধ্য
 রাখে, তবে কি জানি সে চতুর ও উত্তম বালক
 হইয়া উঠিতে পারে। আমি লোকদের গৃহে
 আনিয়াছিলাম ককণার এক জন বড় সম্ভ্রান্ত
 আছে, অতএব মনে করিলাম, যদিও এই দুই
 জন বালককে কোন কৰ্ম দিয়া উদ্যোগী ও
 পারিশ্রমী করাইতে পারি, তবে তদ্বারা তাহাদের
 কিছু লাভ হইতে পারে, এবং তাহাদের দুঃখিনি
 আতারণ উপকার সম্ভাবনা হয়। এই জনে
 আমি মনে স্থির করিলাম, ককণা ইহাতে স্বীকৃতি
 হইলে আমি তাহার দুই পুত্রকে নিজ বাড়ীতে
 আনিয়া বেহারার এবং খানসামার কৰ্ম শিক্ষা
 করিতে দিব।

এমত অভিপ्राয়ে আমি এক দিবস ককণার
 গৃহে বাইয়া উপস্থিত হইলাম। হায়! সেখানে
 কেমন খেদজনক ব্যাপার দৃশ্য হইল। ককণা
 আপন দ্বারের শিড়ীর উপরে বসিয়া অতিশয়
 কন্দন করিতেছিল, এবং তাহার মস্তকের একটা
 বড় ক্ষতহইতে দুই গাল বহিয়া রক্ত পড়িতেছিল।
 সে আমাকে দেখিবা মাত্র বলিতে লাগিল, আ!
 মেম সাহেব, আজি আপনি ভাল সময়ে আসি-
 যাছেন। আমার এই দুর্দশা আপনি স্বচক্ষে দেখি-

লেন। বিবেচনা করুন আমি অতি দুর্বল, তা
কোথাওইতে সুন্দর ঘর ও পরিষ্কার বস্ত্র পাই
পারি? ও মেম সাহেব, যদি ঘরের মধ্যে
বাক্য বলে, তবে দুই দিন অনাহারে থাকি
থাকা যায়; কিন্তু এই রূপ নিত্য বাকড়া মা
নারি ইত্যাদি আমি আর সহ্য করিতে পা
না। হায়! আমার মৃত্যু হইলে ভাল হয়।

আমি উঠানের মধ্যে এক গামলা শীতল
দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে আপন কল
জুলাইয়া করণার মাথার ক্ষতস্থানে দিলাম, এ
পুনঃ এই রূপ করিলে ক্রমে ২ রক্ত স্রোত
বারণ হইল। পরে আমি প্ৰেমভাবে তাহা
জিজ্ঞাসিলাম, করণা, তুমি কি পুকারে এমনতর
নিকতা হইলা?

করণা উত্তর করল, মেম সাহেব বহি
স্ত্রন। আজি আমি তাবৎ দিন কিছু খাইতে
পাইয়া তিনটা বেলার সময়ে কুলমণির নিকট
দুইটি পয়সা চাহিয়া আনিলাম; পরে তদ্বা
কতক গুলিন ছোট ২ মাছ কিনিয়া রাত্রিতে ই
রাখিব এমনতর মনে করিয়া সেই মাছ কুটি
ধুইয়া রাখিতেছি, এমনতর সময়ে আমার স্বামি
আর দুই জন পুরুষকে সঙ্গে লইয়া ঘরে আইল

তাহারা সকলে কিঞ্চিৎ মত্ত ছিল, তাহাতে আমার স্বামী বড় রাগান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ও গো, ভাত তৈয়ারি আছে কি না? আমি উত্তর দিলাম, চারিটার সময়ে কি ভাত হয়? মাতাল হইয়া কি বলিতেছ, তুমি তাহা জান না; আর তুমি কে, যে তুমি ভাত চাহিতে আসিয়াছ? খরচের নিমিত্তে তুমি কি পয়সা দিয়াছিলি? সে এই কথা শুনিয়া কোটা মাছের চূপড়িকে মাছ সদ্ধ লাথি মারিয়া নর্দমাতে ফেলিয়া কহিল, তুই এমনত কথা বলিস? আমি যদি পয়সা না দিই, তবে এই মাছ কি পুকারে আপনার জন্যে যোগাইয়া রাখিয়াছিলি? আমাকে এই কাপে ভৎসনা করিয়া সে আপন মাতাওয়ানা বন্ধিদের পুতি ফিরিয়া কহিল, চল ভাই, আজি আমাদের পয়সার অভাব নাই; অতএব এ বেটা যদি খাইতে না দিল, ভাবনা কি? অন্য প্রলোকদের সহিত আমাদের পরিচয় আছে কি না? এই কথা কহিয়া সে আমাকে অত্যন্ত মারিল, পরে তাহারা সকলে চলিয়া গেল।

আমি ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসিলাম, ককণা, তোমার স্বামী মাছ কেনিয়া দিলে তুমি কি তাহাকে কিছু কহিলি না? ককণা উত্তর করিল, হাঁ

যেন সাহেব, কহিব না কেন? আমি তাহাতে
যথেষ্ট গালি দিলাম। এমনত কৰ্ম ও এমনত ক
কি সহ্য করা যায়? যে দিনে তাহার কাছে মি
টাকা কড়ি না থাকে, সে দিনে আমি যা
দিই তাহা সে চুপ্ করিয়া থায়; কিন্তু যখন
চারি পাঁচ আনা উপায় করে, তখনই আন
এই পুকার দশা হয়। কল পুতে তাহার নিকটে
একটিও পয়সা থাকিবে না, রাত্রে মখেই মদ
পান ও বেশ্যাগমনাদি দ্বারা সকলি ব্যয় করিতে

পরে আমি বলিলাম, দেখ ককণা, তোমার
স্বামী মাতওয়াল ছিল, অতএব কি করিল,
বলিল, সে সময়ে তাহার কিছু জ্ঞান ছিল না
এমত কালে তাহার পুতি অনুযোগ করা কেব
অনর্থক, এবং গালি দেওয়া সর্বদা মন্দ, তদ্দ্বা
কখনও ভাল ফল হয় না। তুমি যদি তাহা
গালি দিয়া তাহার রাগ বৃদ্ধি না করিতা, তা
তোমাকে এত মার খাইতে হইত না।

ককণা কহিল, যেন সাহেব, কুলমণিও অ
মাকে এ কথা বলিয়া থাকে, তাহাতে আমি
কখনই মনে স্থির করি, যে আমি স্বামির পু
মিষ্ট বাক্য বলিলে তদ্বারা সে নমু হয় কি না
তাহা দেখিব; কিন্তু সে যখন বড় মাতওয়াল

হইয়া যবে আইসে, তখন মিষ্ট বাক্য সকল আ-
 মার মনে আর পড়ে না, কেবল রাগের কথা মনে
 উঠে। লোকেরা এই সকল বিবেচনা না করিয়া
 কেবল আমাকেই দোষ দেয়, এবং আমার
 সামিকে উত্তম পুরুষ বোধ করে, ইহাতে আমার
 মনে বড় দুঃখ হয়। আজি কেবল দুই দিন
 হইল কুলমণি আমাকে বলিল, ও গো ককণা!
 তোমার স্বামির স্বভাব কোমল ও পুথিক, অত-
 এত তুমি যদি তাহাকে কিঞ্চিৎ আদর করিতা,
 তবে সে অবশ্যই তোমাকে ভাল বাসিত। কুল-
 মণি কি দেখিয়া এমন কথা বলিল, তাহা আমি
 বুঝিতে পারি নাই, কেননা আমার পুতি স্বামী
 কোনো দিন কোমল ব্যবহার করে নাই। আর
 কুলমণি আমার দুঃখের বিষয় কি জানে? তাহার
 স্বামির অতিশয় সংস্কার, আপনার স্ত্রী যাহা
 চাহে তাহাই আনিয়া দেয়; কিন্তু কুলমণি যদি
 আমার মত আপদগুস্তা হইত, তবে সে অন্য
 পকার কথা কহিত।

তাহাতে আমি কহিলাম; ককণা! তোমার
 স্বামী যে দুষ্ট ব্যক্তি তাহা স্পষ্ট দৃশ্য হইতেছে;
 তথাপি তোমাকে এই রূপ হির বিবেচনা করিতে
 হয়, যে সে তোমার বিবাহিত স্বামী, অতএব

তাহাহইতে তুমি কোন পুকারেই পৃথক হই
পারিবা না; ইহা নিশ্চয় জানিয়া সে যাহা
ক্রমে ভুল হয়, এমনত একটি উপায় চেষ্টা ক
তোনার কর্তব্য। কিন্তু ককণা, যাহারা আমাদে
পুতি কদাচার করে তাহাদের পুতি পুেন কর
অতিশয় দুঃখ, ইহা আমি জানি। যিনি শত্রুদে
হস্তে আপন পুণ সমর্পণ করিলেন, তাঁহার স্বভা
অর্থাৎ খ্রীষ্টের স্বভাব প্রাপ্ত না হইলে আমার
কখন এমনত পুেন পুকাশ করিতে পারিব না
হায় ককণা! তুমি যদি সত্য খ্রীষ্টিয়ান হইত
তবে আমার মনে কিঞ্চিৎ ভরসা জন্মিত,
তোনার স্বামী দুষ্টতা ত্যাগ করিয়া ক্রমে ভা
হইবে; কেননা এই সকল ঈশ্বরীয় বচন অব
সত্য, যথা “কোমল উত্তর ক্রোধ সম্বরণ করায়,
হিতোপদেশ ১৫।১। “ধার্মিক ব্যক্তির একা
পুার্থনা অতি সফল হয়,” যাকুবের পত্র ৫।১৬
“স্বামী অবিশ্বাসী হইলেও বিশ্বাসিনী স্ত্রীর দ্বা
শুচি হয়,” ১ করিন্থীয় ৭।১৪। দেখ, তুমি যা
নিতান্ত খ্রীষ্টের লোক হইত, তবে তুমি উত্তম
ক্রিয়াতে আপন স্বামির কুক্রিয়াকে পরাজ
করিতা; এবং তুমি অবশ্যই তাহার জন্যে পুার্থন
করিতা, তাহাতে ঈশ্বর তোমার পুার্থনাতে পুস

তাইরা তাহার মন ফিরাইয়া দিতে পারিতেন;
কিন্তু এমত সুঘটনা যদিও না হইত, তবে কি
জানি তোমার অনুরোধে ঈশ্বর তাহাকে এই সকল
দোষহইতে ক্ষান্ত করাইতেন।

এই কথাতে ককণা কাঁদিতেন বলিতে লাগিল,
না না, মেন সাহেব, সে যে দোষহইতে ক্ষান্ত
হইবে আমার এমত কিছু মাত্র বোধ হয় না।
তাহার কথা দূরে থাকুক, কিন্তু সত্য খ্রীষ্টিয়ান
হইতে আমার একান্ত ইচ্ছা আছে, কেননা ইহ-
কালে আমি যত দুঃখ পাইতেছি তাহা কেবল
ঈশ্বর জানেন; অতএব যদি পরকালে সুখ পাই-
বার ভরসা থাকিত, তবে আমি কিঞ্চিৎ নাস্তানা
পাইয়া স্থির থাকিতাম। কিন্তু খ্রীষ্টের সেবা
অতিশয় কঠিন, তাহার সকল আঙ্গা যে আমি
পালন করিতে পারি, এমত আমার ক্ষমতা
নাই!

আমি বলিলাম, হায় ককণা! খ্রীষ্টের সেবা
যে কঠিন তাহা তুমি কি বুঝিয়া কহিলে? ধর্ম-
সূত্রে এই লেখা আছে, “পুত্র বীণ্ড খ্রীষ্টেতে
বিশ্বাস কর, তাহাতেই তুমি জ্ঞান পাইবা।” এবং
তিনি আপনি কহিয়াছেন, “আমার যোয়ালি
মনায়স ও আমার ভার লয়।”

ককণা উত্তর করিল, যেম সাহেব, একথা সত্য বটে; বিশ্বাস করা অতি সহজ, আমি বিশ্বাস করি না? কিন্তু খ্রীষ্টের যে আত্মা পাঠ তাহা আমাহইতে হয় না।

তাহাতে আমি বলিলাম, হার ককণা! তুমি ঐহিক ব্যক্তির ন্যায় কথা কহিতেছ। আমি এই প্রার্থনা, যেন সত্যময় আত্মা খ্রীষ্টের বিষয় কথা লইয়া তোমাকে বুঝাইয়া দেন। তুমি বলিতেছ, আমি বিশ্বাস করি; কিন্তু কি বিশ্বাস কর? তুমি যে পাপী ও দীনহীন ও নরকযোগ্য হইলেও খ্রীষ্ট যীশু আপন অমূল্য রক্তদ্বারা তোমাকে ক্ষম করিয়া বাঁচাইয়াছেন, এই সকল যি বিশ্বাস করিতা তবে বিশ্বাসের সহিত তোমার পুণ্যও জন্মিত; এবং খ্রীষ্টের পুতি পুণ্য জন্মিত। তাহার আত্মা যে কঠিন নয় তাহা তোমার বেহইত। হে ককণা! আমার ভয় হয় যে তোমার বিশ্বাস পুরুত বিশ্বাস নহে। বিশ্বাস দুই পুরুত আছে, তাহার দৃষ্টান্ত বলি। কোন গুণে এক জনের ভয়ানক রোগ হইয়াছিল, কিন্তু তাহার সে রোগ বোধ হইত না; তাহাতে বন্ধু বান্ধবের তাহার স্থান বদল দেখিয়া তাহাকে কহিল, ওগো আমাদের এই গুণে এক জন পুনিদ্ধ কবিরা

আছেন, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ; অতএব তুমি
 শীঘ্র তাঁহার নিকটে গিয়া ঔষধ খাও, না খাইলে
 তুমি শীঘ্র মারা পড়িবা। ইহা শুনিয়া ঐ রোগী
 হাসিয়া উত্তর করিল, কবিরাজ যে আছেন, তাহা
 আমি জানি, এবং তিনি যে উত্তম কবিরাজ
 তাহাও বিশ্বাস করি; কিন্তু আমার কোন পীড়া
 হয় নাই, আমি তাঁহার নিকটে কেন যাইব? দেখ
 করুণা! সে গ্ৰামে কবিরাজ থাকিলেও আর ঐ
 নির্বোধ মনুষ্য ইহা বিশ্বাস করিলেও তাহার
 নাক্ষে কবিরাজ না থাকার মত হইল, সুতরাং
 সে অল্প দিনের মধ্যে ঐ রোগদ্বারা নষ্ট হইল।
 সে গ্ৰামে আর এক জন পীড়িত ব্যক্তি অন্য
 কবিরাজদের নানা পুকার ঔষধাদি খাইলেও
 দিনে২ ক্ষীণ হইতেছে, এবং অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়া
 মৃতপু্য হইয়াছে, এমনত সময়ে এক জন আসিয়া
 তাহাকে উক্ত পুসিদ্ধ কবিরাজের গুণ সকল জ্ঞাত
 করিলে ঐ রোগগ্ৰস্ত ব্যক্তি বড় আহলাদপূর্বক এই
 সমাচারে বিশ্বাস করিয়া তৎক্ষণাৎ কবিরাজকে
 ডাকাইয়া পাঠাইল; এবং তিনি তাহাকে ঔষধাদি
 দিয়া তাহার পীড়া শান্তি করিলে, সে পীড়িত
 ব্যক্তি কবিরাজের পুতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া
 যত্নপূর্বক তাঁহাকে যাবৎ জীবন পেরু করিল।

দেখ ককণা, সেই গায়ে ভাল কবিরাজ আছে।
উক্ত দুই পীড়িত লোকের এমন বিশ্বাস ছি-
কিন্তু পুথন রোগির কোন পুকারে পুেন জন্মি-
না, কারণ সে তাহার নিকটে না যাওয়া-
কোন পুতিকার পাইল না; তাহাতে ঐ ব-
ক্রির বিশ্বাস নিতান্ত নিম্নল হইল। কি-
অন্য রোগির বিশ্বাস তদ্রূপ নহে, বরং
আপন বিশ্বাস পুযুক্ত কবিরাজকে ডাকাই-
রক্ষা পাইল; পরে আপন রক্ষাকর্তার পু-
তাহার এমন পুেন জন্মিল যে তিনি য-
আজ্ঞা করিতেন সে তাহাতেই আহ্লাদপূর্ব-
সম্মত হইত, ইহা কেবল নয়, অন্য লোকে



নিকটেও সে কবিরাজের গুণকীৰ্ত্তন করিত। কবি-
রাজের পুতি এই দ্বিতীয় জনের মতরূপ বিশ্বাস

ছিল, খুঁটের উপরে আমাদের তরুণ বিশ্বাস না
 হইলে আমরা কোন রূপে ঈশ্বরের রাজ্যে পুবেশ
 করিতে পারিব না। ও গো ককণা! তুমি ও
 আমি এবং পৃথিবীস্থ সকল লোকই পাপরূপ
 পাড়াতে পীড়িত আছি; অতএব আমার এই
 পরামর্শ শুন, তুমি পবিত্র আত্মার নিকটে প্রা-
 র্থনা কর যেন তিনি তোমাকে আপন পীড়ার
 বোধ জন্মাইয়া দেন। পীড়ার বোধ হইলে
 তুমি অবশ্য মহৎ চিকিৎসকের নিকটে গিয়া
 ঔষধ চাচ্ঞ করিবা, এবং তিনি যখন তোমাকে
 পাপরূপ যন্ত্রণাহইতে রক্ষা করিবেন, তখন
 তাহার আশ্রয় পালন করিবার কারণ তিনি
 তোমাকে অনুগ্রহ ও বল ও কৃতজ্ঞতা পুদান
 করিবেন।

ককণা অধোবদন হইয়া এই সকল কথাতে
 কিছু উত্তর করিল না। পরমেশ্বর তাহার পুতি
 দয়া করিবার মানস করিয়াছিলেন, অতএব সে
 যেন নির্মল রূপার ন্যায় পরিকৃতা হয়, এই
 হেতুক প্রথমে দুঃখরূপ অগ্নিতে তাহার পরীক্ষা
 করণ আবশ্যক হইল।

যখন আমাদের পরস্পর আলাপ হইতেছিল,
 তখন আমরা গৃহের মধ্যে কেবল দুই জন ছিলাম,

কিন্তু কথা সাক্ষ হইলে ককণার পুত্রেরা
 ডিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। নবীন আমা
 দেখিয়া সেলাম করিল। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রা
 য়াচানহইতে একটা খালি বোতল লইয়া শা
 পলায়ন করিতেছিল, এমন সময়ে তাহার মা
 তাহার হাত ধরিয়া বলিল, ও বংশী! তোমার
 কাছে যদি কিছু পয়সা থাকে তবে আমাকে দেও,
 আমি তাহাতে তোমাদের খাদ্য সামগ্রী কিনি
 কেননা আমাদের আজি কিছুই থাইবার নাই।
 এব° যাঁহা কর বাঁহা, তোমার বাপের মত কো
 কপে মদ কিনিয়া থাইও না।

ঐ দুষ্ট বালক উত্তর করিল, তোমার তো ব
 ভাল কথা শুনিতে পাই; বুঝি তোমাকে দিবা
 জনে, আমি সন্গরসন খেলা করিয়া দুই আন
 লাভ করিলাম? আমি তো এখন মদ থাইব
 পরে আমার ভাত না হইলে কিছু ক্ষতি নাই; তুমি
 আপনার জনে, চেষ্টা কর। ইহা বলিয়া বংশী
 আপন মায়ের হাত ছাড়াইয়া পলায়ন করিল।
 তাহার বয়স পোনের কিম্বা বোল বৎসরের
 অধিক ছিল না, তথাচ সে কেমন দুষ্ট ও লম্পট
 বালক, ইহা তাহার মুখ ও আচার ব্যবহার দ্বারা
 অতি স্পষ্ট বোধ হইল।

নবীন আপন ভ্রাতার এই রূপ কর্ম দেখিয়া
তাহার পশ্চাৎ যাইতেছিল, কিন্তু আমি তাহাকে
জাকিয়া বলিলাম, নবীন, তোমার ভাই অতি-
শয় দুষ্ট বালক। দেখ, তাহার কথা শুনিয়া
তোমার মাতা কেমন কাঁদিতেছে; অতএব তুমিও
যদি তাহার মত ব্যবহার কর, তবে তোমার
মায়ের কি দশা হইবে?

নবীন বলিল, যদি আমার পয়সা থাকিত,
তবে আমি মাকে দিতাম। মধুর ঘর দেখাইবার
কারণ তুমি যে এক বার আমাকে চারিটি পয়সা
দিয়াছিল, তাহার মধ্যে আমি তাহাকে দুইটি
দিয়াছি। এখন আমার কাছে একটাও পয়সা
নাই, কেননা সঙ্গরসন খেলা করিতে গেলে
আমার কেবল হারি হয়, কখন জিত হয় না।

ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম, এ কথাতে আমি
বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি, কেননা ইহাতে তুমি এই
জানিতে পারিবা যে জুয়া খেলা অপেক্ষা টাকা
উপার্জন করিবার অন্যান্য ভাল উপায় আছে।

নবীন কহিল, মেম সাহেব, আমি কি কর্ম
করিয়া টাকা লাভ করিব? কখনই সাহেবদের
বাজার নাথায় করিয়া তাঁহাদের ঘরে পৌছিয়া
দিই; কিন্তু তাহাতে কিছু লাভ নাই, কেননা

খানসামার আনাকে তিন পয়সা দিতে স্বীক
করিয়াও শোবে একটি পয়সা দিয়া আনাকে
তাড়াইয়া দেয়।

পরে আমি জিজ্ঞাসিলাম, ভাল নবীন, ত
আকে আর মুটিয়ার কৰ্ম করিতে না বলিয়া য
কেহ ছোট খানসামার পদে নিযুক্ত করে,
তোমাকে একটি পাগড়ি ও চাপকান্ ও গাজা
দেয়, তবে কি তুমি সম্মত হও?

ইহা শুনিয়া নবীনের মুখ পুফুল হইল, এবং
হাস্য করিতে বসিল, হাঁ, আমি তাহাতে অব
বড় সম্মত হই। মেন সাহেব, তুমি যদি আমা
খানসামার কৰ্ম দেও, তবে আমি এখনি তোমা
সঙ্গে যাই। তাহাতে তাহার মাতাও কহিল, হ
মেন সাহেব, আপনি যদি এই কৰ্মটি অনু
করিয়া দেন, তবে আমাদের বড় উপকার হয়।

নবীনের হিতার্থে আমি যে মানস করিয়া
ছিলাম, তাহা যে এমনত সহজে সফল হইল,
ইহা দেখিয়া আমি বড় আহলাদিতা হইলাম।
তাহাতে তখনি বলিলাম, ভাল! নবীন আমার
বাটিতে আইসুক, আমি উহাকে খাওয়া পরা
দিয়া খানসামার কৰ্ম শিক্ষা করাইব; এবং সে
যদি ভাল কপে চলে, ও জুয়া খেলা একেবারে

গ করে, তবে তিন মাস পরে আমি উহাকে
মাসে এক টাকা করিয়া দিব।

নবীন উক্ত কথাতে আহলাদপূর্বক স্বীকৃত হইয়া
ছিলেন, এক টাকা পুতি মাসে পাইলে আমি আর
কোন জুয়া খেলিব? তাহাতে আমি ককণাকে
মিলিয়া, তবে ককণা, কল্য তোমার পুত্রকে
আমার নিকটে আনিও। এবং বংশী যদি কর্ম
করিতে চাহিয়া আমার আজ্ঞানুসারে চলিতে
স্বীকৃত হয়, তবে আমি তাহাকেও তিন মাসের
নিমিত্তে পরীক্ষা করিতে পুস্ততা আছি; কিন্তু
তাহার ব্যবহার দেখিয়া ভয় হয়, পাছে সে
আমাকে বড় দুঃখ দেয়।

তাহাতে ককণা নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, হায়
যেন সাহেব! বংশী কখনই কর্ম করিবে না।
সে স্বাভাবিক দুষ্ট বালক, কেমনা যত দিন আমার
শাওড়ি জীবিতা ছিলেন, তত দিন বংশীর বাপ
তাহাকে ভালরূপে খাওয়া পরা দিতেন, কিন্তু
আমার ছেল্যা আমার পুতি কিছু মাত্র পোষ
করে না। তাহাকে একেবারে দূর করিয়া দিলে
তাহার উপযুক্ত শাস্তি হইত বটে; কিন্তু সে তো
আমার গভীরত সম্ভান, অতএব আমি এমনত
শাস্তি তাহাকে কি পুকারে দিই?

আমি কহিলাম, ককণা, এই সকল
তোমার নিমিত্তে বড় দুঃখিতা আছি, কিন্তু
তোমার নিজ দোষ প্রযুক্ত ঘটিয়াছে।
পুণ্যমবার যখন তোমার গৃহে আইলাম,
আমার বিলক্ষণরূপে অরুণ হয় যে নবীন
কথা কহিল, সেই প্রযুক্ত তুমি তাহাকে
মারিয়া মিথ্যাবাদী বলিলা। পিতা মাতা
এমত কর্ম করে, তবে সম্বানেরা কি পুকারে
হইয়া উঠিতে পারে?

এই কথাতে ককণা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ
কহিল, হাঁ। কি জানি আমারি দোষ হইয়া
কিবে। কিন্তু ঐ বংশী আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র,
পাঁচ বৎসর পর্যন্ত আমার আর ছেল্যা হইল।
অতএব আমি স্নেহপ্রযুক্ত তাহাকে কখন শাসন
করিতে পারিতাম না, এই নিমিত্তে সে এ
অবাধ্য বালক হইয়াছে।

আমি বলিলাম, ককণা, আমরা যখন ঈ-
শ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করি, তখনি আমাদের দুর্দ-
ঘটে। ঈশ্বর কহিয়াছেন, “বালককে শাসন
করিতে নিবৃত্ত হইও না; তুমি দণ্ডদ্বারা তাহাকে
পুহার কর, তাহাতে তুমি তাহার পুণকে নরক
হইতে রক্ষা করিবা।” হিতোপদেশ ২৩।১৩, ১৪

তুমি অন্য পুকার বুঝিয়া তাঁহার আদেশানু-
সারে চল নাই, তাহাতে যাহাকে তুমি পুণ্যপাত্র
মান করিয়া আদরের পুণ্য করিয়াছ, সে পুণ্য
তোমার বিকল্পে উঠিয়া তোমাকে তুচ্ছ করে,
এবং দুষ্টতাতে এমনত পুণ্য হইয়াছে যে তাহাকে
দেখিলে ভয় হয়। অতএব তুমি আর তাহা-
কে দমন করিতে পারিবা না; তথাচ আমার
সাহেবকে আমি তাহার বিষয় জ্ঞাত করিব,
তিনি যদি তাহার মঙ্গলার্থে কিছু করিতে পারেন
তবে অবশ্য করিবেন।

বিদায় হইবার কাল উপস্থিত হইলে আমি
বিবেচনা করিতে লাগিলাম, অদ্য ককণাকে কিছু
উাকা দিলে ভাল হইবে কি না; এমনত সময়ে সে
আপনি ভয়পূর্বক জিজ্ঞাসিল, যেম সাহেব, আ-
পনি যে বাড়ন গুলিন আমাকে একবার সিনাই
করিতে দিতে চাহিয়াছিলেন, সে সকল কি এখন
আপনার নিকটে আছে? আমি কহিলাম, না,
অনেক দিন হইল তাহা সিনাই করা গিয়াছে;
কিন্তু তুমি সে বিষয় জিজ্ঞাসা কর কেন? ককণা
ললিল, এখন যদি সে বাড়ন আপনার নিকটে
থাকিত, তবে আমি লইয়া সিনাই করিতাম;
কেননা আমার স্বামী এবং পুত্র আমার উপকার

করিবে না, তাহা স্পষ্ট দেখিতেছি, অতএব আ
কর্ম না করিলে সকলে মারা পড়িব ।

ককণার এই পুকার নূতন কথা শুনিয়া ব
বড় আহলাদিতা হইলাম, এবং তদ্বারা পূর্বাণে
সুন্দররূপে জানিতে পারিলাম, যে অবিভক্ত
পূর্বক টাকা দান করিলে দরিদ্রের পক্ষে অতি
ক্ষতি জন্মে । ইহার দৃষ্টান্ত এই, আমি যখন পু
বার ককণার দুঃখ দেখিয়াছিলাম, তখনই
তাহাকে টাকা কি পয়সা দিতাম, তবে এখন
আমার নিকটে কর্ম যাচঞা না করিয়া পুন
তদ্রূপ ভিক্ষাই চাহিত । দরিদ্রেরা যাহাতে কে
কর্ম করিয়া আপনাদের সাহায্য করিতে পারে
এমত শিক্ষা তাহাদিগকে দিলে তাহাদের পা
সর্বাপেক্ষা উত্তম সাহায্য হয় ।

ইহা জানিয়া আমি ককণাকে আশ্বাস দি
চাহিয়া বলিলাম, বাড়ন সকল সিলাই হই
য়াছে বটে, কিন্তু এখন আমার নিকটে একথা
কোরা কাপড় আছে, তাহা ছিঁড়িয়া খাট
চাদর বানাইব । অতএব কল্য তুমি যখন নবী
কে আমার বাটীতে লইয়া যাইবা, তখন আ
নেই চাদর সকল তোমাকে সিলাই করিতে দিব
তুমি যে আপনি কর্ম করিতে মানস করিয়া

তাহাতে আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি; এবং অদ্য তোমার ঘরে কিছু নাই তাহা দেখিতেছি, অতএব এখন এক টাকা লও, পশ্চাৎ আমার কাপড় কিনাই করিয়া তাহা পরিশোধ করিও। তাহাতে কখনো টাকাটি দেখিয়া হৃষ্টচিত্ত হইয়া সেলাম করিয়া লইল।

আমি সাধু ও সত্যবতীর জন্যে কতক গুলিন মিঠাই আনিয়াছিলাম, তাহাতে আপন বাটা দাইবার পূর্বে তাহাদিগকে সেই মিঠাই দিতে গেলাম। সাধুর পিতা পুত্রটাদ ঘরে ছিল; তখন সে আপন দ্বার নিকটে বসিয়া তাহারা দুই জনে কতক গুলিন টাকা ও পয়সা গণিতেছিল। তাহাতে তাহাদের মন এমন নিমগ্ন হইয়াছিল যে আমি ঘরের মধ্যে পূবেশ করিলেও তাহারা পুথমে জানিতে পারিল না। কিন্তু আমাকে দেখিবামাত্র কুলমণি শীঘ্র উঠিয়া সেলাম করিল, পরে টাকা ও পয়সা একত্র করিয়া এক গাশ্বে রাখিয়া কহিল, মেন সাহেব, আমার স্বামী আজি মাহিনা পাইয়াছেন, অতএব আগত নামে আমরা কি পুকারে তাহা ভালরূপে খরচ করিতে পারি, ইহাই বিবেচনা করিতেছিলাম।

আমি বলিনাম, যদি এমনত হয়, তবে তুমি
করিয়। সে সকল হিসাব সাঙ্গ কর : কেননা
তোমাদের ঘরের কর্ম্মেতে ব্যাঘাত করিতে
না, আর তোমাদের পুতিবাসিনী ককধাকে
পরিমিত ব্যয় বিষয়ে কিছু উপদেশ দিতে পারি।
এই কারণ আমি বঙ্গানিদের সাম্প্রতিক খরচ
বিষয়ে কিছু শিক্ষা করিতে বড় ইচ্ছা করি।

এই কথা শুনিতেও পেমচাঁদ এবং ফুল
আমার সাক্ষাতে আপনাদের হিসাব করি
বড় অনিচ্ছুক হইল, কিন্তু তাহাদিগকে তি
সাধ্যসাধনা করিলে তাহারা পুনর্বার লেখায়ে
করিতে লাগিল।

পেমচাঁদ আপন ক্রীকে বলিল, আমার
টাকা নাহিনার মধ্যে এক টাকা সাহেবের নি
জমা করিয়া রাখিয়াছি; তাহার স্থানে আমার
এখন চৌদ্দ টাকা হইয়াছে। আর এই লও, ছয়
টাকা আনিয়াছি; এখন তোমার কাছে
আছে, তাহা দেখি।

ফুলমণি বলিল, আমি দুধ বেচিয়া ৩৫০ টি
টাকা বারো আনা পাঠাইয়াছিলাম, তাহার মত
গোকর খোরাকের নিমিত্ত ১৫০ এক টাকা বা
আমি সঙ্গে করিয়াছি, আরও তাহা প্রতি

কান আবশ্যক নাই, এই ২ দুই টাকা মাত্র
বাছে।

পুন্ডরীক কহিল, ও গো, তবে ঐ পরমাণুলিন
কাথাইতে আইল ?

কুলমণি বলিল, ককণার জন্যে এক থানা
মাটা শাড়ি কিনিতে তিন আন পর্যন্ত দশ আনা
পরমাণু করিতেছি। সে দুখিনী কাপড়
হাতেরকে যে কেশ ভোগ করিতেছে তাহা আর
দখা যায় না। মহেন্দ্র বাবুর জ্বর তিনটা
কাতা সিনাই করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে ছয়
আনা পাইলাম; এবং এই নৈম সাহেব অনুগত
করিয়া এক বার সাধুকে ও সত্যবতীকে এক ২
সিকি দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এই শাড়ি
কিনিবার জন্যে তাহারা আমাকে দুই ২ আনা
করিয়া দিল, তাহাতে দশ আনা হইয়াছে।

পুন্ডরীক বলিল, ভাল করিয়াছ কুলমণি। আমি
কল্য এক থান কাপড় কিনিয়া আনিব, এবং
তুমি ককণাকে তাহা দিবার সময়ে বলিও, যে
এই শাড়ি পরিয়া তোমাকে পুত্রে ক রবিবারে
সীতায় যাইতে হইবেক; কেননা আমি যখন
সীতায় যাইবার কথা তাহার সাক্ষাতে বলি,
তখন সে কাপড়ের হল করিয়া উত্তর করে,

আমার বদ্ব নাই, আমি কি পুকারে গা
বাইব? কিন্তু সে যাত্রা হউক, এখন আমি কি
লিখিতে আরম্ভ করি।

সর্বসুদ্ধ আনাদের আর ৯১১/০ নয় টাকা
আনা আছে, তাহার মধ্যে সাহেবের নিকটে
টাকা জমা করিয়াছি, ককণার শাড়ির জন্যে
আনা, পুতুর ভোজনের নিমিত্তে দুই আনা
মিশনারি সোসাইটির মাসিক টাঁদার নিমিত্তে
আনা, ইহাতে ১৮১/০ এক টাকা চৌদ্দ আনা হু
কাকি থাকে ৭৮০ সাত টাকা বারো আনা, না
ফুলশ্রী

ফুলশ্রী কিঞ্চিৎকাল হিসাব করিয়া ক
হাঁ, তাহা ঠিক হইয়াছে; কিন্তু সাধুর নি
বড় ধর্মগুরুক কিনিবার কারণ যে দুই আ
মাসে আমরা জমা করিয়া রাখি, তাহা নি
ভুলিয়াছেন।

পুণ্ডীন্দ বলিল, হাঁ গো, সে কথা তো স
আরো আমি এক জন হিন্দু স্ত্রীলোকের নি
চারি আনা পরস্যা নাই। আমি সাহেবের ব
আমাকে তেঘরি শ্রমে যাইতে হইয়াছিল, ত
গিয়া দেখিলাম এক বাক তলায় এক জন বিধবা
পুসব হইয়াছে, এক তাহাকে একটু কল দেয় এ

কৃতি সেখানে নাই, তাহাতে আমি সেখানকার
এক জন দোকানির নিকটে আটটি পয়সা কর্জ
করিয়া তাহাকে দিয়া আইলাম। অতএব কল্য
করিয়া সেই কর্জ পরিশোধ করিতে হইবেক,
এবং ঐ অনাথা স্ত্রীলোককে আর দুই আনা পয়সা
দিয়া আসিব।

কুলমণি বলিল, ভাল, তাহাই করিও। তবে
আমাদের ঘর খরচের নিমিত্তে ৭১৮০ সাত টাকা
র আনা রহিল। পুন্মচাঁদ উত্তর করিল, হাঁ গো
মহাতে কি কুলাইবে না? তাহার স্ত্রী হাসিয়া
লিল, বিবেচনা করিয়া খরচ করিলে কুলাইবে না
কন? কেবল কঠিন হইয়াছে এই, যে পুয়নাথের
দেয় দুইটা জামার কাপড় এই মাসে না কিনিলে
য; কিন্তু কৃতি নাই, উহার কাপড় কিনিবার
পারণ আমি সিলাই আদি করিয়া অবশ্য কোন
কারে চারি গুণ পয়সা উপায় করিতে পারিব।

এমত কথা হইলে পুন্মচাঁদ দানাদির সকল
টাকা পয়সা আপনি তুলিয়া রাখিল, এবং ঘর
খরচের টাকা গুলি কুলমণিকে দিয়া কহিল, পর-
শ্বর আমাদের পুতিপালক, আমাদের কিছুই
ভাব হইবে না; তিনি আমাদের পুয়োজনীয়
সব দিয়াছেন।

এই ধার্মিক পরিবারের সদ্যবহার ও দেখিয়া ককণার দুঃখের অবস্থা আমার হইল, তাহাতে আমি মনোমধ্যে বিবেচনা করিলাম, ঈশ্বরের সেবকেরা নিতান্ত সুখদায়ক ভ্রমণ করে, এবং তাহাদের সকল গতি শ্রম কর; কিন্তু “যে সমুদ্র কখন স্থির হইতে পারে ও যাহার জলেতে মল ও কদম উঠে, দুষ্ট লোকের এমত আলোড়িত সমুদ্রের ন্যায় হয়।” যথার্থ कहিয়াছেন, পাপীদের কিছুই মঙ্গল না ঘিশ্মিয় ৫৭।২০, ২১।

তদনন্তর কুলমণি কিঞ্চিৎ ভারিতা হইয়া বসি লাগিল, বেলা গেল, আজি ছেলার পাঠশালা হইতে কিরিয়া আইসে না কেন? এই কথা শুনিয়া পুত্রটাদ দ্বারের বাহিরে গিয়া তাহাকে অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুকাল পরে অতিশয় বিষন্ন বদন হইয়া ভিতরে আসিয়া হঠাৎ মঞ্চহইতে এক গাচা বেত্র নামাইল, তাহা হাতে করিয়া শীঘ্র দৌড়িয়া বাহিরে গিয়া ইহাতে আমরা জ্ঞাত হইলাম, যে সে অসন্তোষক ঘটনা দেখিতে পাইয়া কেননা ইহার পূর্বে পুত্রটাদের সুশীল বদনে

নানা খুনিয়া দেখিবা মাত্র উচ্চৈঃস্বরে বলিতে
গিল, হে পরমেশ্বর! আমার ছেলেকে শয়-
ননের হস্তহইতে উদ্ধার কর।

এই স্ত্রীপুরুষের মনের অস্থিরতা দেখিয়া আমি
তিশায় ভীতা হইলাম, এবং কি হইয়াছে, ইহা
জানত হইবার জন্য শীঘ্র বাহিরে গেলাম। পরে
খিলাম যে সাধু ও সত্যবতী গুমের মধ্যে পু-
শ করিয়াছে, এবং ককণার পুত্র বংশী তাহাদের
দেহে ঢলিয়া কএক পরনা উর্দ্ধে ফেলিয়া লুফি-
তছে, তাহাতে সাধু ও পয়সা ধরিবার জন্য যত্ন
করিতেছে। পুত্রটাদ দৌড়িয়া তাহাদের নিকটে
গেল, এবং বেত দিয়া সাধুকে দুই তিন ঘা মারিল,
রে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া ধরে আনিল।

সাধু বলিতে লাগিল, বাবা, বিরক্ত হইও
না। আমি সত্য বলিতেছি ইহাতে আমার কোন
দোষ নাই। তাহার পিতা গভীর স্বরে কহিল,
কর সাধু, তুমি আপনার দোষ লুকাইতে চেষ্টা
করিয়া কেবল পাপের বৃদ্ধি করিতেছ। তুমি দুষ্ট
পুরুষের সহিত আলাপ করিয়া জুয়া খেলা নি-
তাইলা, ইহাতে কি তোমার দোষ নাই?

এই কথাতে সত্যবতী কাঁদিতে২ তাহার ভ্রাতার
ধরিয়া বলিল, হায় দাদা! ও দুষ্ট বংশী

যদি তোমার পয়সা কাড়িয়া না লইত, তবে সকল দুর্ঘটনা হইত না। যেজাঘাত পুষ্প সাধু কিছু মাত্র কাঁদে নাই, কিন্তু তাহার ছোট ভগিনীর প্রেমিক ব্যবহার সেও উদ্দেশ্যে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

তখন পুন্ডরীক কহিল, সত্যবতি, তুমি পার্শ্বে বৈস, সাধুর সহিত আমার কিছু আছে। ইহাতে সত্যবতী পিতার আজ্ঞা করিয়া কুলমণির বক্ষঃস্থলে হেলান দিয়া বসি থাকিল। পুন্ডরীক সাধুকে জিজ্ঞাসিল, বালকের সহিত কি জন্য বেড়াইতেছিল।

সাধু উত্তর করিল, আমি তাহার নিকটে নাই বাবা; সে আমাদের নিকটে আসিয়া আমাদের সঙ্গে বেড়াইতে লাগিল। পুন্ডরীক কহিল, তবে তুমি তাহাকে একেবারে ছাড়িয়া কেন দৌড়িয়া আইলা না? সাধু বলিল, ও আমার পয়সা গুলি তাহার নিকটে ছিল; আমি পাঠশালায় পুরস্কারার্থে চারিটি পাইলাম, সে পয়সা আমার হাতহইতে কাড়িয়া লইল। পুন্ডরীক কহিল, সাবধান সাধু, আমি না স্বচক্ষে দেখিলাম যে তুমি পয়সা লইয়া জুয়া খেলা করিতেছিল। সাধু বলিল,

আমি তাহা কখন করি নাই; বংশী তো
করিয়াছিল, আইস, আমরা সঙ্গরসন খেলা করি;
তাহাতে তোমার কপালে যদি থাকে, তবে তুমি
আপনার চারিটি সুদ্ধ আমার চারিটি পয়সাও
স্বাক্ষর করিতে পারিবা; কিন্তু আমি তাহা না করি-
য়া কেবল আপনার পয়সা পুনরার তাহার হাত-
হইতে কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিতেছিলাম।

এই কথা শুনিয়া পুন্ডরীক বলিল, ভাল সাধু,
আমি তোমাকে যেরূপ দোষী বোধ করিয়া-
ছিলাম, তাহা তুমি নও, এই জনে, ঈশ্বরের
মনবাদ হউক। তথাপি তুমি যে কোন কারণে
এই দুই বালকের সহিত এক নিমেষ পর্য্যন্ত ছিলে
ইহাতেই অবশ্য তোমার অপরাধ হইয়াছে,
কেননা লেখা আছে; “পাপের ছায়াহইতেও দূরে
থাক।” এবং পয়সা পাইবার জন্যে যদি তো-
মাকে ঈশ্বরের আত্মা লঙ্ঘন করিতে হয়, তবে
সে পয়সা তখনি ছাড়িয়া দেওয়া উচিত; আরও
দেখ, বংশী তোমাহইতে দ্বিগুণ বড় ও বলবান,
অতএব তাহার নিকটহইতে তুমি বল করিয়া
আপনার পয়সা পুনরার লইতে কি পুকারে আশা
করিয়াছিলে? আমি তো বলি, পয়সা গিয়াছে,
ভাল হইয়াছে।

সাধুর মাতাও সেই রূপ তাবিয়া বলিল।
 সাধু, তুমি যদি একেবারে সে পরমা ত্যাগ ক
 ঘরে আনিতা, তবে ভালই হইত। তোমার পিতা
 তোমাকে কতবার বলিয়াছেন, যে বংশির স
 কোন কাপে আনাগ করিও না। তুমি স
 কাপে জাল, তাবৎ মন্দের মূল প্রশাশা, তাহা
 আমার ভয় হয়, তুমি ঐ পরমা গুনিম আ
 পুরজ্ঞান কর।

সাধু উত্তর করিল, না মা, আমি পরমা
 পুরজ্ঞান করি না, কিন্তু বংশী যে তাহা বল
 আমার নিকটইহঁতে নহিল, এই জন্যে
 রাগ করিয়া পুনবার আপনার পরমা নহঁতে
 করিলাম। মা, ইহাতে বল দেখি, বংশির
 দোষ হইয়াছে কি না ?

ফুলমণি বলিল, তাহার দোষ অবশ্য থাকি
 কিন্তু তদ্বারা তুমি যে একেবারে নির্দোষী
 বলা যায় না। তুমি আজি প্রাতঃকালে
 প্রার্থনা করিয়াছিল, হে পরমেশ্বর, আমা
 পরীক্ষায় আনিও না; তথাপি তুমি আপ
 পরীক্ষাহলে গেলা, এবং তোমার পিতা তোমা
 দেখিয়া যদি সেহানহঁতে টানিয়া না আনিতেন
 তবে কি জানি শেষে তুমি জয়া খেলা করিতেন

ভারস্তু করিতা, এবং তাহার পরে অন্যান্য
ভারি.পাপে পতিত হইত।

মাতার এই কপ কথা শুনিয়া সাধু আর আপ-
নাকে নির্দোষি করিতে চেষ্টা না করিয়া বলিল, ও
মাদা, এবার আমাকে ক্ষমা করুন, আমি এমনত
কর্ম আর করিব না।

তখন পুন্মচাঁদ ও কুলমণি সাধুর হাত
ধরিয়া তাহাকে ভিতরের কুঠরীতে লইয়া গেল।
ইহাতে সত্যবতী সান্ত্বনা পাইয়া চক্ষুর জল মুছি-
য়া আমাকে কহিল, যেম সাহেব, এখন বাপ মা
সাধুর সহিত প্রার্থনা করিবেন, এবং ঈশ্বর যেন
তাহাকে ক্ষমা করেন এই যাচ্ঞা করিবেন, তাহার
পর তাঁহারা সকল চুকাইয়া দিয়া পুনর্বার তাঁ-
হাকে পুন্ম করিবেন। আমরা যখন কোন
দোষ করি, তখন বাপ মা এই রূপে আমাদের
সহিত প্রার্থনা করেন।

হে বহুদেশীয় খ্রীষ্টিয়ান পিতা মাতা সকল!
তোমরাও যাইয়া তজপ কর।

আমি দেখিলাম, যে উক্ত ঘটনাদ্বারা পুন্ম-
চাঁদ ও কুলমণির মন কিছু অস্থির হইয়াছে, অত-
এব এখন বিদায় হওয়া ভাল বুঝিয়া আমি
নিঠাই গুলিন সত্যবতীর হাতে দিয়া কহিলাম,

তোমার পিতা মাতাকে আমার সেলাম দি
ইহা বলিয়া আমি বাটীতে ফিরিয়া গেলাম।

ছেল্যাদের অমর আত্মাকে সুপথে লও
এই যে গুরুতর ভার ঈশ্বর পিতা মাতাগণের
অর্পণ করিয়াছেন, ইহা যদি তাহারা ভাল
নিবাহ করিত তবে কেনন আনন্দজনক হই
ছে পিতা ও মাতা সকল। তোমাদের সম্বন্ধে
ভাল মন্দ শিক্ষার বিষয়ে তোমরা ঈশ্বরের
জ্ঞাতে দাযী হইবা, ইহা নিশ্চয় জ্ঞাত হও।
এবং আমি বিনতি করি, তোমরা আপনাদের
ছেল্যাদিগকে শাসন কর, তাহাদের নিমিত্তে
র্থনা কর, তাহাদিগকে মাধ্য পর্য্যন্ত মননহী
রক্ষা কর, কিং পাপ ও কিং পুণ্য ইহা তা
দিগকে জ্ঞাত করাও, এবং বিশেষরূপে আপন
এমত সদ্যবহারী হও, যে তাহারা তোমাদে
সংক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের অনুকারী হই
সতত চেষ্টা করে।

মঙ্গ অধ্যায়।

পর দিবস অতি পুত্ৰ্যে ছোট নবীন ও
হার মাতা আমার ঘরে উপস্থিত হইল। আমি

তখনি আমার দরজীকে বলিলাম, এই বালকের জন্যে শীঘ্র চারি যোড়া চাপকান ও গাজায়া কিনাই কর। যখন দরজী চাপকান বানাইবার কারণ নবীনের গায়ের মাপ লইতে লাগিল, তখন আমি তাহার অহঙ্কার দেখিয়া হাস। সম্বরণ করিতে পারিলাম না; কেননা সে দীনভীন বালক এক ছেঁড়া নেকড়া ব্যক্তিরেকে আর কোন বস্ত্র কোন পরে নাই, অতএব সে দরজীর হাতে সড়ক পড় এবং লাল সানু দেখিয়া বোধ করিল যে এক পরিয়া আমি একেবারে দাবু হইব।

ককণা ভারিতা ও মনোদুঃখিনী হইয়া বিরত থাকিল; কিন্তু খাটের চাদর গুলিন যখন তাঁজ পরিয়া ঘরে লইয়া যাইতেছিল, তখন সে বলিল, নেন সাহেব, আমি নবীনকে একেবারে আপনাকে দিলাম; সে আর আমার সম্ভান নহে, এখন সে আপনকার হইল। তাহার বিষয়ে আমার আর কোন ভাবনা নাই; কেবল এই নিবেদন করি, যে আপনি আমার নিমিত্তে কখনই ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিবেন।

আমি উত্তর করিলাম, ককণা, যে দিবস তুমি গির বাটিতে থাকিয়া তাহার গোলাপ চারা করিয়াছিল, সেই দিবস অবধি আমি ঈশ্বরের

স্থানে তোমার জন্যে প্রার্থনা করিতেছি ;
আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে তুমি ইহার
সত্য খ্রীষ্টিয়ান হইয়া আপন স্বামির
মুখে বাস করিবা । এখন ভাল মনে পড়িল
কি কল্য রাত্রিতে ঘরে আসিয়াছিল :

ককণা বলিল, মেন সাহেব, কল্য কি মে
আইসে ? কিন্তু আজি সন্ধ্যার সময়ে দে আ
পুনর্ব্বার ভোজনের নিমিত্তে বাকড়া করিলে,
হাতে ভাত যদি থাকে তবে ভাল, নতুবা
বার আমাকে খার খাইতে হইবে ।

আমি কহিলাম, অদ্য তোমার খার খাই
কোন আবশ্যক নাই ; তোমার কাছে তো এ
টাকা আছে, তাহাতে ভাল মাছ কিনিয়া
রুপে ব্যঞ্জন রাখিয়া রাখ । এখন আমার
এই পুতিজ্ঞা কর যে এবার তুমি বাটা পারি
ও পরিপাটি করিবা, ও তোমার স্বামী যি
আসিলে তাহার সহিত মিষ্ট কথা কহিয়া
মুখে সাক্ষাৎ করিবা ; এমত করিলে সেও অদ্য
তোমার সহিত কোমল ব্যবহার করিবে । আমার
এই কথা সত্য হয় কি না, তাহা দেখিও ।

ককণা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,
মেন সাহেব, আপনাকে সন্তুষ্ট করিবার জ

আমি আপনকার পরামর্শ মতে চলিব; কিন্তু আমার স্বামী কখন ভাল হইবে না, তাহা আমি নিশ্চয় জানি।

আমি কহিলাম, এমনত কথা বলিও না, চেষ্টা-
রা পু্য সমস্ত কর্মই সিদ্ধ হয়। আর ইহাও
স্মরণে রাখিও, ইশ্বরের অসাধ্য কিছুই নাই।

ককণা বিদায় লইয়া গেল, কিন্তু সে পুনর্বার
ফিরিয়া আসিয়া বলিল, যেম সাহেব আমি বড়
লিয়াছি, প্যারীর ভারি ব্যামোহ হইয়াছে, এবং
সে আমাকে বলিয়াছিল, যে তুমি ইহা যেমন
সহ্যবকে জানাইয়া এমন নিবেদন করিও, যেন
তিনি আমাকে দেখিতে একবার আইসেন।

ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম, আহা! এই
কয় পূর্বে সম্বাদ পাইনে ভাল হইত। সে বাহা
উক, আজি সন্ধ্যাকালে আমি তাহাকে অবশ্য
দখিতে যাইব।

যে অবধি প্যারীর সহিত আমার জ্ঞান শুনা
ইয়াছিল, সেই অবধি আমি বারং তাহার ঘরে
হইতাম, এবং তাহার সহিত অনেক কথোপকথন
করিতাম, তদ্বারাই কেবল তাহার পুতি আমার
পূনের বৃদ্ধি হইত। অতএব সন্ধ্যাকাল উপস্থিত
হইলে আমি প্যারীর নিমিত্তে কএকটি ডানিন

আয়ার হাতে দিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া খ্রীষ্ট
মানদের গুহ্মে গেলাম।

আয়ার বিষয়ে কিছু লিখিতে হইল। সে
খ্রীষ্টীয় ধর্মের মধ্যে অনেক দোষ দেখাইত, যে
যে অবধি ফুলমণির সহিত আমাদের পরিচয়
হইয়াছিল, সেই অবধি দেখিতাম, যে ক্রমে
কোন মিথ্যা আপত্তি না করিয়া অতিশয়
হইয়াছে। আরও শুনিতে পাইলাম, যে সে
আর অজ্ঞাতনামে অনেকবার ফুলমণির গৃহে
ইয়া থাকে, এবং সাধু ও সত্যবর্তী যে তা
বাসাতে নিত্য আসিয়া হালুয়া ও কুচি
খাইত, তাহা আমি স্বচক্ষে দেখিতাম। উহা
লক্ষণদ্বারা এবং সকলের পুতি আয়ার কে
আচার ব্যবহার দেখিয়া আমি বোধ করিতাম
যে ঈশ্বরের আত্মা তাহার মনেতে আপন
রূপ বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত করিতেছেন।
এমত দেখিলেও আমি সে বিষয়ে আয়াকে
কিছু বলিলাম না; কেননা পূর্বে যখন তাহা
খ্রীষ্টীয় ধর্মের বিষয়ে কোন কথা কহিতাম, তা
সে আমাকে আপন কর্তী জানিয়া ভয় পূর্ণ
কখনও সকল কথায় মোখিক বাক্য করিত, কি
বাস্তবিক তাহার মনেতে অনেক পুকার আপ

শাকিত। ইহা জানিয়া আমি বোধ করিলাম, যে
আমা অপেক্ষা ফুলমণি ও তাহার ছেলারা আমার
নাক্ষে উত্তম শিক্ষক হইবে। কিন্তু সে যেন
দীর্ঘায় ধর্ম মনোনীত করে, এই অভিপ্ৰায়ে আমি
দুর্ভদ্রা তাহাকে প্যারীর ন্যায় পুরুত ধার্মিক
খ্রীষ্টিয়ানদের নিকটে লইয়া যাইতে চেষ্টা করি-
তাম; কারণ আমি ভালরূপে জ্ঞাতা আছি যে
লোকেরা আমাদের কথাদ্বারা নয়, বরং ভাল
কর্মদ্বারা ধর্মের বিষয়ে সত্য শিক্ষা প্রাপ্ত হয়।

পরে আমি প্যারীর ঘরে উপস্থিত হইয়া
দেখিলাম, ফুলমণি দাবায় বসিয়া আপন বৃদ্ধা
বন্ধুর জন্যে কিছু সাগুদানা পাক করিতেছে।
বৃদ্ধা প্যারী পীড়া পুযুক্ত অতিশয় দুর্বলা হইয়া-
হিন, তথাপি সে আমাকে দেখিবামাত্র পুরুত
বদনে কহিতে লাগিল, মেম সাহেব, আমার এই
পীড়া কখন ভাল হইবে না; বোধ হয়, এই বার
আমি আপন স্বর্গস্থ পিতার বাটীতে যাইব।

তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, প্যারি, যদি
ঈশ্বরের এমত ইচ্ছা হয়, তবে তুমি যাইতে
আহলাদিত হও কি না?

সে উত্তর করিল, আহা! স্বর্গে যাইতে অবশ্য
আহলাদিত আছি। মেম সাহেব দেখুন, আমি

হেথায় এই ক্ষুদ্র কুঁড়ে ঘরে বাস করি, মে
যীশুর সহিত রাজত্ব করিব; হেথায় আমি দু
শরীর প্রাপ্ত হইয়া পাপিষ্ঠ স্বভাব পুষ্ট নি
ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ করি। সেথায় এই
শরীর অনশ্বরতাকপ বস্ত্র পরিধান করিলে তা
ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে নির্দোষী হইয়া দাঁ
ইব। আহা যেম সাহেব! স্বর্গেতে পাপ নাই
অতএব যে স্থানে পাপ নাই সে কেনন সু
স্থান হইবে!

আমি বলিলান, হাঁ প্যারি, এ কথা সত্য হই
কেননা এই পৃথিবীতে পাপ তাবৎ দুঃখের মূল
কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি মৃত্যু
কপ উপত্যকার মধ্য দিয়া গমন করিতেছ, অ
এব যে পুতু তোমাকে পাপের বশহইতে
করিয়া স্বর্গ লাভের আশা দিয়াছেন, তুমি
এখন তাঁহাকে অতিশয় প্রিয়জ্ঞান কর?

প্যারী বলিল, আহা! যেম সাহেব, আমার
ভ্রাতৃকর্তা দশ সহস্র জনের মধ্যে অগুণ্ণ্য! তিনি
সর্বতোভাবে মনোহর; তিনি আমার সহি
থাকিয়া আমাকে সাহায্য করিতেছেন, ও তাঁহা
মৃত্যু ব্যতিরেকে আমার আর কোন ভরসা নাই
হে যীশু! ধন্য তোমার নাম. যে হেতুক তাঁ

স্বাপন বহুমূল্য রত্নদ্বারা আমাকে শয়তানের
হাতছাড়া ক্রয় করিয়াছে! হে যীশু! তোমার
অমূল্য আশ্চর্য পোষ; সেই পোষের কি পর্যন্ত
মিতা ও পুণ্যশ্রুতি ও গভীরতা এবং উচ্চতা,
এহা কে বর্ণনা করিতে পারে?

প্যারী অতিশয় উৎসাহ পূর্বক এই সকল
কথা কহাতে বলহীন হইয়া বালিশে পাড়িল, ইহা
কিথিয়া আমার আয়া তাহার জন্য একটি ডা-
লিমের দানা খুলিয়া দিতে লাগিল। প্যারী
তার হাতছাড়া সেই ডালিম লইল, পরে
তার মুখের পুতি তাকাইয়া অতিশয় চিন্তিত
হইয়া বলিল, আয়া গো! তুমি বুঝি খ্রীষ্টিয়ান
নও? আয়া বলিল, না, আমি মুসলমান।

ইহা শুনিয়া ঐ বৃদ্ধা খ্রী উঠিয়া বলিয়া বলিল,
ও গো আয়া! তুমি যদি খ্রীষ্টিয়ান নও, তবে
আমার কথা শুন! আমার অবশিষ্ট মরকিঞ্চিৎ
কম আছে, তদ্বারা আমি এই সাক্ষ্য দিব, যে
যীশু যীশু খ্রীষ্ট সত্য ভ্রাতৃকর্তা, আর আমি যে
তোমার সাক্ষাতে ইহা বলিতে সুযোগ পাইলাম
তাহার নিমিত্তে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিব। আয়া
আমার পুতি দৃষ্টি কর, দুই তিন দিনের মধ্যে
লোকেরা আমাকে কবর দিতে লইয়া যাইবে,

কিন্তু তাহাতে আমার কোন ভয় জন্মিতেছে
 বরং আনাকে যদি কেহ এই জগতে থাকি
 হেতু লোভ দেখাইয়া সহস্র ২ টাকা দেয়, তখন
 আমি মরিতে ইচ্ছা করি। কি জন্যে আমি
 এমন ইচ্ছা আছে, তাহাও বলি। আমি যে
 ধর্ম কর্ম করিয়া স্বর্গ লাভ করিয়াছি তাহা
 ও আরা! তোমাদের কোরাণে এই রূপ
 আছে, তোমরা ধর্ম কর্ম করিও তাহাতে
 পুণ্য হইবা; কিন্তু যদি গাপ কর, তবে
 নিকিণ হইবা। এই উপায় ভিন্ন মুসলমান
 মধ্যে ত্রাণ পাইবার আর কোন উপায়
 অতএব আরা, তুমি বুঝিয়া দেখ, এমনত
 আদেশ ধরিয়া ঈশ্বর যদি আমাদের নি
 করেন, তবে কে তাঁহার সম্মুখে নির্দোষী হই
 তুমি এবং আমি সে বিচারস্থানে কখন দাঁড়াই
 পারিব না, কেননা সকলেই গাপ কর
 ঈশ্বরের নিকটে দোষী হইয়াছে। আমরা
 পনাপ্রাপনি কোন ভাল কর্ম করিতে পারি
 অতএব মনুষ্যেরা যাহা করিতে অক্ষম এমনত
 না করিলে তোমাদের পয়গম্বর তাহাদিগকে
 দিতে পারেন না। যদি কেহ এক জন খোঁ
 ব্যক্তিকে বলে, তুমি এখনি লক্ষ দিয়া বেড়া

বেড়াইলে তোমাকে কাটিয়া ফেলিব; কিহ্মা
 জন অন্ধকে যদি বলে, তুমি নিকটস্থ অটা-
 ককা দেখিয়া তাহার একটি অবিকল নক্সা
 আঁকা দেও, না দিলে তোমার প্ৰাণ নষ্ট করিব;
 চেষ্টা কর, এই মনুষ্যেরা প্ৰাণের ভয়ে কি
 দিতে কিহ্মা নক্সা ভুলিতে পারিবে?
 না; সুতরাং তাহারা উক্ত কৰ্ম্ম করিতে
 বাধ্য হইয়া অশক্ত জানিয়া মরিতে প্ৰস্তুত
 হইবে। সেই কাণে মহম্মদ পরগঙ্গর ভাল কৰ্ম্ম
 তোমাদিগকে আর কোন ভাণের উপায়
 পাইতে পারেন নাই, অতএব যদি তোমাহঁতে
 সশিষ্ট বৰ্ম্ম কৰ্ম্ম না হয়, তবে নরকবত্তনা ভুগিতে
 প্রস্তুত থাকিও। কিন্তু আর একটি কথাও আছে;
 কোন মুসলমানেরা বলিয়া থাকে, পরমেশ্বর
 প্রতিশ্রুত দয়ালু, অতএব তিনি আমাদের পাপ
 ক্ষমা করিবেন। ইহাতে আমি বলি, পরমেশ্বর
 যদি পুণ্যশিষ্ট বিনা একটিও পাপ ক্ষমা
 করেন, তবে তাহার এক প্রধান গুণ নষ্ট হয়।
 সেই গুণ কি? ন্যায় বিচার। ইহার দৃষ্টান্ত
 এই; এই জেলার জজ সাহেব চোর
 গাছাইতদের ক্রন্দন ও বিলাপ শুনিয়া যদি এক
 নিকেও ছাড়িয়া দিতেন, তবে কি লোকেরা

তাঁহার প্রশংসা করিত? না, কোন প্রকারেই
বরং তাঁহাকে অকর্মণ্য বিচারকর্তা বুঝিয়া কো
নির নিকটে এই আবেদন করিত, আনাদের
এক জন ভাল জজ সাহেবকে পাঠাইয়া দি
নতুবা দস্যুদের দল ক্রমে ২ বৃদ্ধি হইবে। উ
সুন্দররূপে বোধ হইতেছে যে দ্বর্গের ও পু
নহুৎ বিচারকর্তা অন্যায় পূর্বক কখনও ক
পাপ কমা করিবেন না।

এই সকল কথা বলিবার সময়ে আয়া পা
পুতি তাকাইয়া অতি অনোযোগ পূর্বক শু
কিন্তু আমি দেখিলাম যে প্যারী বড়
হইতেছে, এই জনে তাহাকে ক্ষান্ত হইতে
লাম। কিন্তু সে বলিল, না মেম সাহেব, না
হইব না। আমি আয়াকে কেবল মুসল
ধর্মের দোষ দেখাইয়াছি, অতএব এখন আর
খ্রীষ্টীয় ধর্মের মহৎ গুণ প্রকাশ করিতে দিউ

সে সময়ে ফুলমণি সাগু রাঁধিয়া ভি
আনিলে প্যারী তাহা কিছু খাইয়া সবল হই
পরে সে বলিতে লাগিল, শুন আয়া, শুন।
খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর, এবং দ
সাগর; অতএব তিনি জানিলেন যে সকল
যেরা পাপিষ্ঠ স্বভাব পুণ্ড্র ঈশ্বরের অ

পালন করিতে না পারিয়া নরকে পতিত হইবে;
 ততএব তিনি যেন আপন গুণ দিয়া পাপি
 লোকদের পুরশ্চিত্ত করিতে পারেন, এই অভি-
 য়ে তিনি স্বর্গহইতে নাগিয়া মনুষ্যদেহ ধারণ
 করিলেন। তিনি স্বয়ং ধার্মিক হইয়া অধার্মিক-
 দের পরিবর্তে গুণদণ্ড ভোগ করিলেন। আরো
 কিছু খুঁটি ভিন্ন এমনতর মহৎ পুরশ্চিত্ত কোন
 ক্রমে করিতে পারে না, কারণ প্রত্যেক মনুষ্যকে
 আপন পাপের হিসাব দিতে হইবেক। স্বর্গের
 তেজাও পাপের পুরশ্চিত্ত করিতে পারে না,
 তেজাও দত্তেরা ঈশ্বরের সৃষ্ট গুণী নাত্র। কিন্তু
 খুঁটি জগতের তাবৎ দেশীয় লোকদিগকে
 সাধু করিতে চাহিলেন, এই জন্য তাঁহার যে
 গুণ কোটিং লোকদের পুণ্যহইতেও বহুদূর
 হইয়া তিনি উৎসর্গ করিয়া ঈশ্বরের নিকটে আত্মা-
 গের সকল পাপরূপ ঋণ আদায় করিলেন।
 আয়া! এমনতর আশ্চর্য্য পুণ কোথা পাইবা?

যীশুর প্রেমের তুলনা দিব কিম্বে?

খুঁজিলে এমন মিলিবে না কোনো দেশে!

তু আপন শত্রুদের নিমিত্তে মরিলেন; যে কোন
 ক্রি ইহা স্বীকার করিয়া এমনতর পুর্থনা করে,
 ঈশ্বর! আমি দীনহীন ও পাপী, কেবল যীশুতে

আমার বিশ্বাস আছে, তিনি আমার ধার
শোধ করিয়াছেন, অতএব এখন তাঁহার ও
নিমিত্তে আমার পাপ মার্জনা কর; ঈশ্বর
ব্যক্তির পাপ সকল ক্ষমা করত তাহাকে
বান জ্ঞান করিয়া গ্রাহ্য করেন।

পরে প্যারী আমাকে উৎসাহ পূর্বক বলি
ও আয়া, তুমি খ্রীষ্টিয়ান হও! যীশুর
বিশ্বাস কর; তিনি যে তোমার পাপের
ক্ষতি করিয়াছেন তাহা স্বীকার কর। তিনি
আমারই পাপের ভার লইয়াছেন, তাহা
নিশ্চয় জানি, এই জন্যে আপন বিচার
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার কিছু ভয়
তিনি আমাকে দোষি করিবেন না, কেননা
আমার ঙ্গণকর্তা, ও আমার দোষের নি
পূর্বে দণ্ড ভোগ করিয়াছেন। না আয়া, আমি
করি না, বরং উল্লাসিতা হই, কারণ যীশু
আমাকে এই কথা কহিবেন, আইস হে অ
পিতার অনুগ্রহের পাত্র, তোমার জন্যে জগৎ
পত্তন অবধি যে রাজ্য প্রস্তুত করা
তাঁহার অধিকারিণী হও। ও আয়া, হও
তোমার সহিত যেন আমার সাক্ষাৎ হয়,
আমি অতিশয় অভিলাষ করিতেছি।

আয়া এই কথা শুনিয়া বড় ক্রন্দন করিতে
লিল, ওগো মা, তুমি ও ফুলমণি ও ফুলমণির
সঙ্গে ছেলারা পর্যন্ত সকলে মিলিয়া আমাকে
খুঁটিয়ান করিলা; কিন্তু আমি খুঁটিয়ান
কি না, তাহা এখন বলিতে পারি না। সে
হউক, তোমার মৃত্যুর ন্যায় যদি আমারও
হয়, তবে আমার বড় সৌভাগ্য।

প্যারী বলিল, ও গো আয়া। যদি ধার্মিক নো-
দার ন্যায় সুস্থির মনা হইয়া মরিতে বাঞ্ছা কর,
তবে বিশ্বাস কর। এই কথা বলিয়া সে অচেতন
হইয়া বালিশের উপরে পড়িল।

তখন আমি প্যারীর ব্যামোহের বিষয় কুল-
মণিকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, তাহাতে সে
বলিল; মেম সাহেব, আপনি কল্য যেরে গেলে
প্যারী আমাকে ডাকিয়া পাঠাইল। আমি
এখানে আসিয়া দেখিলাম, সে সমস্ত দিন জ্বর
ভোগ করিয়াছে, তথাপি কাহাকে কিছু বলে
নাই। তাহাতে আমি পাদরি সাহেবের নিকটে
সমাচার দিবার জন্যে তখন সাধুর বাপকে
পাঠাইয়া দিলাম। সাহেব প্যারীর ধার্মিক
আচরণের বিষয় এখানকার ইংরাজ ডাক্তর সা-
হেবকে বলিতে তিনি অদ্য পাতঃকালে আসিয়া

তাহাকে অনেক প্রকার ঔষধাদি দিয়াছি
বটে; কিন্তু তিনি পাদরি সাহেবকে বলিলে
প্যারী অতিশয় বৃদ্ধা হইয়াছে, বোধ হয় সে
পীড়াহইতে সুস্থ হইতে পারিবে না। ফুল
আরো বলিল, পাড়ার প্রায় সকল স্ত্রীলোকে
অদ্য এখানে আসিয়া প্যারীর কিছু কৰ্ম করি
দিয়াছে, তাহাতে সে এক মুহূর্ত্তও একাকী থা
নাই; কল্য আনি নবস্ত রাতি তাহার নিদ্রা
ছিলান, এবং অদ্য রাতিতে রাণী আসিয়া এখ
থাকিবে, ইহা সে আমাকে বলিয়াছে।

রাণীর কথা শুনিয়া আনি জিজ্ঞাসিলাম, ফু
লনি, রাণী এখন কি রূপ ব্যবহার করিতেছে
আনি প্রায় তাহাকে দুই মাস পর্যন্ত দেখি না।

ফুলমনি বলিল, মেম সাহেব, রাণী এখন অ
উত্তম আচার ব্যবহার করিতেছে; বোধ হয়
নূতন জন্ম প্রাপ্ত হইয়া সত্য খ্রীষ্টিয়ান হইল।
আমাকে অনেক বার বলে, মেম সাহেবে
শিক্ষাদ্বারা আমার বিস্তর উপকার হইয়াছে
এবং মেম সাহেব, কেবল রাণীর উপকার হ
য়াছে তাহা নয়, এই গ্রামের মধ্যে অনেক লোক
আপনকার উপদেশ শুনিয়া পূর্ণাঙ্গা এখন

আমি উত্তর করিলাম, আগাদের নয়, কিন্তু
 রমেশ্বরের অনুগ্রহ ও সত্যতার নিমিত্তে তাঁ-
 র নামের মহিমা বৃদ্ধি হউক! তথাপি কুন-
 মনি, তোমাকে খোশামদ করিতে না চাহিলেও
 আমি এই কথা বলিব; যে স্থানে আমি ধর্ম-
 রস বীজ বপন করিয়াছি, সে স্থানে তুমি যদি
 উন্নত পরামর্শ ও পুণ্যনামের জল নেচনদ্বারা
 তাহা সিক্ত না করিতা, তবে বোধ হয় সে বীজ
 ফলিত না হইয়া নষ্ট হইত। হায়! আগাদের
 মাজালা দেশস্থ মণ্ডলাগণের মধ্যে যদি অনেক
 ধার্মিকা স্ত্রীলোক থাকিত, তবে তাহাদের দ্বারা
 খ্রীষ্টিয়ান লোকদের সংখ্যা কেমন শীঘ্র বৃদ্ধি
 হইত। যে স্ত্রীলোকেরা অজ্ঞান ব্যক্তিদের শিক্ষা
 দিতে ও দুর্বল শিষ্যগণের সাহায্য করিতে পারে,
 মণ্ডলীর মধ্যে এমন স্ত্রীলোকদের অভাব আছে।
 হিন্দুদের সহিত আমাদের পুতিদিন সাক্ষাৎ
 হয়, অতএব তাহাদিগকে কিছু শিক্ষা দেওয়া খ্রীষ্টি-
 য়ান স্ত্রীলোকদের উচিত। তাহারা যদি এমনত
 করিত, তবে বোধ হয় হিন্দুরা ইংরাজদের কথা
 অপেক্ষা স্বদেশীয় লোকদের কথা উত্তমরূপে
 গুনিত; সুতরাং তাহারা মনে করিবে, পূর্বে
 হিন্দুরা আমাদের ন্যায় হিন্দু ছিল, এখন বুদ্ধি

পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে যে নূতন ধর্ম পু-
তন ধর্মহইতে উত্তম।

ফুলমণি বলিল, মোম সাহেব, একথা সত্য
কিন্তু এই দুঃখের বিষয় যে মণ্ডলীর মধ্যে আ-
শ্রীলোকেরা ধর্মকে পুণ্ড্রজ্ঞান করে না, তা-
হারা পরকে কি পুকারে শিক্ষা দিবে? খ্রী-
ষ্ট ধর্ম কেমন সুমিষ্ট ইহা যদি আপনারা আশ্রয়
করিয়া দেখিত, তবে তাহারা অবশ্যই
লোকদিগকে সেই পথে আনিতে চেষ্টা করিত।
আ মোম সাহেব! চিকিৎসকদ্বারা ভয়ানক রোগ
হইতে মুক্ত হইয়া পরের নিকটে তাহার পুন-
না করে, এমনত কোন ব্যক্তি আছে? তেজ
যে মনুষ্য মহাচিকিৎসক কর্তৃক পাপ র-
োগহইতে উদ্ধার হইয়া মনের সান্ত্বনা পায়
যাছে, সেই মনুষ্য অন্য পাপি লোকদের নিক-
তাহার গুণ অবশ্য কীৰ্ত্তন করিবে। অতএব
শুনিত পাই যে অনুক খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের বিজ্ঞ-
কাহাকে কিছু বলে না, তবে আমি মনে২ তা-
সে ব্যক্তি কোন পুকারে পুণ্ড্র খ্রীষ্টিয়ান নহে।

আমি কহিলাম, ফুলমণি, তুমি ভাল বলিয়া
কেননা যদিও কোন খ্রীষ্টিয়ানেরা তাঁহা
সম্ভাব্যমাত্র ধর্মের বিষয়ে কথা কহিতে কিছু

এরে, তথাপি যখন পাগিরা পুকাশ রূপে
ঈশ্বরের আত্মা লঙ্ঘন করে, তখন এমনত ভীক
ক্লিগণও চূপ করিয়া থাকিতে পারে না।

আমাদের কথোপকথনের সময়ে বৃদ্ধা প্যারী
হারতর নিদ্রা গিয়াছিল; অতএব তাহার ভাল
সমা হইতেছে, ইহা দেখিয়া আমি কেবল তাহার
লুপ্ত সামগ্ৰী কিনিবার কারণ কুলমগির হাতে
ইটি টাকা দিয়া বিদায় হইলাম। পথের
মাঝে যাইতে২ আমি ইহা ভাবিলাম, যীশু
আপন লোকদিগের পুতি যে অঙ্গীকার করিয়া
ছেন, “আমি তোমাদের স্থানে শান্তি রাখিয়া
নাইতেছি, আমি নিজের শান্তি তোমাদিগকে
দান করিতেছি, জগতের লোক যেমন দান করে
আমি তদ্রূপ দান করি না; তোমরা মনোদুঃখী
ও ভীত হইও না,” যোহন ১৪।২১। এই অঙ্গী-
কার তাহার দাসীর পুতি কেমন আশ্চর্যরূপে
সফল হইতেছে।

পরে ককণার ঘর দিয়া আমাকে যাইতে
হইল, অতএব তাহার স্বামী ফিরিয়া আসিয়াছে
কি না, ইহা দেখিতে আমি ভিতরে গেলাম।
তথায় গিয়া দেখিলাম, বংশির পিতা দাবায়
ভাজন করিতেছে, এবং তাহার স্ত্রী তাহার নি-

কটে বসিয়া নবীনের কণ্ঠের বিষয়ে এবং আ
বড় কোঠা ঘরের বিষয়ে তাবৎ বৃত্তান্ত
ভেছে। আমাকে দেখিবা মাত্র ককণা
উঠিয়া একটা নূতন মোড়া বাহিরে আনিয়া বসি
মেন সাহেব, আপনি যে টাকাটি দিয়াছিল
তাহা ভাঙ্গাইয়া চারি পয়সা দিয়া পুথনে
মোড়াটি কিনিলাম, যেন আপনি এখানে আ
বসিবার স্থান পান।

এ ক্ষুদ্র বিষয় ছিল বটে, তথাপি ইহা শুনি
আমি বড় সমুপ্ত হইলাম, কেননা তদ্বারা
গেল যে ককণা আমাকে দেখিতে অতিশয় ই
আছে। কিন্তু তাহার দামির সহিত অন্য
হইয়াছে, অতএব তাহাদের কাছে থাকা
আমার উচিত নয়, ইহা ভাবিয়া আমি সেই
তাহার ঘরে বসিতে স্বীকৃত হইলাম না। তা
ককণাকে বলিলাম, তোমার নবীন আমার
থাকিতে সমুপ্ত আছে; আমি যখন বাহিরে আ
তখন দেখিলাম সে মসান্টির নিকটে ছুরি
পরিষ্কার করিতে শিখিতেছে। ইহা বলিয়া
ঘরে ফিরিয়া গেলাম।

ককণার ব্যবহার পূর্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ
হইয়াছে; ইহা দেখিয়া আমার মন অতিশয়

সম্মুখ হইল, এবং তাহার নিমিত্তে আমি ঈশ্বর-
দেব স্থানে এই প্রার্থনা করিলাম, হে পরমেশ্বর,
আপন দাসীর পুতি তোমার কৰ্ম সিদ্ধ কর,
যদি আপন হস্তকৃত কৰ্ম পরিত্যাগ করিও না।
কিন্তু ঈশ্বর কিরূপ ভয়ানক এবং দুঃখজনক ঘট-
নাদ্বারা কৰ্ণার পুতি আনিয়া এই প্রার্থনা সকল
নিরাকর করিলেন, তাহা আমি তখন জানিলাম না।

পর দিবস পুত্রুষে উঠিয়া আমি আপন রীতি-
মুতাবেক ঘরহইতে বাহিরে আসিয়া বারু সেব-
সময়ে গাড়ীতে আরোহণ করিতেছি, এমন সময়ে



হাট নবীন অতিশয় ক্রন্দন করিতে২ আমার
নিকটে আসিয়া বলিল; ও মেম সাহেব, আমাকে

যরে ঘাইতে ছুটি দেও। আমাদের পাড়ার জন ছিল। আমাকে এখনই বলিল, কাল বাজার মধ্যে দাদা জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। ইহা শুনিয়া আমি ঐ অধার্মিক ও দুষ্ট বালকের ব্যবহারে অরুণ করিয়া পরকালে তাহার কি দুর্গতি হইবে ইহা ভাবিয়া অতিশয় কল্পান্তিতা হইলাম; কিন্তু সে বিষয় নবীনকে কিছু না বলিয়া আমি তাহাকে গাভীতে চড়িয়া কোটমানের নিকটে বসি কহিলাম, এবং কোটমানকে খ্রীষ্টিয়ান পাদ্রী শীঘ্র গাভী চালাইতে আজ্ঞা করিলাম।

পরে আমি ককণার বাজীতে পৌছিয়া দেখিলাম তথায় বড় জনতা হইয়াছে, আর তাহার সহিত কএক জন চৌকিদার ও বরকন্দাজ দাঁড়াইয়া আছে। সকলে অতিশয় গোল কাটাইতেছে, ডাকাইতি, খুন ও চৌর্যের বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিল। এক জন বলিল, বা! খ্রীষ্টিয়ানের মধ্যে না কি ধর্ম আছে, তবে তাহারা এরূপ কর্ম কেন করে?

নবীন পৌছিয়া মাত্র একেবারে দৌড়িয়া যত্নে ভিতরে গেল; কিন্তু আমি জনতার মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ করিতে অনিচ্ছুক ছিলাম, এই জন্যে এক পাশে দাঁড়াইয়া ঐ গোলমানের কারণ জ্ঞাত হইবার

নিমিত্তে এক জন বরকন্দাজকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এই খাণ্ডিয়ানদের পুত্র কি ডুবিয়া মরিয়াছে?

তাহাতে বরকন্দাজ কহিল, হাঁ মেন সাহেব, তাহার মৃত দেহ আজি পুাতঃকালে ঘরে আনা গিয়াছে। কাল রাত্রিতে এক জন হিন্দুলোক ঐ হিন্দুকে সঙ্গে লইয়া মতেন্দু বাবুর ঘরে সিঁধ কাটিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। বোধ হয় বংশী নামকে পথ দেখাইবার জন্যে গিয়াছিল, কেননা সে বাবুর এক জাতি হওয়াতে তাহার গৃহের মতনই সন্ধান জানিত। সে যাহা হউক, তাহারা ইঁ জনে প্রবেশ করিয়া বাবুর স্ত্রীর সকল গহনা লুণ্ঠিত করিল। সে তখন নিদ্রিত ছিল, কিন্তু ততনা পাইয়া চীৎকার শব্দ করিয়া উঠিল, তাহাতে এক জন চোর তাহার কক্ষদেশে আঘাত করিল; এমনত সময়ে বাবুও জাগিয়া উঠিয়া চোরকে ধরিতে চেষ্টা করিলে তাহারা পলাইয়া গেল, কিন্তু বাবুও বাহির হইয়া তাহাদের পিছু ২ দৌড়িলেন। কল্য রাত্রিতে ঘোরতর জুটিকা হইয়াছিল, অতএব মাঠের মধ্যে কিছুই দেখা যায় নাই; কেবল সে স্থানে চোরদের গমনের দৃশ্য শুনিয়া বাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া তাহাদের

পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। দৌড়িতে এক জন অকস্মাৎ জলে পড়িল, এমনত শব্দ হওয়াতে বাবু জানিতে পারিলেন, মাঠের বড় পুকুরিণীর ধারে আসিয়াছি। অন্য চোরও পাকা ঘাটের শিঁড়িতে আছাড় খাইয়া পড়িল, তাহাতে বাবু তখনি তাহাকে ধরিলেন; এমনত সময়ে আমরা উপস্থিত হইয়া তাহাকে থানায় লইয়া গেলাম। কল্য রাত্রিতে আমরা বোধ করিয়াছিলাম, যে ব্যক্তি জলে পড়িল সে অবশ্য সঁতার দিয়া পলায়ন করিয়াছে; কিন্তু আজি পুাতঃকালে তাহার মৃত দেহ উক্ত পুকুরিণীতে ভাসিয়া উঠিল, এবং তাহার বাপ আসিয়া তাহাকে আপন পুত্র বলিয়া ঘরে আনিল। সে বলে, আমার ছেলের যে চুরি করিতে গিয়াছিল, তাহা আমি কিছু জানি না; সে যাহা হউক, তাহাকে একবার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সাক্ষাতে লইয়া যাইতে হইবে! আমরা যে চোরকে থানায় রাখিয়াছি, যদি সাহেব তাহাকে একেবারে কাঁসি দিতে আজ্ঞা দেন তবে বড় ভাল হয়; কেননা সে একবার পাঁচ বৎসর পর্যন্ত কয়েদ ছিল, তথাপি সে কোন পুকারে শিক্ষা পায় নাই। বাবুর স্ত্রী এমনত আশাতিতা হইয়াছে যে তাহার বাঁচা ভার, তাহাতে পুণের

ভয়ে ঐ দুষ্ট বলে, আমি তো তাহাকে কাটি নাই,
বংশী তাহা করিয়াছে। কিন্তু এ কথা নিতান্ত
মিথ্যা বোধ হয়, কেননা বংশী ছেল্যা বই তো
না, মানুষকে খুন করিতে কখন তাহার সাহস হয়
না। অতএব স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে তাহার
মস্তি লোক ঐ কৰ্ম করিয়াছে।

বরকন্দাজের নিকটে এই রূপ খেদজনক সমা-
চার পাইয়া ককণার অসহ্য দুঃখ আমি কি প্রকারে
দেখিব, ইহা ভাবিতে লাগিলাম। যরের ভিতর-
হইতে তাহার ক্রন্দন ও বিলাপের শব্দ স্পষ্ট রূপে
আমার কর্ণগোচর হইল, অতএব সে দিন অননি-
দ্রাণী ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলাম, কিন্তু শেষে
আমি মনে ভাবিলাম, এমত করা অকৰ্ত্তব্য, কারণ
এখন ককণা দুঃখে পড়িয়াছে; এই জন্যে, যদিও
তাহার নিকটে যাওয়াতে আমার ক্লেশ হয়,
কথাপি তাহাকে সাহায্য করা উচিত হইয়াছে।

এই দুর্ঘটনা যদি এক বৎসর পূর্বে হইত, তবে
আমার মনে এত দুঃখ জন্মিত না; কেবল সাধারণ
প্রশোকের মত তাহার শোক হইত, এবং তাহার
ছল্যা চোররূপে ধরা পড়াতে তাহার অখ্যাতি
হইল, কি জানি ইহাতেও তাহার দুঃখ জন্মিত;
কিন্তু পরলোকে তাহার দুর্গতির বিষয়ে সে তখ-

নই কোন চিন্তা করিত না। এখন তাহার মন-
কপ চক্ষুঃ কিছু পুসন্ন হইয়াছিল, ইহাতে সে ধর্ম-
জ্ঞান প্ৰাপ্ত হইয়া আপন পুত্রকে যে শিক্ষা দেয়
নাই, এ বিষয়ে বড় ভাবিতা হইল।

আমি কখনোকে দেখিবা না এ বোধ করিলাম,
সে অদশ্য হত্যাজ্ঞান হইয়াছে, কেননা মনের অসহ
যন্ত্রণাদ্বারা সে আপন কেশ ছিঁড়িয়া বলিতে
জাগিল, কে বলে যে আমার ছেল্য হত্যাকারী
না না, সে হত্যাকারী নয়, আমিই হত্যাকারী;
আমাকে আজিষ্টেট সাহেবের নিকটে লইয়া যাও,
তিনি আমাকেই ফাঁসি দিউন। পরমেশ্বরের
সাক্ষাতে আমি নরহত্য করিয়াছি, অতএব তিনি
যদি আমাকে একেবারে নরকে ফেলিয়া দেন,
তবে তাহা আমার উপযুক্ত শাস্তি হয় বটে।
হায়! আমি না হইয়া আপন ছেল্যের শরীর ও
আত্মা উভয় নষ্ট করিয়াছি। আমি তাহাকে গন্তব্য
পথে চলিতে শিক্ষা দিই নাই, ঈশ্বরের আজ্ঞা
লঙ্ঘন করিতে নিষেধ করি নাই; পুথনে তাহার
মনেতে রাগ, ঘেয, লোভাদি পুবল হইতে দিয়া
ছিলাম, শেষে তাহাকে কোন পুকারে উগ-
রাইয়া ফেলাইতে পারিলাম না। সে আমার
নিকটে পয়সা চুরি করিত, ও আপন ছোট ভাই-

য়ের পুতি অন্যায় করিত, তথাপি আমি সেই
 পুত্র তাহাকে একবারও বলি নাই, যে এ সকল
 করিলে তোমাকে নরকে যাইতে হইবে। হায় !
 ইহাকে কি পুত্র বলা যায়? যিক্ এমন নিষ্ঠুর
 পুত্র! তদ্বারা আমার ছেল্লা নষ্ট হইল। হায় ২।
 আমি কি করিব? লোকদের পুতি চক্ষুঃ ভুলিয়া
 আর দেখিতে পারিব না; এবং ঈশ্বরের নিকটে
 প্রার্থনা করিতে সাহস হইবে না। এই ভগ্নে
 আমার সুখ নাই, আর পরলোকেও যাইতে
 আমার ভয় হইতেছে, কেননা সেখানে আমার
 ছেল্লা তোমাকে দেখিবে, আর তাহাকে শিক্ষা
 দিই নাই বলিয়া সে আমাকে দোষ দিবে।
 হে পরমেশ্বর, তোমার আত্মাহুতে কোথায়
 যাইব, ও তোমার সাক্ষাতে হইতে কোথায় পলা-
 য়ন করিব? নবীন গো, আমি তোমার ভাইয়ের
 আত্মাকে নষ্ট করিয়াছি, কিন্তু তোমারই আত্মাকে
 হত্যা করিব না; মেন সাহেবের ভ্রম্ভে তোমাকে
 সমর্পণ করিলাম, তিনি তোমাকে উত্তম শিক্ষা
 দিবেন, আমি তাহা দিতে অক্ষম। হায়! আমার
 যে ছেল্লা থাকে আমি এমন যোগ্যপাত্র নহি।

বংশির মৃত দেহ সকলের সাক্ষাতে ঘূর্ণাই
 বস্তু ছিল বটে, তথাপি তাহার মা উক্ত কথা

বলিয়া ঐ শবের মাথা আপন কোলে রাখিয়া
তাহার মুখে চুসন করত অধিক ক্রন্দন করিয়া
বলিতে লাগিল, যে মায়ের নিষ্পাপি শিশু তাহার
বক্ষঃস্থলে পড়িয়া পুণ ত্যাগ করে, সেই মা
উল্লাস ককক! সে যখন ছোট শবকে ধুইয়া তৈল
মাখায় ও তাহার কবর সিন্দূকে ফুল ছড়ায়,
তখন সে এমত জ্ঞান ককক, আমার ছেল্যা বি-
বাহের বাটীতে যাইতেছে; ও যে সময়ে তাহার
বন্ধু বান্ধবেরা তাহার বাছাকে লইয়া কবরে
রাখে, সেই সময়ে তাহার মাও কবরস্থানে যাইয়া
আনন্দমুক্ত হউক, কারণ তাহার সন্তানের দুঃখের
শেষ হইল! সেই ছেল্যা আপন স্বর্গস্থ পিতার
স্বর্ণময় অটালিকাতে থাকিয়া পুতিপালিত হইবে;
অতএব তাহার না ক্রন্দন না ককক! কিন্তু হায়!
আমার যেপুকার পুত্রশোক, তেমন পুত্রশোক
জগতে খুজিয়া পাইব না। হায় আমার বংশি!
তুমি এখন কোথায় আছ? হায় আমার বাছা!
কে তোমার আত্মাকে নষ্ট করিল? আমি তাহা
করিলাম! আমাকে ধিক, আমি মা হইয়া আপন
ছেল্যার শরীর ও আত্মা উভয়কে নষ্ট করিলাম।

এ কথা কহিয়া দুঃখিনি ককণা আপন মনের
যন্ত্রণা আর সহ করিতে না পারিয়া একে-

দ্বারে অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িল। সেই
নময়ে একটিও শব্দ শুনা গেল না, বরং প্রত্যেক
প্রাণীলোকের চক্ষু জল ছিল করিতেছিল, ও
প্রত্যেক পুরুষ স্বর্গের পুষ্টি দৃষ্টি করিয়া মনে
প্রার্থনা করিল, হে ঈশ্বর! আগাদের পরিবারের
মধ্যে যেন এমন দুর্ঘটনা না হয়। সেই নময়ে
অবশেষে কল স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইল।

বংশির পিতা গাত রাহিতে গৃহে থাকিয়া মন
গানাদি করে নাই, ততএব কিংবা গাঢ়ভাবে
সম জলরূপে ক্ষান্ত ছিল; তথাচ সে আপন হ্রদ
ব্যায় মনোদুঃখী হইল না, কারণ মদ্যপি সে
হেলার নিমিত্তে বিস্তর কাঁদিল, তথাপি আগ-
দাকে কোন প্রকারে দোষ না দিয়া এই মাত্র
বলিল, আগরা কি করিব? ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা
তাহাই তিনি করেন। পরে ককণার অকথা দে-
খিয়া সে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাহাকে
সমিহিত্তে তুলিল; এবং আমি তাহান মুখে
দুর্শীতল জল দিয়া বিনাতীয় নম্র সুগাইয়া
তাহাকে চেতন করিতে চেষ্টা করিলাম।

কিঞ্চিৎকাল পরে সে চক্ষুঃ খুলিয়া চতুর্দিকে
দেখিতে লাগিল। তখন তাহার স্বাম বলিল,
ও গো! তুমি বড় নির্বোধ ব্যক্তির ন্যায় কথা

কাহিয়াছ। আমাদের কেবল নয়, অন্য লোক-
দের ছেলাও ডুবিয়া মরিয়া থাকে, অতএব
তাহাতে আমাদের দোষ কি? তাহা পরমেশ্বরের
ইচ্ছা। কিন্তু ককণা বলিল, না গো! আমি নিরোপ
নই। কল, আমি ধর্মপুস্তকে পড়িয়াছিলাম, যে
ঈশ্বর ধার্মিক এলির তাবৎ বংশ একেবারে
উচ্ছিন্ন করিলেন; কারণ তাহার পুত্রগণ দুষ্কারি
করিত, এবং সে তাহা জ্ঞাত হইয়াও তাহা
দিগকে নিষেধ করিত না। তুমি যদি সেই কথা
পাঠ করিতা, তবে আমাকে কখন নিরোপ
বলিতা না। সে বাহা হউক, আমি আপন স্ব-
করণের মাধ্যমে এই আমি আপনি জ্ঞানাইয়াছি
অতএব সে এখন চিরকাল জ্বলিতে থাকিবে।

সেই সময় কুলমনি মারের মাধ্যমে আমি
আমার কানে বুলিল, যেম সাহেব, দুখি
ককণার দুর্গতির বিষয় আমি জ্ঞাতা আছি বটে
কিন্তু এতক্ষণ প্যারীকে ছাড়িয়া আসিতে পারিলাম
না, কারণ তাহার বাঁচিবার আর বিস্তর সময় নাই
অতএব সে আপনাকে ডাকাইবার জন্যে আমাকে
পাঠাইয়াছে। আর যেম সাহেব, যদি ককণাকে
সেখানে লইয়া যাইতে পারেন, তবে প্যারী
নিকটে সুন্দর সান্ত্বনার বাক্য শুনিয়া বোধ হই

তাহারও মন কিছু স্থির হইতে পারিলেন। কিন্তু যে কোন রূপে আমাদিগকে জীযু কিরিয়া সাইতে হইবে, কেননা আগমনকার আয়া ব্যতিরেকে প্যারীর কাছে আর কেহ নাই; গাড়ার সমস্ত লোক বংশির গোলমালেতে মত্ত হইয়াছে।

আয়ার বিষয় শুনিয়া আমি আশ্চর্য; জ্ঞান করিয়া ভিত্তমান করিলাম, আমি আয়াকে ঘরে রাখিয়া আনিয়াছিলাম, সে এখানে কখন আইল? ফুলমণি কহিল, বোধ হয় পূর অর্ধঘণ্টা হইল, এমন যেমন শুষ্ক ভূমি আকাশের জল চুষিয়া নয়, তেমনি আয়া সেই অবধি প্যারীর মুখ হইতে জীবনদায়ক দ্রব্য অতি যত্নপূর্বক গচ্ছিত করিতেছে।

ফুলমণি এই কথা কহিতেই তাহার স্বামী পুন্মচাঁদ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তিন দিন পূর্বে পাদরি সাহেবের কোন কর্মের উপলক্ষে কলিকাতায় গিয়া এই মাত্র ঘরে গৌছিল, তাহাতে সে বংশির মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া তাহাদের বাটীতে তৎক্ষণাৎ আইল। পরে ফুলমণির নিকটে প্যারীর বিষয় জ্ঞাত হইয়া পুন্মচাঁদ তাহাকে পুনরায় দেখিবার নিমিত্তে আমাদের সহিত যাইতে স্থির করিল।

তাহাতে আমি কহিলাম, ভাল প্লেমচাঁদ, তুমি ও কুনননি দুঃখিনি ককণাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও। আমরা তখনই ককণার নিকটে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া সকলেই প্যারীর গৃহে গেলাম।



ককণা নিরাশ হইয়া আপন মৃত সন্তানের মূর্খের পুতি এক দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়াছিল, তাহাতে আমরা যখন সেখানেহইতে তাহাকে তুলিলাম, তখন আনাকে কোথায় লইয়া যাইবে, এ কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া সে নিরব হইয়া আমাদের সঙ্গে চলিল। বংশির বাপও কিছু না বলিয়া ঘরে বসিয়া রহিল, কিন্তু নবীন আমাদের সহিত প্যারীর বাটতে গেল।

অনন্তর আমাদের বৃদ্ধা বন্ধুর গৃহে পৌঁছিলে প্যারী চক্ষুঃ খুলিয়া মৃদু স্বরে বলিল, আ মেন

সাহেব ! আপনি আমার মৃত্যু দেখিতে আনিয়াছেন । আমি বলিলাম, হাঁ প্যারি, যে পর্যন্ত আমাদের স্বর্গস্থ পিতার বাটীতে তোমার সহিত সাক্ষাৎ না হয়, সেই পর্যন্ত তোমার নিকটে বিদায় লইতে আনিয়াছি । তখন স্পষ্ট বোধ হইল যে প্যারীর গমন কাল সন্নিহিত, কেননা সে এক কালীন মৃদুস্বরে চারি পাঁচটি কথা ব্যক্তিরেকে আর বলিতে পারিল না ।

ফুলমণি ভালরূপে বিবেচনা করিয়াছিল, যে এমনত সময়ে বংশির ভয়ানক মৃত্যুর বিষয় বলিয়া প্যারীর মনকে অস্থির করা কর্তব্য নয়, এই কারণ প্রাতঃকালের তাবৎ ঘটনার বিষয়ে সে নিতান্ত অজ্ঞাতা ছিল । তথাপি আমি বড় ইচ্ছুক হইলাম, যে প্যারী ককণাকে এই সময়ে একটি সান্ত্বনার বাক্য কহে ; এই জন্যে তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম, প্যারি, এই স্থানে এক জন আছে, যে আপনাকে অতিশয় পাপিষ্ঠ জানিয়া বোধ করে, পরমেশ্বর আপনাকেই ক্ষমা করিবেন না ; এমনত ব্যক্তিকে তুমি কি পরামর্শ দিয়া যাইবা ?

তখন প্যারী ককণাকে আর চিনিতে পারিল না, কিন্তু এই কথাতে সে মস্তক তুলিল, এবং তাহার অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ বল ছিল, তদ্বারা সে

বলিতে লাগিল, ও গো! যীশু খ্রীষ্টের পুতি দৃঢ় বিশ্বাস কর, তাহা করিলে ঈশ্বরের অরণ পুস্তকের মধ্যে যে পৃষ্ঠায় তোমার সকল পাপ লেখা আছে, সেই পৃষ্ঠ যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশে বিদ্ধ রক্তময় আপন হস্তদ্বারা মুচাইয়া ফেলিবেন; তাহাতে যে স্থানে তোমার দোষ লেখা ছিল, যে স্থানে খ্রীষ্টের রক্ত ব্যতিরেকে আর কিছু দেখিতে না পাইয়া ঈশ্বর তোমাকে পুণ্যবান্ জ্ঞান করিবেন।

ককণা ইহাতেও নিরাশ হইয়া বলিল, না না, আমার পাপ অতি ভারী হইয়াছে, তিনি আমাকে কখন পুণ্যবান্ জ্ঞান করিবেন না; আমাকে নরকে বাইতে হইবে, ইহা আমি নিশ্চয় জানিতেছি। প্যারী পুনর্বার কহিল, কোন পুরুষেই নয়। ঈশ্বর আপনি বলিয়াছেন, “তোমাদের পাপ রক্তবর্ণ হইলেও হিনের ন্যায় শুদ্ধবর্ণ হইবে, ও সিন্দূরের ন্যায় রাঙ্গা হইলেও মেঘ লোনের ন্যায় শাদা হইবে।” যিশায় ১। ১৮।

ইহা বলিয়া প্যারী চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া কিছু কাল স্থির হইয়া রহিল, পরে আমরা গুনিতে পাইলাম, সে অতি ক্ষীণ রবে ধীরে২ বলিতেছে, হে যীশু, তুমি কেমন পিয়! আহা, স্বর্গ কেমন সুখের স্থান! যীশু, তোমার পুণ্য রক্ত আমার

সুন্দর পরিধান; সকল জগৎ লুপ্ত হইলে সেই আ-
মার ভরসা থাকিবে। হে মৃত্যু, তোমার হুল
কোথায়? হে পরলোক, তোমার ছয় কোথায়?
যা শু খ্রীষ্টদ্বারা আনিই কয়যুক্ত হইয়াছি।



আয়া এমনত সময়ে বসিয়া অতিশয় কাঁদিতে-
ছিল, পরে সে প্যারীর হাত ধরিয়া বলিল, ও
গো মা! আমার কথা শুন, আমার কথা শুন।
তুমি কেমন সুস্থিররূপে মরিতেছ, ইহা দেখিয়া
আমি খ্রীষ্টিয়ান হইলাম।

বোধ হইল প্যারী এই কথা বুঝিতে পারিয়া-
ছিল, কারণ তখনি তাহার মন বদল পুফুল হইয়া
উঠিল, এবং সে স্বর্গের পুতি দৃষ্টি করিয়া কহিল,
যদি এমনত হয়, তবে হে পিতঃ, আমি তোমার
ধন্যবাদ করি। ও আয়া! আমি স্বর্গে তোমার

সহিত সাক্ষাৎ করিব। পারে সে ফুলমণির পুণ্য
কিরিয়া বলিল, এই বার যাইতেছি। ফুলমা
গো! আমি তোমার বক্ষঃস্থলে মাথা রাখিয়া
মরিতে চাহি; তুমি সপরিবারে আশীর্বাদ পাণ্ডু
হও। ও মেন সাহেব, জৈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ
করুন। হে পুভো যীশু, আইন! তাঁহার বাম
হস্ত আমার মস্তকের নীচে আছে, ও তাঁহার দক্ষিণ
হস্ত আমাকে আলিঙ্গন করিতেছে। আহা! জৈশ
বের পিয় লোকদের কেমন শান্তি! কেমন সুখ

এই বৃদ্ধা প্যারীর শেষ কথা, ফলতঃ ঐ বিশ্বাস
দাসী এই সকল কথা বলিয়া আপন প্রভুর সুখে
ভাগিনী হইতে লাগিল।

আমি তাহার মৃত দেহের সুস্থির মুখ পানে চা
হিয়া ক্রন্দন করিতে পারিলাম না, বরং যে আত্মা
দেহ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, সেই আ
ত্মার সুখ ও শান্তি ও গৌরবের অবস্থা মনে করিয়া
উল্লাসিতা হইলাম। এই ক্ষণে সহস্র দূতগণ
প্যারীকে স্বর্গের দ্বারে অভ্যর্থনা করিতেছে, যীশু
তাহাকে স্বর্ণময় মুকুট পরাইতেছেন, এবং জৈশ্বর
আপনি তাহার চক্ষের জল মুচাইয়া ফেলিতে
ছেন; ইহা নিশ্চয় জানিয়া আমি আহলাদ পূর্বক
উচ্চৈঃস্বরে কহিলাম, ধার্মিকের ন্যায় আমার মৃত্যু

হউক ! ও তাহার শেষ অবস্থার তুল্য আমার শেষ অবস্থা হউক !

পরে আমরা সকলে আপন মৃত বন্ধুর খাটের নিকটে হাঁটু পাতিয়া এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা করিলাম, হে পিতঃ ঈশ্বর ! এই দিবনের দুই পূকার ঘটনা আমরা যেন কোনরূপে ভুলিয়া না যাই। বিশেষতঃ যে দুই ব্যক্তি এখন তোমাকে অন্বেষণ করিতেছে, তাহাদের মনকে শান্ত ও আনন্দযুক্ত কর, যেন তাহারা তোমার মৃত দানীর ন্যায় বলিতে পারে, আহা ! ঈশ্বরের প্রিয় লোকদের কেমন শান্তি ও কেমন সুখ !

এমন সময়ে পাদরি সাহেব গৃহে আইলেন। তিনি প্যারীর ব্যাগোহ হওয়া অবধি পুতিদিবস দুই বার তাহাকে দেখিয়া যাইতেন, ও তাহার সহিত প্রার্থনা করিতেন ; কিন্তু সেই দিন বংশির মৃত্যুর বিষয় শুনিয়া তাহাদের ঘরে গিয়াছিলেন, তাহাতে প্যারীর নিকটে আসিতে তাঁহার কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। প্যারীর শেষ কথার বিষয় আমার নিকটে শুনিয়া তাঁহার চক্ষুঃ জনেতে পরিপূর্ণ হইল ; পরে তিনি তাহার মৃত দেহের পুতি চাহিয়া কহিলেন, আ প্যারি ! তুমি এক জন পুকৃত খ্রীষ্টিয়ান লোক ছিলা বটে।

পরে সন্ধ্যাকালে প্যারীকে কবর দেওয়া গেল।
খ্রীষ্টিয়ান লোকদের মধ্যে চারি জন পুরুষ তাহার
কান সিন্দুক কাঁধে করিয়া কবর স্থানে লইয়া গেল।
পাদরি সাহেবের পরিবার এবং আমি ও পাত্রার
পুত্র সমস্ত লোক তাহার পক্ষাৎ ক্রন্দন করিতে
গেলান। কিছু কাল পরে আমার স্বামী প্যারীর
নিমিত্ত একটি পাকা গোর নির্মাণ করিয়া তাহার
উপরে একখানা স্বেতবর্ণ পুস্তর স্থাপন করিলেন।
এ পুস্তরে প্যারীর নাম ও পুত্ৰ দীক্ষা খ্রীষ্টের
এই বাক্য খোদিত করা গেল, যথা, “আমি
তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, ইস্রায়েল লোক-
দের মধ্যেও এমন বিশ্বাস পাই নাই। হর
অনেকে পূর্ব ও পশ্চিমভূমিতে আসিয়া ইব্রাহীম
ও ইসহাক ও যাকুবের সহিত সঙ্গরাজ্যে, এবং
বসিবে; কিন্তু যে স্থানে ক্রন্দন ও দন্তের ঘর্ষণ
হয়, সেই বহির্ভূত অন্ধকারে রাজ্যের সম্ভাবনা
নিকিণু হইবে।” যথি ৮।১০, ১১।



সপ্তম অধ্যায়।

উক্ত সকল ঘটনা দেখিয়া আমার মন অতিশয়
ব্যাকুল হওয়াতে আমি প্যারীর কবরস্থানহইতে
যেরে গিয়া ব্যানোহে পড়িলাম। সেই পীড়ার

আমি পুর দেড় মাস পর্যন্ত শয্যাগত হইয়া
 রহিলাম; ইতোমধ্যে খ্রীষ্টিয়ান পাড়াতে আর
 বাইতে পারিলাম না, কিন্তু আমার আয়ার সহিত
 অনেক বিষয়ে বিস্তর মিষ্ট আলাপ করিতাম।
 সে বলিত সর্বদা যত পূর্বক আমার সেবা করিত,
 কিন্তু এখন পূর্বাপেক্ষা শূণ্য হইয়া যাওয়াতে আমি
 নষ্ট হইব কেবল এমন কর্ম করিতে চেষ্টা করিতা
 হইত। আর সে খ্রীষ্টিয়ান হওয়াতে আমা-
 রই পুত্র দাসী এবং আমার সহিত একই
 স্বর্গের অধিকারিণী হইল, ইহা জানিয়া তাহার
 প্রতি আমারও পূর্বাপেক্ষা অধিক প্ৰেম জন্মিল।
 অনেক বৎসর পূর্বে আয়া আমার সহিত কান-
 পুরহইতে আসিয়াছিল, এই হেতুক আমরা যে
 গ্রামে তখন ছিলাম সেই গ্রামে তাহার আগার
 লোক কেহই ছিল না; এবং তাহার স্বামী ও মন্তান
 না থাকাতে সে কানপুরে আর কিরিয়া বাইতে
 ইচ্ছা না করিয়া আমারই সহিত থাকিতে স্থির
 করিয়াছিল; এই কারণ তাহার খ্রীষ্টিয়ান হওয়া
 এক পুকার সহজ কর্ম। তথাপি শিশু কাল-
 বধি সে মুসলমান জাতির নিয়ম সকল পালন
 করাতে ভিন্ন জাতীয় লোকদের সহিত আহারাদি
 করিতে তাহাকে অতিশয় কঠিন বোধ হইল;

এমত দেখিয়া আমি তাহাকে এই পরামর্শ দিলাম, যে তুমি ইচ্ছা জাতি ভ্রাম্য না করিহ, বরং কিছু দিন এ বিষয়ে বিবেচনা কর. পাশ্চাত্য লোকে বলে সাহেব লোকেরা কান্দ পাতিয় তোমাকে খুষ্টিয়ান করিয়াছেন !

এক দিবস আরা আমার গাটের নিকটে বসিয় বর্ণমালা পড়িতেছিল, কারণ সে যে অবধি খুষ্টিয়ান হইতে মানন করিয়াছিল সেই অবধি পড়া শিখা করিতে আরম্ভ করিল; এমত সময়ে আরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আরা! পুথানে খুষ্টি ধর্ম গ্রহণ করিতে তোমার মনে কে প্রবৃত্তি দিল?

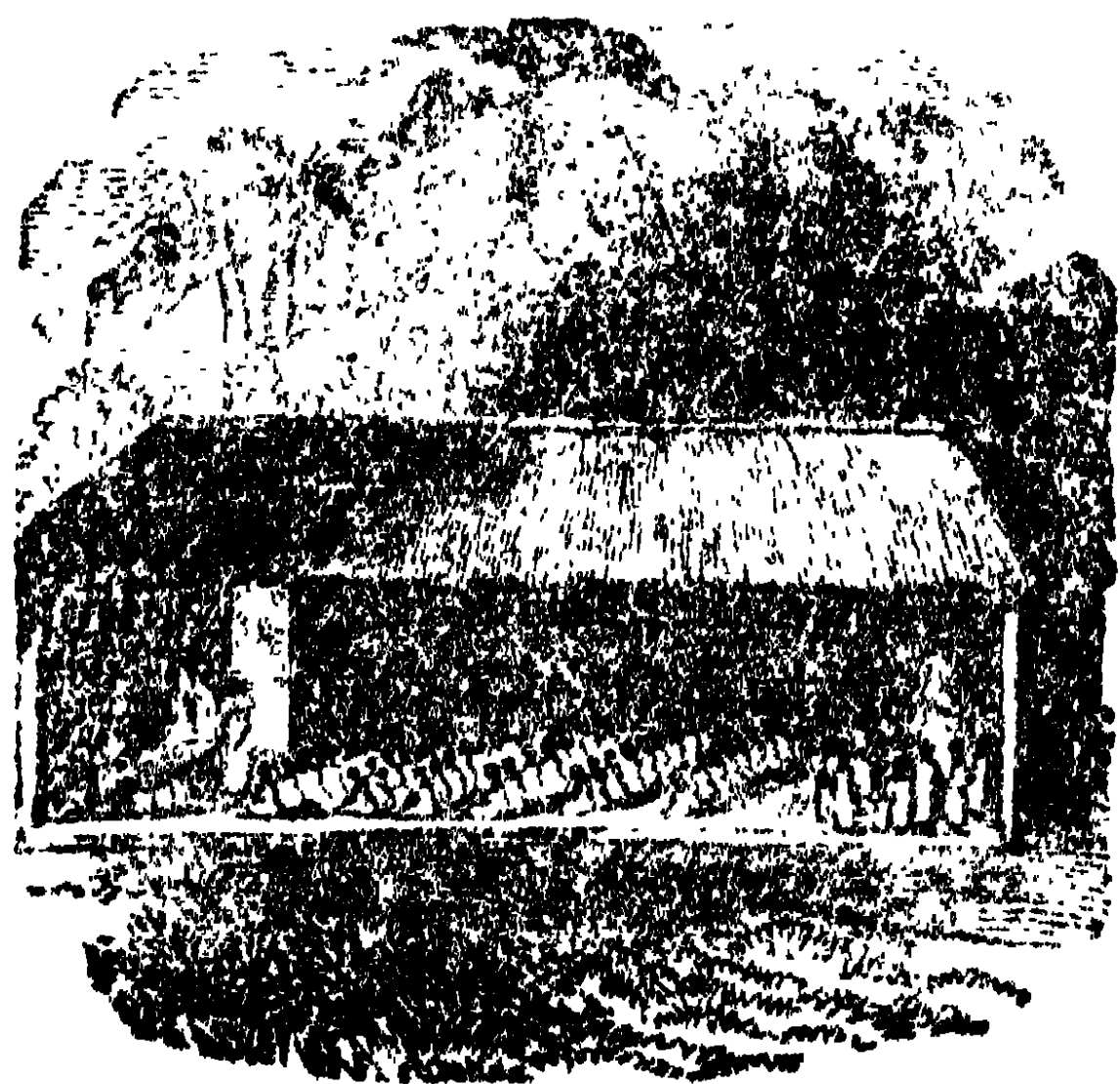
আরা বলিল, মেন সাহেব, কুলামণির সহচর নেরা ধর্মকে কিরূপ ভাৱি বিষয় জ্ঞান করে আমি ইহা দেখিয়া চেতনা পাইয়াছিলাম; কেননা আমি ভাবিলাম, ইহারা শিশুসত্ত্ব, অতএব এ শিশুগণ কোন ক্ষুদ্র দোষ করিলে যদি এম উদ্ভিগ্ন ও ব্যাকুল হয়, তবে নিত্য ঈশ্বরের আলঙ্ঘন করিতেছি যে আমি, আমি কি পুণ্য পুতুর কোপ এড়াইতে পারিব? ধর্মাত্মা একে আমার মনের মধ্যে পাপের বোধ জন্মাই আমাকে ইহা জ্ঞাত করাইলেন, যে পুণ্যশি বিনা এ পাপ কখন ক্ষমা হইতে পারিবে না

স্বপ্ন ও সত্যবতী এমনত পুরাণচিত্রের বিষয় আমা-
কে অনেকবার কহিত, তাহাতে আমি আরও
শ্রুতিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহাদিগকে বিনতি করি-
লাম, তোমরা যীশু খ্রীষ্টের তাবৎ দৃষ্টান্ত আমার
সাক্ষাতে পাঠ কর। আমি তাঁহার মহা দয়ার
বিষয়ে যত শ্রুতিলাম, ততই আমার মন তাঁহার
পুতি আকর্ষিত হইল; কিন্তু খ্রীষ্টের মৃত্যুদ্বারা
পাপি লোকেরা কি প্রকারে নির্দোষী হইতে পারে,
ইহা তখন আমি ভাল বুঝিতাম না। পরে প্যারী
মরণ কালে খ্রীষ্টের রক্তময় হস্তের দৃষ্টান্ত দিয়া
যখন ককণাকে তাহা বুঝাইয়া দিল, তখন আমিও
সুন্দররূপে জ্ঞাতা হইলাম যে যীশুর পতিত রক্ত-
দ্বারা পাপিষ্ট ব্যক্তির কেবল ক্ষমা পায় তাহা
নয়, ঈশ্বর তাহাদিগকে নির্দোষী জ্ঞান করেন;
ইহা জানিয়া আমি এমন মহা পরিব্রাজ অবস্থা
করিতে আর পারিলাম না।

আমি কহিলাম, হাঁ আয়া! ঈশ্বরের আরও
পুস্তকহইতে যীশুর রক্তময় হস্ত যে আমাদের
পাপ মুচাইয়া ফেলে, তাহা অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত।
আর আমার নিজ পাপ সকল এই রূপে মোচন
হইয়াছে, ইহা আমাদের পিয়া প্যারী কেমন
দৃঢ় বিশ্বাস করিত।

প্যারীর মৃত্যুর কথা শ্রবণ হওয়াতে আর
কাদিতে বসিল, আ মেন সাহেব! প্যারীর
পীড়া হইলে পর তাহার সহিত আমার যে দুই
বার সাক্ষাৎ হইল, তদ্বারা আমার কেমন লাভ
জন্মিয়াছে! আহা! সকল খ্রীষ্টিয়ান স্ত্রীলোকের
যদি প্যারী ও ফুলমণির মত হইত, তবে বোধ
করি অল্প দিনের মধ্যে একটিও হিন্দু বিধবা
মুসলমান আর থাকিত না।

এমত সময়ে এক জন বাহিরে দাঁড়াইয়া আ-
মাকে ডাকিলে আমাদের কথোপকথন তত্ত্ব হইল।
তাহাতে আমি তৎক্ষণাৎ সেই মিষ্ট রস শুনিয়া
জানিলাম যে সত্যবতী আসিয়াছে, অতএব তা-
হাকে ঘরের ভিতরে ডাকিলাম। সত্যবতী আ-
সিয়া বসিল, মেন সাহেব, না আমাদিগকে
কহিলেন, যে স্কুলহইতে ফিরিয়া আসিবার সময়ে



আয়ার নিকটে গিয়া মেন সাহেব কেমন আছেন,
ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া আইস; এই নিমিত্তে আমরা
আসিয়াছি।

আমি বলিলাম, সত্যবতি, অদ্য আমি কিছু
ভাল আছি, অতএব তোনার ভাই যদি বাহিরে
থাকে, তবে তাহাকে ডাকিয়া আন। তাহাতে
সাধু আসিয়া আনাকে আপন রীতনুসারে অতি
শিষ্টরূপে সেলান করিয়া দাঁড়াইল। পরে আমার
মেজের উপর বড় একখান আর্শি দেখিয়া তাহারা
দুই জনে অত্যন্ত আশ্চর্য জ্ঞান করিল, কারণ পূর্বে
তাহারা এমন বস্তু কখন দেখে নাই। তখন
সত্যবতা আনন্দপূর্বক করতালি দিয়া বলিল, ও
দাদা! আমি আঁকে গিয়া বলিব, যে এখানে
আসিয়া আমরা এক আকৃতি দুই জন মেম ও দুই
জন আয়াকে দেখিতে পাইলাম; এ কথার ভাব
মা কখন বুঝিতে পারিবেন না। পরে মেজের
উপর যে গোলাপ জল ও আতরাদির শিশি ছিল,
তাহাও দেখিয়া ছেলারা বড় প্রশংসা করিল,
এবং আমি কিঞ্চিৎ আতর তাহাদের কাপড়ে
ঢালিয়া দিলে তাহারা অত্যন্ত আহ্লাদে পুল-
কিত হইয়া কি করিবে তাহা জানিল না। কিন্তু
এমত হইলেও তাহারা বড় শিষ্ট ব্যবহার করিয়া

কোন দুৰ্বেতে হাত দিল না, এবং কোন সামর্থ্য আমার নিকটে চাহিল না।

পরে আমি যে পীড়িতা ছিলাম, তাহা সাধু অরণে রাখিয়া বলিল, মেম সাহেব, বোধ করি আমরা এখন যার গেলেন ভান হয়, এখানে থাকিয়া কেবল আপনাকে ব্যানোই দিতেছি। কিন্তু তাহা না হইয়া বরং তোমাদের নিকট কথো শুনিয়া আমার মনে আনন্দ জন্মিতেছিল, এই হেতু আমি কহিলাম, না না, এখন তোমরা যাবে যাইও না। আজি ফুলে কি শিখিরাছ। তাহা বলিয়াঃ আমাকে বল।

এই কথা শুনিয়া সত্যবতী কহিল, ও মেম সাহেব, আপনি অনেক দিন হইল এক বসন্ত বলিয়াছিলেন, কোন রবিবার দিনে আমি গি. ধর্মপুস্তকের পদ তোমাদের মুখস্থ শুনিব। কিন্তু এক বারও বান নাই, অতএব যদি আপনি করেন, তবে ফুলের পাঠ না দিয়া গত রবিবারে শিক্ষিত পদ গুলি আপনার সাক্ষাতে বলি। তাহার মধ্যে অনেক উত্তমঃ কথা আছে। আমি কহিলাম, ভাল তাহাই বল; পরে তোমার পিতা কি পুকারে সে সকল পদ তোমাদিগকে বুঝাই দিয়াছেন, তাহাও বলিতে হইবে। সত্যবতী

পুথমে আরম্ভ করিতে চাহিল, তাহাতে তাহার
তাই হানিয়া বলিল, সত্যবতি, আমি পুথমে
মুখস্থ বলিলে বলিতে পারিতাম; কিন্তু ক্ষতি নাই,
তুমি বলিতে চাহিতেছ, অতএব তুমিই বল ।



তখন সত্যবতী শুদ্ধরূপে এই ২ পদ সকল
মুখস্থ বলিতে লাগিল, যথা ; “বালকের গন্তব্য
পাথে তাহাকে শিক্ষা দেও, তাহাতে সে প্রাচীন
হইলে তাহাহইতে বিমুখ হইবে না ।” হিতো-
পদেশ ২২।৬।

“বালকের মনে অজ্ঞানতা বদ্ধ থাকে, কিন্তু
শাসনদণ্ড দ্বারা তাহা তাহাহইতে দূরে যায় ।”
হিতোপদেশ ২২।১৫।

“হে বালকগণ, পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে
তোমরা পিতা মাতার আজ্ঞাবহ হও, কেননা
ইহা উপযুক্ত ।” ইকিষীয় মণ্ডলীর পুতি পত্র ৬।১।

“যীশু শিশুগণকে দেখিয়া কহিলেন, শিশু-
দিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও, তাহাদি-
গকে বারণ করিও না, কেননা এমন ব্যক্তিরা
ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী।” মার্ক ১০।১৪।

সত্যবতী আপন পাঠ সম্বন্ধ করিলে পর আ-
মার মুখ পানে দৃষ্টি করিয়া বলিল, ঐ শেষ
পদটি সকলহইতে ভাল! যীশু খুঁষ্ট বলেন,
শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও,
ইহাতে তাঁহার কত বড় দয়া প্ৰকাশ পায়।



আহা! আমি যীশুর পুতি অতিশয় প্ৰেম করি।
এই প্ৰিয় বানিকার বাক্য শুনিয়া আমার চক্ষুঃ

জলেতে ছল্ করিল, তাহাতে সে তাহা টের
পাইয়া আপন ছোট শাড়ির অঞ্চল দিয়া শীঘ্র
ঝুটাইয়া ফেলিল।

পরে সাধু বলিল, সত্যবতি, যে বালকেরা
আপন পিতা মাতার আত্মাবহ হইয়া ইহকালে
পূরস্কার পাইয়াছিল, তাহাদের কথা ধর্মপুস্তকের
মধ্যে। আমরা কি পুকারে খুজিয়া বাহির করি-
লাম, সে বিষয়ও মেনকে জানাও।

সত্যবতী কহিল, সকল কথা এখন আমার মনে
নাহি, কিন্তু যে দুই জন বালকের বৃত্তান্ত আমি ধর্ম
পুস্তকের মধ্যে আপনি খুজিয়া বাহির করিলাম,
তাহা মেন সাহেবকে বলিতে পারি। যুবক ও
শৌল আপন পিতার আত্মা পালন করাতে
শেষে রাজা হইয়াছিল। যুবক আপন পিতার
কথা শুনিয়া ভ্রাতাদের তত্ত্ব করিতে গিয়াছিল,
তাহাতে সে মিসর দেশে নীত হইয়া শেষে
দেশাধ্যক্ষ হইল। তদ্রূপ শৌল আপন পিতার
গর্ভত অন্বেষণ করিতে গেলে, শিমূয়েল ভবি-
ষ্যদ্বক্তা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে
ইস্রায়েল দেশের রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন।

আমি এই কথাতে ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম,
ভাল সত্যবতি, তুমি ভারি দৃষ্টান্ত বাহির করিয়াছ

বটে! এখন বল দেখি, যদি তুমি আপনার পিতা-
মাতার কথা শুন, তবে কি একটি ছোট রাণী
হইবার অপেক্ষা কর?

সত্যবতী অভিষয় গম্ভীর হইয়া কহিল, না
মেম, এমত নয়; কিন্তু মা বাপের কথা শুনিলে
দৈশ্বর আমার পুতি পোম করিবেন, তাহা হইলে
আমি আর কোন পুরস্কার চাহি না! এখন
দাদার পাঠ লউন, ইনি আমা অপেক্ষা অনেক
পদ জানেন।

তখন সাধু হির হইয়া দাঁড়াইয়া স্পষ্টরূপে
বলিতে লাগিল, যথা;

“পরমেশ্বর বিষয়ক যে ভয়, সেই জ্ঞানের
অরম্ভক; কিন্তু অজ্ঞানেরা বিদ্যা ও উপদেশ
তুচ্ছ বোধ করে।” হিতোপদেশ ১।৭।

“হে আমার পুত্র, পাপিগণ তোমাকে কুপ-
থে লওয়াইলে তুমি সম্মত হইও না। তাহাদের
সহিত সে পথে যাইও না, তাহাদের পথহইতে
তোমার চরণ ফিরাও।” হিতোপদেশ ১।১০, ১৫।

“মূর্থ পুত্র আপন পিতার মনস্তাপ ও মাতার
দুঃখজনক হয়।” হিতোপদেশ ১৭।২৫।

“আমিই পুরুত মেঘপালক; যে জন পুরুত
মেঘপালক, সে মেঘের নিমিত্তে আপন পুত্র

সমর্পণ করে। আমার মেঘগণ আমার রব শুনে ; আমি তাহাদিগকে জানি, এবং তাহারা আমার পশ্চাৎ গমন করে। আমি তাহাদিগকে অনন্ত পরমায়ু দি ; তাহারা কখনো বিনষ্ট হইবে না, এবং কেহ আমার হস্তহইতে তাহাদিগকে হরণ করিতে পারিবে না।” যোহন ১০। ১১, ২৭, ২৮।

“আমি দুষ্কালতাস্বরূপ, তোমরা শাখাস্বরূপ ; যে জন আমাতে থাকে, এবং যাহাতে আমি থাকি, সে প্রচুর ফলেতে ফলবান্ হয় ; কিন্তু আমি ভিন্ন তোমরা কিছুই করিতে পার না।” যোহন ১৫। ৫।

সাধুর পাঠ সাক্ষ হইলে পর আমি জিজ্ঞাসিলাম, ভাল সাধু, পুত্ৰ যীশু খ্রীষ্ট কি ভাবে আপনাকে মেঘপালক বলিলেন, তাহা কি তুমি জান ?

সাধু উত্তর করিল, হাঁ মেম সাহেব, জানি। যেমন মেঘপালক আপন মেঘগণকে রক্ষা করে, তদ্রূপ যীশু আপন বিশ্বস্ত লোকদিগকে সকল আপদহইতে ত্রাণ করেন। ধর্মপুস্তকের এক স্থানে লেখা আছে, শয়তান গর্জনকারি সিংহ ; যীশু সেই গর্জনকারি সিংহহইতে আপন শিষ্যদিগকে রক্ষা করেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে এমনত



শক্তি দেন যে তাহার। শয়তানের পরীক্ষায়
উত্তীর্ণ হইতে পারে।

তখন সত্যবতী বলিল, ও দাদা! তুমি মেঘ-
শাবকের বিষয়ে নেন সাহেবকে বলিতে তুলি-



যাছ। দেখ, ছোট বাচ্চা গুলিন ক্লান্ত হইলে মেঘ-পালক যেমন তাহাদিগকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া যায়, তদ্রূপ যীশু আপন লোকদের ছোট ছেল্যা-দিগকে পুন করিয়া বলেন, শিশুদিগকে আমার নিকটে আনিতে দেও।

তাহাতে আমি কহিলাম, সত্যবতি, একথা যথার্থ বটে; এবং যীশু খ্রীষ্ট এক বার আপনি বালক ছিলেন, অতএব তিনি ছেল্যাদের সুখ ও দুঃখ সকল ভালরূপে জ্ঞাত আছেন।

ইহা শুনিয়া সত্যবতী পুকুল বদনে বলিল, ও মেম সাহেব, আমি যখন যীশুর নিকটে প্রার্থনা করি, তখন ঐ কথা আমার মনে উঠে। একবার পাদরি সাহেবের মেম পুতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যদি বৃষ্টি না হয়, তবে সন্ধ্যাকালে আমি তাবৎ স্কুলের বালক বালিকাকে ওপারে লইয়া বাইয়া



এক সাহেবের পোষা চিঁড়ি বাঘ দেখাইব ; তাহাতে আমি প্রার্থনা করিলাম যেন সে দিন বৃষ্টি না হয়। প্রার্থনা করিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম, কি জ্ঞানি এমনত ক্ষুদ্র বিষয়ে প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন ; কিন্তু পারে মান করিলাম, যীশু যখন বালক ছিলেন, তখন বোধ হয় তিনিও পোষা বাঘ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতেন, অতএব আমি ঐরূপ প্রার্থনা করিতে আর ভয় করিলাম না। আমার প্রার্থনা সফল হইল, কারণ সে দিবসে বৃষ্টি হইল না, তাহাতে আমরা বাঘকে স্বচ্ছন্দে দেখিলাম।

তখন সাধু বলিল, যেন সাহেব, পিতা সেই কথা শুনিয়া কহিলেন, সত্যতঃ ভাল করিয়াছে। পৌল পুরিত লিখিয়াছেন ; যথা, “দৌর্বল্যেতে আমাদের সহিত দুঃখ ভোগ করিতে অক্ষম, এমন মহাযাজক আমাদের নছেন।” ইব্রী ৪।১৫। অতএব বয়ঃপুষ্ট লোকেরা যাহা চাহে তাহার নিমিত্তে যদি প্রার্থনা করিতে আজ্ঞা পাইয়াছে, তবে অবশ্য শিশুরাও যাহা ইচ্ছা করে তাহার জন্যে প্রার্থনা করিতে পারে।

আমি কহিলাম, তোমার পিতা যথার্থ বুঝিয়াছে। এখন বল দেখি, “তোমরা আমাতে

থাক,” এই যে আজ্ঞা খ্রীষ্টে আপনার শিষ্যগণকে দিয়াছেন ইহার অভিপ্রায় কি?

সাধু বলিল, ইহার অর্থ এই, আমাদিগকে খ্রীষ্টের পশ্চাৎ গমন করিতে হইবে, ও তাঁহার নিকটে থাকিতে হইবে। আমি জিজ্ঞাসিলাম, তিনি এমনত আজ্ঞা কেন দিলেন? সাধু কহিল, যেমন ভাল গাছের মূলহইতে রস না পাইলে শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ খ্রীষ্টের লোকেরা যদি তাঁহার সম্বন্ধ ছাড়ে, তবে তাহাদের ধর্ম নষ্ট হয়; কারণ শয়তান আসিয়া সতত মনুষ্যদের মনকে পরীক্ষা করে, তাহাতে তাহারা যদি খ্রীষ্টের অনুগত ও শক্তি না পায়, তবে শয়তানকে জয় করিতে না পারিয়া পাপে পতিত হইবে।

এমত কথোপকথন হইতে ২ অনেক সময় বহিয়া গেল; ইতোমধ্যে আমি ও ছেলারা সকলই ভুলিয়া গিয়াছিলাম, যে তাহাদের মাতা তাহাদের অপেক্ষাতে ভাবিতা হইয়া থাকিবে। কিঞ্চিৎকাল পরে ফুলমণি আপন হারাণ ধনকে আপনি খুজিতে আইল। সে ছেলাদিগকে আমার সহিত দেখিয়া কিছু মাত্র অসন্তুষ্ট না হইয়া বলিল, মেম সাহেব, আপনি পীড়িতা আছেন, অতএব ভয় হয় ছেলারা আপনাকে

বিস্তর ব্যামোহ দিয়া থাকিবে; আমি এখন উহাদিগকে একেবারে ঘরে লইয়া যাই।

ফুলমণির এইরূপ ব্যবহারদ্বারা বাঙ্গালাদেশস্থ জ্ঞানোন্মত্তেরা শিক্ষা পাইতে পারে, বিশেষতঃ অনেকের সাহেব লোকদের কিম্বা আপনহু পুত্র-বানিদের ঘরে অসময়ে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে নিরর্থক ব্যস্ত করে।

আমি ফুলমণিকে বলিলাম, না ফুলমণি, তোমার ছেলারা আনাকে কিছু মাত্র ব্যামোহ দেয় নাই; আমি ইহাদিগকে ধর্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, কেননা আমার বোধে খ্রীষ্টের খোঁয়াড়ের নেশাবকগণকে শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা পৃথিবীর মধ্যে আর উত্তম কর্ম নাই।

এমত সময়ে সাধু ও সত্যবতী আমার হিরামন তোতাকে দেখিবার জন্যে বারাণ্ডায় দৌড়িয়া গেল। তাহাতে আমি তাহাদের প্রশংসা করিতে ভয় না করিয়া বলিলাম, ফুলমণি, আমি দেখিতেছি যে তোমার সন্তানেরা ধর্মকে ভাল বাসে, এবং তাহাদের স্বর্গস্থ পিতা যাহাতে সন্তুষ্ট হইবেন কেবল এমত কর্ম করিতে চেষ্টা করে; অতএব স্পষ্ট বোধ হয়, যে ঈশ্বর তোমার সকল সুশিক্ষাতে আশীর্বাদ করিতেছেন।

ফুলমণি কহিল, আঃ মেন সাহেব! আমি এই পুার্থনা করি, যেন আমি শিনূয়েল ও তীমথির মায়ের ন্যায় ছেল্যাদিগকে শিশুকাল অবধি ধর্ম পথে লওয়াইতে পারি, এবং শিনূয়েল ও তীমথি যেকপ ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া উঠিল, সেইরূপ আমার সন্তানেরাও যদি ধার্মিক হইয়া উঠে, তবে আমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইবে।

আমি উত্তর করিলাম, ভয় নাই ফুলমণি, তুমি অবশ্য সেই বর পাইবা; কারণ ঈশ্বর বলিয়াছেন, “যাহারা আমার পুতি পোষ করে তাহাদিগের পুতি আমিও পোষ করি,” এবং তিনি তাহাদিগকে কখন রিক্ত হস্তে বিদায় করেন না। কখনো যদি আপন সন্তানদিগকে শিক্ষা দিয়া তাহাদের নিমিত্তে পুার্থনা করিত, তবে এখন তাহার পুত্রের বিনাশের বিষয়ে সে আপনাকে নির্দোষি জানিয়া কিছু শান্ত হইত।

এই কথা সাক্ষ হইলে পর সাধু ও সত্যবতী ভিতরে আইলে ফুলমণি তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া বিদায় লইয়া যেরে গেল।

আহা! এই দরিদ্র খ্রীষ্টিয়ান স্ত্রীলোক ও তাহার পুত্র সন্তানদের সহিত সাক্ষাৎ করণদ্বারা আমার মন কেমন উল্লাসিত হইল। ভারতবর্ষের

তাবৎ লোক এক দিবস পুতুর সেবা করিবে, ফুল-
মণির পরিবার এমত সুদিবসের বায়না স্বরূপ
হইয়াছে, আমি ইহা ভাবিয়া মনে এই পুথনা
করিলাম, হে পুতো, এমত কাল শীঘ্র উপস্থিত
কর ; এবং সুস্কারি কিরণবিশিষ্ট ধ্বজরূপ সূর্য
উদয় করাইয়া এই দেশের ভূমাক্কার নষ্ট কর ।
হে পুতো, যদিও আমি কেবল কাষ্ঠদেহ ও
জলবাহক স্বরূপ হই, তথাপি আমাদ্বারা যেন
এই মহৎ কর্মের কিছু বৃদ্ধি হয় !

পায় দেড় মাস গত হইলে পর আমি স্নান
পাইয়া পুনর্বার বাহিরে যাইতে পারিলাম ;
তাহাতে প্রথমে দুঃখিনী ককণার সহিত সাক্ষাৎ
করিতে বাঞ্ছা করিয়া তাহার বাটীতে উপস্থিত
হইয়া দেখিলাম, তাহার মুখ অতিশয় স্থান
এবং মনের দুঃখ প্রযুক্ত বড় ক্লান্ত হইয়াছে ।

ককণা আমাকে দেখিবামাত্র আপন পুত্রের
মৃত্যুর দিবস মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ ক্রন্দন করি-
তে বসিল, আ মেম সাহেব ! আমার কেমন
মন কপাল, দুঃখেতেই আমার কাল বহিয়া যাই-
তেছে । তাহাতে আমি বংশির বিষয়ে আর কিছু
বলিতে ভাল না বুঝিয়া কহিলাম, ককণা, তোমার
মন যাহাতে শোকহইতে বিশ্রাম পায় এমত

চেষ্টা কর। আপন কপালকে দোষ দেওয়াতে
কোন ফল নাই; বরং তদ্বারা অন্তঃকরণ কঠিন
হয়, এবং তাহাতে তোমার পুতি ঈশ্বরের ক্রোধ
জন্মে। বল দেখি ককণা, পৃথিবীর মধ্যে দুঃখ
কি পুন্যে পুন্যে করিল?

ককণা উত্তর করিল, পাপদ্বারা দুঃখ হইল।

আমি কহিলাম, একথা সত্য; তবে দুঃখ ঘূচা-
ইবার জন্যে দুঃখের কারণকে দূর করিতে হয়,
অর্থাৎ কপালকে দোষ না দিয়া। আপন পা-
পের বিষয়ে ক্রন্দন ও বিলাপ করত তাহা ত্যাগ
করিতে হয়। যাঁহু বলিয়াছেন, খিদ্যান্ন লো-
কেরা ধন্য, কারণ তাহারা সাহসনা পাইবে;
অর্থাৎ যাহারা পাপের বিষয়ে খেদ করে তাহা-
রাই ধন্য; যেমন আমি পূর্বে বলিয়াছিলাম, যে
জন আপন পাপের নিমিত্তে খেদ করিয়া ঔষধাদি
থায় সে ব্যক্তি অবশ্য সুস্থ হইতে পারে। পাপ
মনের রোগ, খুঁটি তাহার চিকিৎসক হইয়াছেন,
তুমি তাঁহার পুতি বিশ্বাস রাখিলে পাপহইতে
মুক্ত হইবা।

ককণা কহিল, হাঁ মেন সাহেব, সে সত্য বটে;
কিন্তু আমার তাবৎ দুঃখ আপনাইতে জন্মে
না, ইহাতে আমার স্বামির অধিক দোষ আছে।

দেখুন, আজি আমি সুঁড়ির দোকান পর্যন্ত
পয়সা চাহিবার জন্যে তাহার পিছে গিয়া-
ছিলাম, তথাচ একটি কড়াও পাইলাম না;
বরং সে আমাকে গালি দিয়া তাড়াইয়া দিল।

আমি কহিলাম, ককণা, তুমি যদি পারিপাট্য
ও মিষ্ট কথাদ্বারা আপনার বাটিকে রক্ষা
করিতা, তবে সে অন্য স্থানে কেন চঞ্চল হইয়া
বেড়াইবে? কিন্তু তুমি তাহাই করিলে সেও
তোমাকে ভাল রূপে পুতিপালন করিবে।

ককণা বলিল, বোধ হয় তাহা কেবল আমা-
হইতে হইবে না। কেহ যদি আমাকে শিক্ষা
দেয়, তবে কি জানি হইলেও হইতে পারে।

পরে আমি কহিলাম, ককণা, আমার পরা-
মর্শে যদি চলিতে পার, তবে আমি তোমাকে
শিক্ষা দিই। তুমি পুথমে ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা
মুখস্থ কর, পরে সে সকল আজ্ঞা পালন করিতে
যত্নবতী হও, বিশেষতঃ বিশ্রামবারকে পবিত্র রূপে
মানিয়া পুতুর গীর্জায় যেরে যাও। আহা ককণা!
তুমি যদি এত দিন গীর্জায় যাইত, তবে এখন
ধর্মের বিষয়ে এমনত অজ্ঞান হইয়া থাকিতা না।

ককণা বলিল, মেম সাহেব, আমার এক-
খানিও ভাল কাপড় নাই, এই জন্যে গীর্জায়

যাইতে লজ্জা করি। সকলে রবিবার দিনে ভাল কাপড় পরিয়া আইনে, কেবল আমি কি মলিন বস্ত্র পরিয়া যাইব?

আমি উত্তর করিলাম, ককণা, পুত্র গৃহে পরিষ্কার বস্ত্র পরিয়া যাওয়া উচিত বটে, তথাচ যদি কোন পুকারে এমনত বস্ত্র যোগাইতে না পার, তবে গীর্জা ত্যাগ করা অপেক্ষা সামান্য বস্ত্র পরিয়া যাওয়া ভাল; কেননা শরির এক পুকার তুচ্ছীয় বস্তু, আত্মা অতিশয় দুর্লভ, অতএব তোমার আত্মা যেন খুণ্টের পবিত্রতাতে ভূষিত হয়, এমনত চেষ্টা কর। দারুদ রাজা যখন জিজ্ঞাসিলেন, “পরমেশ্বরের পূর্বতে কে আরোহণ করিবে? ও তাঁহার ধর্মধামে কে অধিষ্ঠান করিবে?” তখন ধর্মাত্মা উত্তর করিলেন, “যাহার পরিষ্কৃত করতল ও পবিত্র অন্তঃকরণ আছে; যে জন মিথ্যা কথাতে মনোনিবেশ ও মিথ্যা শপথ না করে; এমনত ব্যক্তি পরমেশ্বরহইতে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে।” গাত ২৪।৩,৪,৫। আর ককণা, বিবেচনা কর, তুমি যদি এখন মনুষ্যদের সমাজে মলিন বস্ত্র পরিয়া যাইতে লজ্জা কর, তবে শেষ বিচারে তাবৎ পৃথিবীস্থ লোকদের ও দিব্য দূতগণের সাক্ষাতে ‘পাপরূপ মলিন নেকড়া

পরিত্যাগ কি পুকারে দাঁড়াইবা? সে যাহা হউক,
তুমি কি গীর্জায় যাইবার জন্যে কোন পুকারে এক-
খান উপযুক্ত কাপড় কিনিয়া রাখিতে পার না?

ককণা কহিল, যেম সাহেব, চারিটি ভাত
খাইয়া যে তৃপ্তা হই, এমত কড়ি স্বামী আমাকে
আনিয়া দেয় না, তবে কোথাহইতে ভাল শাড়ি
কিনিব? এবং এখন গীর্জায় গেলে আমার কি ফল
হইবে? আমি আপন দুর্ভাগ্য ছেল্যার আত্মা নষ্ট
করিয়াছি, অতএব ঈশ্বর আমার পুণ্যনা কখন
শুনিবেন না। ঐ ছেল্যার সহিত আমাকে অনন্ত-
কাল নরকাস্থিতে পুড়িতে হইবে।

ইহা শুনিয়া আমি কহিলাম, হায়! ককণা
তুমি কি এত শীঘ্র পরিত্যাগ শেষ বাক্য ভুলিয়া
গেলা?

ককণা বলিল, না না যেম, তাহা ভুলি নাই,
বরং আমি অনেকবার আপন অন্তঃকরণের মধ্যে
সেই মিষ্ট কথা গুলিন আন্দোলন করিয়া থাকি;
তথাচ খ্রীষ্ট যে আমাকে দ্রাণ করিবেন আমার
এমত ভরসা হয় না।

আমি কহিলাম, ককণা, তুমি ভয় করিও না;
তিনি অবশ্য তোমাকে দ্রাণ করিবেন। তুমি
পতিদিন এইরূপ পুণ্যনা করিও, হে পরমেশ্বর!

তোমার পুণ্ড্র যীশু খ্রীষ্টের রক্ত যে তাবৎ পাপ-
হইতে আমাদিগকে পরিকৃত করে, আমার মনে
এমত দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইয়া দেও।

ককণা স্বীকার করিয়া কাহিল, ভাল মেন
সাহেব, তাহাই করিব।

পরে আমি বলিতে লাগিলাম, তোমার গৃহ
যেন সুগেহ স্থান হয়, এই জন্য আমি তোমাকে
আর দুই একটি উপদেশ দিই। তোমার নিজ
ব্যবহার পূর্য্যাপেক্ষা উত্তম হউক, তাহা হইলে
যদ্যপিও তোমার স্বামী তাহাতে হঠাৎ মনো-
যোগ না করে, তথাপি শেষে তাহা দেখিয়া
তোমার পুণঃসা অবশ্য করিবে। তুমি সকল
পুকার রাগ ত্যাগ করিয়া ঘরের উচিত কর্ম
সকল নির্বাহ কর; এবং পুনর্নব কন্মহইতে
করিয়া আইলে ফুলমণি যেমন তাহার ঘরে
পরিবার কাপড় ও ছকা ইত্যাদি পুস্তত করিয়া
সাথে, তেমনি তুমিও সর্ব পুকারে আপনার
স্বামির সন্তোষ জন্মাইতে চেষ্টা কর। বিশে-
ষতঃ পুতিদিন পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর,
তিনি যেন তোমাকে এই সকল করিতে সূমতি
ও শক্তি দিয়া তোমাদের দুই জনের মন ফিরা-
ইয়া দেন। আহা! ঈশ্বর এই প্রার্থনা শুনিলে

তোমরা কেমন সুখে বাস করিবা। নবীন এখন আমার নিকটে পুায় থাকে, তথাপি সে তোমারি সম্মান, এবং তাহার শিক্ষার বিষয়ে ঈশ্বর তোমার নিকটে হিসাব লইবেন, এই জন্যে তুমি তাহাকে এমনত কথা বল ; আমি এত দিন পর্যন্ত ঈশ্বরকে না জানিয়া তাহার আক্সা লঙ্ঘন করিয়াছি, কিন্তু এখন ধর্ম পথে চলিতে ইচ্ছা করি, ও তোমাকেও সেই পথে আনিতে চাহি। নবীন এমনত কথা শুনিয়া তোমাকে তুচ্ছ না করিয়া আরও সম্মান করিবে ; কেননা খ্রীষ্টিয়ানদের বিরূপ ব্যবহার করা উচিত তাহা সে সুন্দররূপে জ্ঞাত আছে। এই নূতন পথ তোমার পক্ষে পুথমে কঠিন বোধ হইবে তাহা আমি জানি, তথাপি তাহা ত্যাগ করিও না, বরং অদ্যাবধি আপন ব্যবহার সুধরাইতে আরম্ভ কর। কি জানি তোমার স্বামী এই সময়ে সঁড়ির দোকানে মাতাল হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে; কিন্তু তদ্বারা নিরাশ না হইয়া তাহার পুত্যাগমনের নিমিত্তে সকল দুব্য সুন্দর রূপে আয়োজন করিয়া রাখ। তোমার নিকটে খরচের জন্যে টাকা পয়সা কিছু নাই, তাহা আমি জানি, অতএব এই দুইটি টাকা লও ; এবং যাবৎ তোমরা দুই জনে সুখে

বাস না কর, ও এক সঙ্গে পুতুর ভজনালয়ে না যাও, তাবৎ আমি তোমাদের জন্যে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে কান্ডা হইব না।

এই কথা শুনিয়া ককণার মুখ কিছু পুফুল হইল, কিন্তু পরে নে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, আহা! এমন দুর্গতি কি আমার হইবে? আমার গৃহ কি কখন ফুলমণির গৃহের মত হইবে?

আমি কহিলাম, ককণা, অবশ্য হইতে পারে, কিন্তু এই নিমিত্তে তোমাকে চৌকি দিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে। তুমি আপনার মনকে নিত্য চৌকি দেও, যেন কোন পুকারে পাপ তাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে; এবং কোন বিপদে পড়িলে ফুলমণির নিকটে গিয়া তাহার পরামর্শ লও, সে তোমাকে অবশ্য সদুপদেশ দিবে।

এই সকল কথা শাশ্ব হইবা মাত্র এক জন চৌকিদার নবীনের বাপকে ধরিয়া ঘরে লইয়া আইল। তখন সে অতিশয় মাতাল হইয়া প্রায় অচেতন হইয়াছিল। চৌকিদার ককণাকে বলিল, তোর ভাতারকে লও, গো। আমি না থাকিলে সে এখনি গাড়ীতে চাপা পড়িয়া মরিত। স্বামির অবস্থা দেখিয়া ককণার মুখ রাগেতে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; তাহাতে আমি বলিলাম, সাবধান!

ককণা সাবধান, অচেতন্য মানুষকে অনুযোগ করাতে কোন ফল দর্শিবে না। উহাকে ধীরে২ বিছানাতে শয়ন করাইয়া দেও, এবং পুাতঃ-কালেও উহাকে ভৎসনা করিও না।

আমি সেখানে দাঁড়াইয়া ককণা কি করে তাহা দেখিতে লাগিলাম; তাহাতে সে একখান মাদুর ও কাঁথা ঘরের মধ্যে বিছাইয়া মিষ্টে রবে বলিল, ও গো, এখানে শুইয়া ঘুমাও। ককণার এমন নূতন ব্যবহার দেখিয়া তাহার মাতাল স্বামী তাহাকে কিছু মাত্র চিনিতে না পারিয়া বিছানাতে শুইয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিল, এ বেটা বড় ভাল মানুষ, ইহার ঘরে বরাবর আসিব। পারে যে শীঘ্র ঘুমাইয়া পড়িল, তাহাতে ককণা পুনর্বার বাহিরে আসিয়া দাবাতে আমার সহিত কথা কহিতে লাগিল।

আমি কহিলাম, দেখ, এখন বেলা গেল বটে, তথাপি বোধ করি শীঘ্র বাজারে গেলে কিছু মাছ পাইতে পারিবা, তাহা আনিয়া কল্য তোমার স্বামিকে ভালরূপে খাওয়াও। এবং ককণা, এ সকল কর্ম্মেতে তোমাকে অতি চেষ্টান্বিতা ও অনবরত যত্নবতী হইতে হইবে; তাহা না হইলে একেবারে তুমি উত্তম কর্ম্ম কি পুকারে করিতে

পারিবা? যেমন পূর্বে বলিলাম, উত্তম ব্যবহার করা প্রথমে তোমার অতিশয় কঠিন বোধ হইবে; কিন্তু ভয় নাই, কেবল আপনার দুর্বলতা ও পাপিষ্ঠ স্বভাব মনে রাখিয়া নিত্যই ঈশ্বরের নিকটে শক্তি ও অনুগ্রহ যাচঞা কর, তাহাতে তিনি অবশ্য তাহা পূরান করিবেন।

ককণা কিঞ্চিৎ কাল চিন্তিতা হইয়া রহিল, শেষে সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আ মেন সাহেব! যদিও আমি পূর্ণাপেক্ষা সদ্যবহারিণী হই, তথাপি নবীনের বাপ ভাল না হইলে আমার ইহকালে কোন পুকারে সুখ হইবে না।

আমি উত্তর করিলাম, ককণা, তোমার সদ্যবহার ও নূনু স্বভাব দেখিয়া বোধ হয় সেও ক্রমেই ভাল হইতে পারিবে। কিন্তু যদিও এমত সুঘটনা না হয়, তবে কি তুমি নিশ্চিত্তা হইয়া থাকিবা? তুমি ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু, ইহা মনে রাখিও। অতএব যাহা ঘটে, ঘটুক; ঈশ্বরকে প্রেম ও সেবা করা তোমার অবশ্য কর্তব্য, ইহা যদি মনে না রাখ, তবে তুমি ধর্মের পথে কিঞ্চিৎ ক্লেশ পাইলে বিরক্তা হইয়া তাহা ত্যাগ করিবা। যাহারা সুখ কি মান কিম্বা আর কোন সামসারিক বস্তু পাইবার জন্যে সাধুদের পথে চলে, তাহারা যদি সে বস্তু না

পায়, তবে নিরাশ হইয়া পূর্বকালীন যিহুদীয়দের
ন্যায় বলে, ঈশ্বরের সেবা করা বৃথা, এবং সৈ-
ন্যধ্যক্ষ পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন করাতে ও
তাঁহার সম্মুখে শোকাচার করাতে আমাদের লাভ
কি? কিন্তু তাহার ঈশ্বরের বিশেষতঃ তাঁহার
পুত্রের পুতি পুন করিয়া সদাচারী হয়, তাহার
কোন আপদ পুত্র পিছে হাঁটিয়া যায় না ;
কারণ তাহার জ্ঞাত আছে, যে ইতংকালে যদিও
আমরা পুকাশকাপে লাভ না পাই, তথাপি স্বর্গে-
তে পুত্র ধন অবশ্য পাইব।

ককণ কাদিতেঃ কঠিন, হী যেন সাহেব। এই
কথা মতঃ বটে। আহা! ঈশ্বর যদি আমার পাপ
ক্ষমা করিয়া শেষে আমাকে স্বর্গে লন, তবে এই
জগতে দুঃখ পাইলেও কিছু ক্ষতি নাই। আমি
অনেক দোষ করিয়াছি তাহা জানি, তথাপি এখন
আমার মনে এক প্রকার ভরসা উঠিতেছে, যে
ঈশ্বর আমার পুতি দয়া করিলেও করিতে পারেন।
আজি অবধি আমি প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে
তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিব। ও যেন সাহেব,
দীনদীন পাপিষ্ঠা যে আমি, আমাকেও যে আ-
পনি শিক্ষা দিয়াছেন, এই কারণ পরমেশ্বর
আপনাকে আশীর্বাদ করুন।

অনন্তর আমি কহিলাম, আইস ককণা, আমরা এখনি হাঁটু পাতিয়া প্রার্থনা করি, যেন পুত্র তোমার পুতি পুঙ্গব হইয়া তোমার চেষ্টা সকল গ্রাহ্য করেন, ও তোমার স্বামির এবং তোমার সহানুভূতির মনকে পরিবর্ত্ত করান। ককণা কহিল, হাঁ মেন সাহেব, তাহাই ককণ : কেননা আমি আপনা আপনি ভাল কৰ্ম্ম করিতে পারিন না। তখন আমরা উভয়েই হাঁটু গাড়িয়া ককণার যেহ পারমার্থিক দ্বয়ের প্রয়োজন ছিল, তাহা আমি একে করিয়া পরমেশ্বরকে জানাইলাম, এবং সেই প্রার্থনা সমাপ্ত হইলে পর ককণা ক্রন্দন করত আর কথা কহিতে পারিল না।

সে সময়ে প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছিল, অতএব আমি ককণার নিকটে বিদায় হইয়া যেরে গেলাম। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করাতে আমার অন্তঃকরণ উল্লাসিত হইল, কারণ তখন বোধ করিলাম, যে ঈশ্বর তারি যন্ত্রণাদ্বারা তাহার মনকে আপনার পুতি আকর্ষণ করাইতে মনস্থ করিয়াছেন, এবং সান্ত্বনা বাক্য কহিবার জন্য তাহাকে দুঃখরূপ অরণ্যেতে আনিয়াছেন; যেমন এই দেশস্থ এক জন কবি কহিয়াছেন, যথা,

খাখিক লোকের এই নিশ্চয়, দুখ পাইলে সুখ হয়,

তাহার সার্থী দেখ না, আকাশে ।

আগে রাত্রি পিছে দিন, জান সব তাহার চিন,

সোণা রূপা তনয়ে পরশে ॥



অষ্টম অধ্যায় ।

ককণা উক্ত সকল উপদেশ পাইয়া ককণা ব্যবহার করিলে, তাহা দেখিতে আমি এমন ইচ্ছুক ছিলাম, যে দুই দিন পরে পুনরায় তাহার গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলাম । ফুলমণির এবং ককণার বরের মধ্যে বিস্তর বিশেষ ছিল বটে, তথাপি দেখিলাম যে ককণা বরের সকল বস্তু পূর্ণপোষক কিছু পরিপাটি করিয়া রাখিয়াছে । উঠান ঝাঁটি দেওয়া গিয়াছিল, কিন্তু ফুলমণি যেমন তাবৎ জঞ্জাল বাহিরে ফেলিয়া দিত, ককণা তেমন না করিয়া উঠানের এক কোণে তাহা চিপা করিয়া রাখিয়াছিল । নেও ঘরটি লেপন করিয়াছিল বটে, কিন্তু ফুলমণি যেমন লেপন করিয়া গোলা হাঁড়ি ঘরের পিছনে রাখিত, ককণা তেমন না করিয়া তাহা সম্মুখে ফেলিয়া রাখিয়াছিল ।

ককণা আমাকে দেখিবা মাত্র যে মোটা শাড়িখানি ফুলমণি তাহাকে দিয়াছিল, সে তাহা

পরিয়া হাস্যমুখে বাহিরে আইল, এবং তাহরি মাথাও সুন্দররূপে বাঁধা ছিল। আমি ঘরের মধ্যে গিয়া দেখিলাম যে ককণা কিছু পুরাতন কাপড় লইয়া একটি কোত্তা সিনাই করিতেছিল। যদিপি সেই কোত্তা ভাল কাটা হয় নাই, এবং সিনাই বড় মোটা, তথাপি তাহা দেখিয়া আমি অতিশয় নব্বুষ্ঠা হইয়া হাসিয়া বলিলাম, ককণা, তুমি তো বড় নিপুণ দরজী হইতেছ। ইহাতে ককণাও হাসিয়া উত্তর করিল, মেম সাহেব, যেমন পারি তেমনি করিতেছি। আগত রবিবারে গার্জায় যাইব, অতএব ভাবিলাম, যে সেথায় যাইবার জন্যে একটি কোত্তা তৈয়ার করিলে ভাল হয়।

আমি কহিলাম, তুমি উত্তম বুঝিয়াছ, এবং বোধ হয় কোন কর্ম চেষ্টা করিলে অল্প দিনের মধ্যে এক খান ভাল শাড়িও কিনিতে পারিবা। ইংলণ্ডদেশে আমাদের একটি চলিত কথা আছে, যথা,

সেখানে যাইবার ইচ্ছা হয়।

সেখানে যাইবার পথ করয় ॥

ককণা কহিল, হাঁ মেম সাহেব, আপনি সত্য বলিয়াছেন। কুলমনি আমাকে এক উপায় দেখাইয়াছে, যাহাতে আমি এক মাসের মধ্যে একটি

টাকা সঞ্চয় করিয়া গীর্জায় যাইবার নিমিত্তে একখান শাড়ি কিনিতে পারিব।

এমত কথা শুনিয়া আমি সমুপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলাম, নে কেমন উপায় বল দেখি?

ককণা কহিল, আমাদের পাড়াতে কোনও ধনি ছোলোকেরা সপ্তাহের মধ্যে একবার চারিটি পরসাদিয়া পারের দ্বারা ঘর লেপিয়া লন। কুলমণি বলিয়াছে যে আমি নাহেন্দু বাবুর স্ত্রীকে এবং আর দুই তিন জনকে তোমার দুঃখের বিষয় জানাইব, তাহাতে তাঁহার অবশ্য তোমাকে পুতি সপ্তাহে ঐ কৰ্ম করিতে ডাকিবেন। এমত হইলে আমার ভাবনা কি? সপ্তাহ গেল চারি ঘরে যদি ১০ চারি আনা পাই, তবে সচ্ছন্দে মাসে এক টাকা উপার্জন করিতে পারিব। ককণা আরো জিজ্ঞাসিল, নেম নাহেব, আপনি কি শুনিয়াছেন যে নাহেন্দু বাবুর স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়াছেন, এবং তিনি সকলের সাক্ষাতে বলিয়াছেন যে আমার বংশী তাঁহাকে মারে নাই, কিন্তু যে ব্যক্তির সঙ্গে বংশী গিয়াছিল সেই লোক ছুরিদ্বারা তাঁহার কুম্বিদেহে আঘাত করিয়াছিল?

আমি কহিলাম, হাঁ ককণা, আমি বল্য তাহা শুনিয়া বড় সমুপ্ত হইলাম, কারণ যদ্যপি সে

শ্রীলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় নাই, তথাপি সকলের মুখে তাঁহার প্রশংসা শুনিয়া থাকি।

ককণা বলিল, হাঁ মেম সাহেব, তাঁহার প্রশংসা আমাকেও করিতে হইবে, কেননা তিনি দরিদ্রদের পুতি বড় দয়ালু।

তাঁহাতে আমি হাস্য করত কহিলাম, ককণা, তুমি যদি মানে এক টাকা উপার্জন কর, তবে আপনাকে আর দরিদ্রা বলিও না, তুমি ক্রমেই ধনী হইয়া উঠিবা।

ককণা বলিল, আ মেম সাহেব! এ কৰ্ম করা যে সে কেবল পোটের জালায়। ঘর লেপন করা বড় কঠিন কৰ্ম, তাহা করিবার ভয়ে আমি আপনার ঘরটি ফেলিয়া রাখিতাম। এখন পরের ঘর লেপন করিতে হইল; তাহা পারি কি না, সে আগে দেখা যাউক।

আমি বলিলাম, ককণা, পারিবা না কেন? তুমি অবশ্য পারিবা। ঘর লেপিবার সময়ে ইহা মনে রাখিও, এখন আমি কর্তব্য কৰ্ম করিতেছি, তাহাতে তোমার পরিশ্রম লবুতর বোধ হইবে; এবং কৰ্ম করাতে আর একটি লাভ আছে, তদ্বারা তুমি নিজ মনের দুঃখ বিমূর্তা হইবা।

তদনন্তর আমি বলিলাম, ককণা, কল্য পুাতঃ-
কালে তোমার সান্নী জাগৃত হইলে কি ঘটিল,
তাহাই বিশেষরূপে শুনিতে আনিয়াছি।

তাহাতে ককণা কহিল, ও মেন্ন নাহিব, তাহার
বিষয়ে অনেক কথা আছে। সে যখন সন্ধ্যাকালে
স্নাত্তাল হয়, তখন পরদিবসে সন্ধ্যা তাহার মাথা
বড় ভারী হয়, ও সে উঠিয়া বসিলেও ঝিনাইতে
থাকে। তেমনি কল্য সে উঠিয়া কাছাকেও কিছু না
বলিয়া ঝিনাইতে ২ দাবার তানাক থাইতে লা-
গিল; এমনত সময়ে আমি তাহাকে গান্ধা ও তৈল
আনিয়া দিয়া কহিলাম, ও গো, যদি তোমার
মাথার ব্যথা হইয়া থাকে, তবে পুষ্করিণীতে স্নান
করিয়া আইন, বোধ হয়, তাহাতে ভাল হইলে
তুমি ফিরিয়া না আনিতে ২ তোমার ছান
ভাত রাধিয়া রাখিব। নবীনের বাপ উ-
করিল, কি ভাগ্য ককণা! আজি তোমার কি হই-
য়াছে? আমার সুখ জন্মাইতে কেন এত যত্ন করি-
তেছ? বোধ হয়, তুমি আমাকে ফুসলাইয়া
আমার কাছে পয়সা লইতে চাও; কিন্তু তাহ
কখনও হইবে না, সে আগে থাকিতে বলি
যাহা হউক, আমি তোমার কথা শুনিয়া স্নান
করিতে যাই, পরে আসিয়া ভাত খাইব। সে

সাহেব, আমি ভোরে উঠিয়া ঘর বাঁচি দিয়া সকল দ্রব্য সুন্দররূপে পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহাতে বোধ করিলাম, যে নবীনের বাপ তদ্বারা সন্তুষ্ট হইবে; কিন্তু তাহার এইরূপ কঠিন বাক্য শুনিয়া আমি কিছু রাগান্বিতা হইয়া তাহাকে ভৎসনা করিবার মানস করিতেছিলাম, এমনত সময়ে আপনকার উপদেশ আমার শ্রবণ হইল, তাহাতে আমি কিছু না বলিয়া চূপ করিয়া রহিলাম। পরে সে পুষ্করিণীহইতে ফিরিয়া আইলে আমি একটা মাজুর দাবায় বিছাইয়া তাহাকে ইলিস মাছের ব্যঞ্জন ও ভাল অন্ন ও ভাত আনিয়া দিলাম। সে তাহা দেখিয়া বড় আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া কহিল, ককণা, আজি কি হইয়াছে, তাহা কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। এমনত ভাল খাওয়া তিন মাস পর্যন্ত পাই নাই; এই সকল আয়োজন কেন করিলে? এবং কোথায় বা পাইলা? তখন আমি কহিলাম, কেবল তোমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যে এই সকল পুস্তুত করিয়াছি। এই কথাতে সে আমার মুখ পানে চাহিয়া আরো চমৎকৃত হইয়া কহিল, তুমি তো একেবারে নূতন মানুষ হইয়াছ! এমন স্বভাব যদি তোমার বরাবর থাকে,

তবে আমার বড় ভাগ্য। পরে কোমরহুইতে
 গৈঁজিয়া বাহির করিয়া সে তাহা আমার সম্মুখে
 ফেলিয়া হাসিয়া কহিল, যাহা হউক ককণা, আজি
 তুমি ভূলাইয়া আমার পয়সা গুলিন নইলা;
 অতএব যাহা উহাতে থাকে তাহা বাহির করিয়া
 লও। গৈঁজিয়াতে কেবল চারিটি পয়সা ছিল,
 তথাপি তাহা নইয়া নবীনের বাপকে বলিলাম,
 তোমার নিকটে এই যে চারিটি পয়সা পাইলাম,
 ইহাতে আমার বিস্তর বোধ হইল। পরে সে
 কহিল, আমার মাথা বড় বেদনা করিতেছে, অত
 এর তুমি যদি ওবেলাও আমাকে এইরূপ খাওয়া
 উত্ত পার, তবে আমি আজি কর্ম্ম না গিয়া ঘরে
 থাকি। মেম সাহেব, আপনি যে দুই টাকা দিয়া
 ছিলেন, আমি তাহার বিষয় তাহাকে বলিতে
 ভয় করিলাম, পাছে যত দিন ঘরে কড়ি থাকে
 তত দিন সে কর্ম্মেতে না যায়; এই জন্যে
 কহিলাম, ভাল, আজি গৃহে থাক, আর কিছু
 ইমিন মাছ আছে, তাহাই সন্ধ্যাকালে রাখিয়া
 দিব।

ইহাতে আমি কহিলাম, ককণা, তুমি জ্ঞানির
 মত কর্ম্ম করিলা বটে। সে কথা শুনিয়া তোমার
 মাগী কি সমস্ত দিন ঘরে রহিল?

ককণা উত্তর করিল, হাঁ নেম সাহেব, আর কি জানি কিসে তাহার মনে পুৰ্ব্বভি হইল, সে গোটা কতক বাঁস আনিয়া ঘরের বেড়া ঘেরামত করিতে লাগিল, তাহাতেই সকল আজি এমনত শোভা দেখাইতেছে।

আমি কহিলাম, ককণা, তোমার বড় সৌভাগ্য দেখিতে পাই; স্বৰ্গপথে চলিতে তোমার স্থানী বাধা না দিয়া বরং তোমার উপকার করিতেছে।

ককণা কহিল, না নেম সাহেব, সম্পূর্ণরূপে এমনত বলা যায় না; কিন্তু তাহার কথা আরও কিছু শুনুন। সন্ধ্যার সময়ে তাহার দুই তিন জন দুষ্টে নদ্বিয়া আনিয়া তাহাকে লইয়া যাইবার নিমিত্তে বিনতি করিতে লাগিল। পুথমে সে যাইতে চাহিল না, কিন্তু অনেক পরে তাহারা সাধ্য সাধনা করাতে সে গেল। তথাপি সে যে তাহাদের সহিত গিয়া নিতান্ত মাতওয়াল হইল এমনত নয়, কিঞ্চিৎ মদ থাইয়া সে নয়টা বাজিলে ঘরে ফিরিয়া আইল।

তাহাতে আমি জিজ্ঞাসিলাম, আজি সে কোথায়? ককণা কহিল, নেম সাহেব, আহাৰাদি করিয়া আমি কৰ্ম্মেতে যাই বলিয়া সে পাতঃ

কালে বাহিরে গিয়াছে ; এখন সে কি করে তাহা দেখা যাইবে ।

আমি জিজ্ঞাসিনীম, তবে পরশু অবধি সে কি তোনাকে আর কোন পুকারে কঠিন কথা কহে নাই? ককণা মাথা হেট করিয়া বলিল, না নেন। আমি আপন স্বামির নমু ব্যবহার দেখিয়া টের পাইয়াছি, যদি পূর্বাৱধি তাহার পুতি কোনল আচরণ করিয়া আনিতাম, তবে আমাদের এত দুঃখ কখন হইত না। ককণা এমনত ভাবিয়া সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইল।

অনন্তর আমি জিজ্ঞাসিনীম, এই দুই দিনে মধ্যে কি ফুলগণি তোমার গৃহে আনিয়াছিল?

ককণা বলিল, হাঁ নেন নাহেব, আজি পুাত কালে সে পূয় দুই ঘণ্টা পর্যন্ত এখানে ছিল আমার পরিষ্কার কাপড় ও যরের পারিপাট দেখিয়া পুথমে সে আশ্চর্য জ্ঞান করিয়া কহিল ককণা, তুমি কি এত দিনের পর ভাল গৃহিণী হইলা? আপনকার সহিত পরশু যে সকল কথা হইয়াছিল, আমি সে সকল তাহাকে জ্ঞাত করিয়া কহিলাম; ফুলগণি, এই অবধি আমি তোমাকে নিদর্শন স্বরূপ জ্ঞান করিয়া ঈশ্বরের আদেশ পালন করিতে চেষ্টা করিব। ফুলগণি এই কথা

শুনিয়া বড় আহলাদ পূর্বক বলিল, আহা ককণা !
 তুমি আমার মনকে কেমন পুফুল করিল।
 আমি সাধুর পিতার নিকটে পুণ্যনাথকে রাখিয়া
 আসিয়াছি, অতএব এক দণ্ড সঙ্কল্পে বসিয়া তো-
 মার সন্তিত কথা কহিতে পারিব ! তাহাতে সে
 আমাকে ধর্ম পুস্তকের অনেক বচন কহিয়া এই
 গদটি মুখস্থ করাইল, যথা ; “কঠিন বাক্য ও
 কোপ ও রাগ ও কলহ ও নিন্দা এবং তাবৎ জি-
 ঘাংসা, এই সকল তোমাদেরহইতে দূর হউক !
 আর খ্রীষ্টের অনুরোধে ঈশ্বর তোমাদিগকে যেমন
 ক্ষমা করিয়াছেন, তোমরা তেমনি দয়ালু ও কো-
 মল অন্তঃকরণ হইয়া পরস্পর ক্ষমা কর ।” পরে
 ফুলমাণি আমার নিকটে অনেক ক্ষণ বসিয়া যীশু
 খ্রীষ্টের পোষের বিষয় কহিতে লাগিল, তাহাতে
 সে সকল শ্রুতি কথা আমি পূর্ণাঙ্গপেক্ষা ভালরূপে
 বুঝিতে পারিয়া বোধ করিলাম, কি জানি যীশু
 আমাকেও ক্ষমা করিয়া স্বর্গে লইয়া যাইবেন ।
 কিন্তু ফুলমাণি গেলে পর আর এক জন স্ত্রীলোক
 আমাকে বংশির মা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল ।
 সে সময়ে আমি পরিভ্রাণের বিষয়ে ভাবিতেছি-
 লাম, এই জনে ঐ কথাতে আমার মনে বড় ভয়
 হইল ; তাহাতে আমি কাঁদিতে ২ বলিলাম, হায় !

আমি বংশির মা বটে, কিন্তু আপন ছেলেকে নষ্ট
করিয়াছি, অতএব এখন যে স্বর্গ পাইবার ভরসা
করিতেছি, ইহা আমার নিতান্ত ভ্রম ।

আমি কহিলাম, না ককণা, তুমি কেন হইবে ?
তোমার পাপ ভারী হইয়াছে বটে, অতএব
পাপকে যে ক্ষুদ্র বিষয় বোধ কর, ইহা আমার
কোন পুকারে ইচ্ছা নয় ; তথাপি একটি সান্ত্বনার
কথা কহিতে ছয়, যে সময়ে তুমি আপন ছেলার
পরিভ্রাণের বিষয়ে নিশ্চিন্তা ছিল, সে সময়ে
তুমি আপনি ধর্মের বিষয়ে এক পুকার অজ্ঞান
ছিল ; কিন্তু যে খ্রীষ্টিয়ান লোক পুতুর মহা
নগ্নত্বের আশ্বাসন করিয়াও আপন শিশুদিগকে
শিক্ষা না দেয়, ও ভালরূপে শাসন না করে
তাহাদের দোষ তোমার দোষ অপেক্ষা শত গুণে
বড় । হায় ! ঈশ্বরের বিচার স্থানে দাঁড়াইয়া
এমত ব্যক্তিগণকে কেমন ভয়ানক হিসাব দিতে
হইবে । কিন্তু ককণা, তুমি ভয় না করিয়া এই
কর্ম কর ; মন ফিরাইয়া পুতু যীশু খ্রীষ্টের পুতি
বিশ্বাস কর, এবং আগত কালে পাপ ত্যাগ
করিয়া সংক্রিয়া কর । তোমার এখন একটি
সন্তান আছে, তাহাকেই ধর্মের পথে লওয়াও ।
এই সকল করিলে ঈশ্বর তোমার পূর্বদোষ মুচি-

য়া ফেলিয়া খ্রীষ্টের অনুরোধে তোমাকে অবশ্য
গৃহ্য করিবেন।

ককণা উক্ত কথা শুনিয়া আপন চক্ষের জল
মুচিয়া কহিল, ও মেম সাহেব! সম্মানদিগকে
শিক্ষা দি নাই, ইহাতে যে আমার ভারি দোষ
হইয়াছে, তাহা আমি নবীনকে বলিয়াছি; আর
যীশু খ্রীষ্ট কে, ও তিনি বা কি করিলেন, তাহা
সাধ্য পর্যন্ত তাহাকে বুঝাইয়া দিয়া তাঁহার
পুতি বিশ্বাস করিতে বিনয় করিয়াছি।

আমি কহিলাম, ককণা, তুমি ভুল করিয়াছ।
এমত কর্মদ্বারা যে আমরা স্বর্গ লাভ করি, ইহা
নয়; তথাপি কর্ণালিয়ার পুথনা ও দানাদি যে
রূপ ঈশ্বরের গোচরে সাক্ষী স্বরূপ হইল, সেইরূপ
তুমি যে পুতু যীশু খ্রীষ্টের সেবা করিতে বাঞ্ছা
কর তোমার এই কর্ম তাহারি সাক্ষী হইয়াছে।

পরে আমি ককণাকে জিজ্ঞাসিলাম, ফুলমণি
কি আর কিছু বলিয়া যায় নাই?

ককণা উত্তর করিল, হাঁ মেম, সে আমাকে
অনেক সুপারামর্শ দিয়া শেষে আমার সহিত
পুথনা করিল, যেন ঈশ্বর আমাকে সৎক্রিয়া
করিতে শক্তি দেন, ও আমি যেন তাহাকে
পূর্বাপেক্ষা ভালরূপে সেবা করিতে পারি।

পারে সে বিদায় লওনের সময়ে বলিল, ককণা, তোমার পুতিদিনের জানান। আচার ব্যবহার যাহাতে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে হইতে পারে, এই অভিপ्राয়ে ধর্ম পুস্তকের কএকটি নিয়ম তোমাকে লিখিয়া দিতে সাধুর বাপকে বলিব; এবং এই দেখ, যেম সাহেব, দুই ঘণ্টা হইল সাধু এই তক্তিখানি আমাকে দিয়া গিয়াছে।

আমি সে তক্তি হাতে করিয়া দেখিলাম, যে প্লেমটাদ তাহাতে এক খান শাদা কাগজ বসাইয়া অতি স্পষ্ট রূপে বড় ২ অক্ষরে ধর্মপুস্তক হইতে তেরটা পদ লিখিয়াছে। এ বাক্য সকল বাহানা দেশস্থ খ্রীষ্টিয়ান স্ত্রীলোকদের পুতি অতি সুন্দররূপে খাটে, ইহা বুঝিয়া ধর্মপুস্তকের কোন স্থানে সেই পদ পাওয়া যায় তাহা সে সময়ে লিখিয়া নইলাম, এবং এখন পাঠকবর্গের চিত্তাথে বিস্তারিত রূপে ব্যাখ্যা করি। যথা,

খ্রীষ্টিয়ান স্ত্রীলোকদের শব্দার্থের ধারা।

১. ঈশ্বরের প্রতি মাহা করত।

১. “তুমি সর্বদাই পরমেশ্বরকে সম্মুখে রাখ।”
সায়ূদের গীত। ১৬। ৮।

২. “নিরন্তর পূর্থনা কর।” খিষলনীকীয়দের
পুতি পুথন পত্র। ৫। ১৭।

৩. “তুমি সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত পরমেশ্বরেতে বিশ্বাস কর; এবং আপন বুদ্ধিতে নির্ভর দিও না। আপন তাবৎ গতিতে তাঁহাকে স্বীকার কর; তাহাতে তিনি তোমার পথ সরল করিবেন।” হিতোপদেশ। ৩। ৫, ৬।

৪. স্মরণে রাখিও যে “তোমরা খ্রীষ্টের।” করিন্থীয় মণ্ডলীর পুতি পুথম পত্র। ৩। ২৩।

৫. “তোমরা ভোজন পান পুভূতি যে কোন কর্ম কর, সে সকলি ঈশ্বরের মহিমা পুকাশের নিমিত্তে কর।” ১ করিন্থীয়। ১০। ৩১।

২ পরিবারের প্রতি ঘাহা কর্তব্য।

৬. “তোমরা আপন ২ পরিবারের পুতি মনোযোগ কর, ও আলস্যের খাদ্য খাইও না।” হিতোপদেশ। ৩১। ২৭।

৭. “কার্যেতে নিরালস্য ও আত্মাতে উদ্যোগী হইয়া পুভুর সেবা কর।” রোমীয়। ১২। ১১।

৮. “হে নারি সকল, তোমরা যেমন পুভুর বশীভূতা তেমনি নিজ ২ স্বামিরও বশতাপন্ন হও।” ইফিষীয়। ৫। ২২।

৯. “তোমরা আপন ২ সন্তানদিগকে পুভুর শিক্ষা ও উপদেশ দিয়া পুতিপালন কর।” ইফিষীয়। ৬। ৪।

ও পুতিবানির প্রতি বাহ্য ক'রু।

১০. “তুমি মুখ খুলিয়া জ্ঞানের কথা কহ,
এবং তোমার জিজ্ঞাসে অনুগ্রহের ব্যবস্থা থাকুক।”
হিতোপদেশ ! ৩১।২৬।

১১. “তোমরা এক জন অন্যের পুতি মিথ্যা
কথা কহিও না ; কেননা তোমরা কন্দের সত্যিক
পুরাতন স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া সৃষ্টি কল্পার
পুতিমুষ্টি অনুদারে জ্ঞানেতে পুনর্নির্মিত যে নতুন
স্বভাব তাহা গুরুণ করিয়াছ।” বলসীয়। ৩।৯, ১০।

১২. “তোমরা পরস্পর পুন বিনা আর কিছুতে
কাহার ঋণী হইও না ; এবং কেবল আত্মবিরুদ্ধে
নহে, কিন্তু পরের বিষয়েও মনোযোগ কর।
রোমীয়। ১৩।৮। ফিলীপীয়। ২।৪।

১৩. “তোমরা সুযোগ পাইলে সকল ঘো
কের বিশেষতঃ বিশ্বাসকারি পরিবারের মঙ্গল
করিও।” গলাতীয়। ৬।১০।

উক্ত বাক্য পাড়িয়া আমি ককণাকে কহিলাম,
ককণা, তুমি যদি এই নিয়মানুসারে চল, তবে
তুমি ধন্য বট ; এবং ফুলমণি যে তোমার বন্ধু,
এও বড় আহলাদের বিষয়। কিন্তু ইহা অরণে
রাখিও, যদ্যপি তুমি তাহার পরামর্শে না চল ও
তাহার সদ্যবহার দেখিয়া আপনার ব্যবহার

রিবর্তন না কর, তবে ঈশ্বরের নিকটে ভয়ঙ্কর
হিসাব দিতে হইবে !

এই কথাত্তে ককণা চিন্তিতা ও মোনী হইয়া
থাকিল ! পরে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসিনাম,
তুমি কি এই সকল ঈশ্বরীয় রচন ভালরূপে বুঝি-
য়াছ ? ককণা বলিল, মেন সাহেব, যে অবধি
সামু ঐ তক্তি খানি আমাকে দিয়া গিয়াছে,
সেই অবধি আমি ঐ বাক্যের মর্ম্ম মনেতে
আন্দোলন করিতেছি ; কিন্তু তাহার মধ্যে দুইটি
পদ আমাকে কিছু কঠিন বোধ হইতেছে । আমি
জিজ্ঞাসিনাম, কোন্ ২ পদ, তাহা আমাকে বল ;
আমি আহ্লাদপূর্ব্বক তাহা বুঝাইয়া দিব, এবং
ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিব যেন তিনি আপন
নিগূঢ় বাক্য তোমার বোধগম্য করিয়া দেন ।

ককণা বলিল, মেন সাহেব, চতুর্থ নিয়ম এই,
“তোমরা খুষ্টের,” ইহা অরণে রাখিও ; কিন্তু
এই কথা কি নিম্নিত্তে অরণে রাখিতে হয়, তাহা
ভালরূপে বুঝিনাম না ।

আমি কহিনাম, ককণা, তোমাকে একটি দৃষ্টান্ত
বলি শুন ! অন্য দেশীয় একজন রাজা তোমাকে
খরিয়া কারাগারে রাখিয়া যদি এই কথা বলে,
তুমি আমাকে ১০০০০ দশ সহস্র টাকা আনিয়া না

দিলে আমি তোমাকে মারিয়া ফেলিব। এমত
 হইলে তুমি কি করিবা? তোমার কাছে টাকা
 নাই, এবং তোমার দরিদ্র বন্ধুবান্ধবেরা যে দশ
 সহস্র টাকা দিতে পারিবে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব
 কথা। তাহার। তোমাকে রক্ষা করিতে চাহিলেও
 কি জানি সকলে একত্র হইয়া এক শত ১০০ টাকা
 পর্যন্ত যোগাইতে পারিবে না, সুতরাং তোমার
 আর কোন উপায় না থাকাতে তোমাকে মরিতে
 হইবে। প্রাণদণ্ড কারক হাতে খড়্গ লইয়া তো-
 মাকে ধরিয়াছে, এমত সময়ে যদি এক জন ধনি
 ব্যক্তি আনিয়া উপস্থিত হন; এবং তিনি অসীম
 দয়া প্রকাশ করিয়া পৈমিক ও মৃদু রবে বলেন,
 ও দুর্ভাগ্যা স্ত্রী! তোমার যদি বাঁচিবার ইচ্ছা
 থাকে, তবে আমার কথা শুন। আমি তোমার
 শত্রুকে দশ সহস্র টাকা দিয়া তোমাকে রক্ষা করি,
 কিন্তু এমত করিলে তুমি চিরকাল আমার দাসী
 হইবা; আমি তোমাকে কিনিয়া লওয়াতে তুমি
 আর কোন কর্তার সেবা করিতে পারিবা না।
 আমার নিকটে যদি এই স্বীকার কর, তবে আমি
 তোমাকে রক্ষা করি; কিন্তু আমার আজ্ঞা যে
 কঠিন হইবে, এমত বোধ করিও না, কেননা
 যাহাতে তোমারই হিত জন্মে কেবল এমত

আজ্ঞা করিব। কঞ্চণা, এখন জিজ্ঞাসা করি, তুমি
এমত দয়ালু ব্যক্তিকে কি উত্তর দিবা?

কঞ্চণা বলিল, ও মেম সাহেব, আমি তখনি
তাঁহার নিয়মে স্বীকৃত হইয়া সর্বদা তাঁহার নিকটে
বাস্য হইয়া থাকিতাম।

আমি কহিলাম, হাঁ কঞ্চণা, ঐ পুকার কর্ম
করা তোমার উচিত হইত বটে; কিন্তু কিছু দিন
পরে তুমি যদি ঐ ব্যক্তির সেবা ছাড়িয়া তাঁহার
এক জন শত্রুর নিকটে কর্ম করিতে যাইত, তবে
তোমার বিষয়ে কি বলা যাইত? কঞ্চণা কহিল,
মেম সাহেব, এমত যদি করিতাম, তবে আমাকে
অবশ্য দুষ্টা ও অকৃতজ্ঞা শ্রী বলিত। আমি কহি-
লাম, কঞ্চণা, তবে বল দেখি, এমত অকৃতজ্ঞের
মত কর্ম যেন তোমাহইতে না হয়, এই অভিপ্রায়ে
আপন মনকে কি পুকারে রক্ষা করিতা? কঞ্চণা
উত্তর করিল, মেম সাহেব, আমি সর্বদা ইহা
মনে রাখিতাম, যে আমি মৃতপ্যায় হইয়া-
ছিলাম, এমত সময়ে আমার দয়ালু কর্তা টাকা
দিয়া আমাকে মৃত্যুহইতে বাঁচাইলেন, তাহাতে
আমি এক পুকার তাঁহার ক্রীতা দাসী হইয়াছি,
অতএব এখন যদি তাঁহাকে ছাড়িয়া পরের সেবা
করি, তবে ইহাতে বড় অধর্ম্য হইবে।

আমি বলিলাম, ভাল कहিয়াছি ককণা, তুমি আমার দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য সুন্দররূপে বুঝিয়াছি। এখন বোধ করি, “তোমরা খুঁষ্টের, ইহা স্মরণে রাখিও,” এই কথা সাধুর বাপ কি অভিপ্ৰায়ে লিখিল তাহাও বুঝিতে পরিবা।

ককণা পুঙ্খুল বদন হইয়া कहিল, হাঁহ, এখন আমি বুঝিয়াছি বটে। আমি পাপ রোগে মৃত-প্রায় হইয়া নরকের পথে যাইতেছিলাম, এমন সময় খুঁষ্ট দশ সহস্র টাকা না দিয়া আপন বহু-মূল্য রক্ত ব্যয় করিয়া আমাকে রক্ষা করিলেন; অতএব এখন আমি তাঁহারি হইয়াছি, ইহা সর্বদা স্মরণে রাখিলে আমি শয়তানের সেবা কোন প্রকারে না করিয়া কেবল আপন দয়ালু ত্রাণ-কর্তার নিকটে বাধ্য হইয়া থাকিব।

ককণার এইরূপ বাক্য শুনিয়া আমি অতি-শয় আহলাদিতা হইলাম, যেহেতুক তদ্বারা বোধ করিলাম, এ ব্যক্তি যদি ধর্ম্মান্বাহিত শিক্তি না হইত, তবে সে এমনত কথা कहিতে পারিত না।

ঈশ্বর যে আমার প্রার্থনা শুনিয়া ককণাকে এরূপ শিক্ষা দিলেন, এই জনে আমি মনেঃ তাঁহার ধন্যবাদ করিয়া कहিলাম, এখন ককণা

তুমি আর কোন্ কথা বুঝিতে পার নাই, তাহা আমাকে বল ।

ককণা কহিল, যেন নাহেব, পঞ্চম নিয়ম এই, “তোমরা ভোজন পান পুভূতি যে কোন কর্ম কর, সে সকলি ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের নিমিত্তে কর ;” কিন্তু আমাদিগকে দিনে ২ আপন সন্তোষের নিমিত্তে অনেক প্রকার ক্ষুদ্র ২ কর্ম করিতে হয়, তবে সে সকল কর্মদ্বারা ঈশ্বরের মহিমা কিরূপে প্রকাশ হইবে?

আমি কহিলাম, ককণা, বোধ করি পৌল পুরিত ঐ বিধি দৃঢ়রূপে স্থাপন করিবার জন্যে এই প্রকার কথা লিখিলেন । সেই কথার অভিপ্রায় এই, কেবল মহৎ কর্মে নয় বরং ক্ষুদ্র কর্মেও ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করা উচিত ; তাহাতে বোধ হয়, তিনি দৃষ্টান্তভাবে ভোজন পান করিবার বিষয় কহিলেন । ভোজন পানদ্বারা যে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করা যায় না, এমনত অনুমান করিও না । অনেক খ্রীষ্টিয়ান লোকেরা এই বাক্যেতে মনোযোগ না করিয়া কেবল আত্মসুখের জন্যে আহারাদি করে, কিন্তু এমত করা উচিত নয় । ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত ব্যক্তি পেটুক হইয়া অপরিমিত ভোজন পান করে, তাহাতে তাহার

শরীর ক্রমেই নিস্তেজ ও শূল হইলে সে ঈশ্বরে
 সেবা করিতে অক্ষম হয়। কিন্তু সত্য খ্রীষ্টিয়
 ব্যক্তি সেইরূপ না করিয়া পরিমিত আচরণ করে
 ফলতঃ সে ঈশ্বরের দত্ত বস্তু ভোজন পান করিয়া
 সময়ে ইচ্ছা মনে রাখে, যে আমার শরীর পান
 মেশ্বরের খাদ্য দ্রব্যদ্বারা পুতিপালিত ও সব
 হইতেছে, অতএব সে শরীর তাঁহারি হইল, এ
 তাঁহারি কার্যে, তাহা ব্যয় করা কর্তব্য। সে
 দ্রব্যের বিষয়েও এইরূপ বলা যায়। পরমেশ্বর
 মনুষ্যদের পান করিবার জন্যে জল ও দুগ্ধ আদি
 নানা প্রকার সঙ্গুণমুক্ত উত্তম দ্রব্য দান করি
 য়াছেন, এবং যতকাল মনুষ্যেরা কেবল ঐ সমস্ত
 দ্রব্য পান করে, তত দিন তাহাদের জ্ঞানচ
 নির্মল থাকে, ও তাহারা সেই জ্ঞান ও বুদ্ধি
 ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করিতে পারে; কি
 যখন তাহারা মদ্যাদি পান করিতে আরম্ভ করে
 ও তদ্বারা মাতোয়ালা হয়, তখন তাহারা শর
 তানের বশীভূত হইয়া তাহারই মহিমা প্রকাশ
 করিবার হেতু পান করে, ও আপনার শরীর
 আত্মা উভয়কে নষ্ট করে। আরো বলি, কদুনা
 যাহাতে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ হয়, এমন আর
 অনেক ক্ষুদ্র কৰ্ম আছে। দেখ, আমি তোমার

যরে আসিয়া দেখিলাম, তুমি একটা কোর্তা জিলাই করিতেছ, তাহাতে তুমি আমাকে কহিলা, গীর্জায় যাওয়া আমার কর্তব্য, এবং তাহার গীর্জায় যায়, তাহাদিগকে উপযুক্ত বস্ত্র পরিয়া যাইতে হয়, কারণ ঈশ্বর কহিয়াছেন, বিহিতরূপে সকল কৰ্ম কর; তুমি এই আজ্ঞা পালন করিতে চাহিয়া ঐ কোর্তাটি জিলাই করিতে লাগিয়াছ। অতএব বোধ হয়, এই ক্ষুদ্র কৰ্মের বিষয়ে বলা যায় যে তদ্বারা ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ হইতেছে। এই প্রকার আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি। তুমি আপন স্বামির বশীভূতা হও, কেননা ঈশ্বর এমনত আজ্ঞা করিয়াছেন; এবং সমস্তাদিগকে সুশিক্ষা দেও, যেন তাহার ঈশ্বরের সেবা করিতে পারে; ও আত্মসুখের নিমিত্তে কিম্বা মান্য হইবার জন্যে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের সন্তোষ জন্মাইবার জন্যে দরিদ্রদের পুতি দয়া কর; এবং বিশেষরূপে খ্রীষ্টিয়ানদের পুতি পুণিক ব্যবহার কর, কারণ তাহার পুতুর পরিবার; সকলের পুতি সরল আচরণ কর, মনুষ্যের ভয়ে তাহা নয়, কিন্তু ঈশ্বর এমনত আদেশ করিয়াছেন, এই নিমিত্তে তাহা কর। এই সকল করিলে তদ্বারা ঈশ্বরের মহিমা অবশ্য প্রকাশ

হইবে। এখন ককণা, তুমি ঐ পঞ্চম নিয়ম বুঝি
যাছ কি না?

ককণা বলিল, হাঁ মেম সাহেব, বুঝিয়াছি।

আমি তাহার সহিত আরো কথোপকথন
করিতে ইচ্ছুক ছিলাম, কিন্তু সেই সময়ে দূরে
দেখিলাম, যে নবীনের বাপ ক্ষেত্রের উপর দিয়
ঘরে আসিতেছে। তাহাতে ককণা শীঘ্র উঠিয়
দ্বারের নিকটে গেল, এবং তাহার দ্বারিকে দে
খিয়া মাত্র সে পুফুল বদনে কহিল, ও মেম সাহেব
তাহার সঙ্গে কোন দৃষ্ট লোক নাই, এবং সে টল



মন্ না করিয়া ভাল মানুষের মত আসিতেছে।
আজি সে মাতওয়ালা হয় নাই। হায়! সে যদি
মদ্যপান ত্যাগ করে, তবে আমার ভাবনা
কি? আমি তাহার সহিত অতি সুখে বাস করিতে

পারিব, কেননা মাতাওয়ালা না হইলে নবীনের বাপ আমার পুতি কোন দৌরাভ্য করে না।

স্বামিকে ভাল হইবার লক্ষণ দেখিবা মাত্র তাহার স্ত্রী যে এইরূপ পুয়ের কথা कहিল, তাহাতে আমি উল্লাসিতা হইলেও আশ্চর্য্যভ্রান করিলাম না, কারণ যৌবন কালে বিবাহিত স্বামি অপেক্ষা এই জগতের মধ্যে এমনত পুয়তম সম্বন্ধ আর কাহারও সহিত হয় না। আমি ককণার নিকটে এই কথা বলিয়া বিদায় হইলাম, ককণা, তুমি শীঘ্র তোমার স্বামির জন্যে তামাক মাজিয়া রাখ; সে পুয় এক ক্রোশ পথ হাঁটিয়া আসিতেছে, অতএব বোধ হয় আসিবা মাত্র তামাক খাইতে চাহিবে। পরে ঘরের বাহির হইলে নবীনের পিতার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল, সে আমাকে অতি নম্রতা পূর্বক সেলাম করিয়া বাটার ভিতরে পুবেশ করিল। ককণা যেমত বলিয়াছিল, আমি সেই মত দেখিলাম, সে এখন মাতাওয়ালা হয় নাই বটে। হে স্ত্রীগণ, তোমরা মন দিয়া শুন; যে ব্যক্তি পুতিদিবস মাতাল হইয়া অর্দ্ধ রাত্রি পর্যন্ত পথে পড়িয়া থাকিত, এখন সে ব্যক্তি কিছু মদ্যাদি পান না করিয়া বেলা থাকিতেই ঘরে ফিরিয়া আইল।

কি জনে, এমনত করিল তাহা বলি, শুন ; তাহার
স্ত্রী তিন দিবস পর্য্যন্ত তাহার গৃহ পরিপাটি
করিয়া তাহাকে পুনের বাক্য কহিয়াছিল ।

পরে গাড়ীতে উঠিবার সময়ে ফুলমণি শীঘ্র
আসিয়া আমাকে আপন ঘরে ডাকিল, তা-
হাতে আমি নামিয়া তাহার নিকটে গেলাম ।
তাহার চক্ষে জল ছল্ ২ করিতেছিল বটে, তথাপি
আমি টের পাইলাম, যে সে জল দুঃখ পূর্ণ
নয়, কিন্তু অত্যন্ত আনন্দদ্বারা জন্মিয়াছে । ফুল-
মণি অতিশয় পুফুল্ল বদনে কহিল, ও মেম সা-
হেব ! এত দিন পরে আপনি আমার সুন্দরীকে
দেখিতে পাইবেন ; আজি পাদরি সাহেব আ-
মাকে বলিলেন, আমার ভগিনী এই সপ্তাহের
মধ্যে আসিবেন, এবং বোধ করি তিনি তিন
মাস পর্য্যন্ত এখানে থাকিবেন । মেম সাহেব,
আপনি আমাসকলের পুতি বড় পুেন করেন, এই
জনে, আমার মেয়াকে আপনাকে দেখাইতে
অতিশয় বাঞ্ছা আছে । লোকে তাহাকে পরম
সুন্দরী কহে, কিন্তু আপনি তাহাকে দেখিলে
সে বিষয় বিচার করিবেন । সুন্দরী আইলে
পর আপনাকে সেলাম করিবার জন্যে আমি
কি তাহাকে আপনার বাড়ীতে লইয়া যাইব,

কি আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের ঘরে আসিবেন?

আমি কহিলাম, ফুলমণি, তোমার মেয়াকে আমার বাটিতে লইয়া যাইও না; আমি তোমাদের ঘরে আসিব, কারণ আমি সুন্দরীকে তাহার ভাই ভগিনীর সহিত দেখিতে চাই। বোধ হয়, সাধু ও সত্যবতী বড় আহলাদিত হইয়াছে!

ফুলমণি কহিল, ও মেঘ সাহেব, তাহাদের আমোদের শীমা নাই; আজি সমস্ত দিন সত্যবতী নাচিতে২ দিদি আসিতেছে২ এই কথা সকলকে বলিয়াছে।

আমি কহিলাম, ফুলমণি, আমিও তোমার সহিত আনন্দ করি। যে দিন তোমার সহিত পুথমে আমার সাক্ষাৎ হইল, সেই দিন অবধি আমি সুন্দরীকে দেখিতে ইচ্ছুক আছি; তাহার ভাষা গোলাপ চারার বিষয় আমি অদ্যাবধি ভুলি নাই।

ফুলমণি বলিল, ও মেঘ সাহেব, সে অনেক দিনের কথা, বোধ করিতেছিলাম যে সে আপনকার মনে পড়িবে না।

আমি বলিলাম, হাঁ ফুলমণি, সে এক বৎসরের কথা হইল বটে, তথাপি ঐ গোলাপ

চারার বিষয় তোমার মেয়াদ যে সুন্দর উপদেশ, তাহা আমি কখন ভুলিব না। ফুলমণি, ইচ্ছাও তোমাকে বলি, যদ্যপিও আমি ইংরাজি বিদ্যি এবং তুমি বাঙ্গালি জীলোক, তথাপি তোমার সহিত যে আমার সাক্ষাৎ হইল, এই জনে আমি অনেকবার ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়াছি। তোমার সহিত আলাপ করিয়া আমার মন বিস্তৃত সাহসনা পাইয়াছে, এবং সকল ধর্মকর্মে তুমি আমাকে সর্বদা সাহায্য করিয়াছ।

এই কথা শুনিয়া ফুলমণির চক্ষুহইতে জল পড়িতে লাগিল। পরে সে কহিল, মেন সাহেব আপনি আমাদিগকে বড় প্রেম করেন, তাহা আমি জানি, কিন্তু আমরা তাহার যোগ্যপাত্র নহি। আমি আপনকার সাহায্যার্থে কি করিয়াছি? যাহারা ভাল হইয়াছে তাহারা আপনকারই শিক্ষাদ্বারা হইয়াছে।

আমি কহিলাম, না না ফুলমণি, এমনত কথা বলিও না। আমি নয়, কিন্তু ধর্মাত্মা তাহাদের মনে আপন বাক্যরূপ বীজ ফলবান্ করিয়াছেন; ফলতঃ আমরা সে বীজ বপন করিতে পারিয়াছিলাম, এই হেতুক পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করা আমাদের কর্তব্য। আমি যেকোন পূর্ণ

একবার বলিয়াছিলাম, সেইরূপ আরবার বলি, আমি যে স্থানে বীজ বপন করিয়াছি, সেই স্থানে তুমি প্রার্থনা ও সদুপদেশরূপ জল সেচন করিয়াছ; তাহাতে যদি কোন ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে আমরা উভয়ে মিলিয়া উল্লাসিতা হইতে পারি। গত বৎসরের মধ্যে ঈশ্বর আমাদেরকে কেমন ধর্মরূপ কসন দিয়াছেন, তাহা আমরা বিবেচনা করিয়া দেখি; কেননা তাঁহার অনুগ্রহ চিন্তা করণদ্বারা আমাদের মনে তাঁহার পুতি কৃতজ্ঞতা জন্মে। প্রথমে আয়ার কথা বলিতে হয়। আমি যখন এই স্থানে আইলাম, তখন সে মিথ্যা পয়গম্বরের মতালম্বী ছিল; এখন সে যীশুর পুতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতেছে। আয়া আমাকে অনেকবার বলিয়াছে, আমি প্রথমে ফুলমণির ছেল্যাদের ব্যবহার দেখিয়া ও তাহাদের কথাবার্তা শুনিয়া ধর্মের বিষয়ে ভাবিতে লাগিলাম।

ইহা শুনিয়া ফুলমণি স্বর্গের পুতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, হে দয়ালু পিতঃ! আমি তোমার ধন্যবাদ করি।

পরে আমি কহিলাম, রাণীর বিষয়েও মন-যোগ কর। সে এখন কিরূপ সদাচারণ করি-

তেছে, ও তাহার দুষ্টা বাকড়াটে শাণ্ডীর পুতি
কেমন সহিষ্ণুতা পুকাশ করিয়া তাহার সকল
আত্মা পালন করিতেছে। ফুলমণি, রাণী তোমার
রই ধর্ম মেয়।; তাহার সহিত ধর্মের বিষয়ে
আমার তো পায় কথা হয় নাই।

ফুলমণি কহিল, মেম সাহেব, সে আপনকার
স্থানী মধুর ভয়ানক মৃত্যু দেখিয়া আপন আত্মা
বিষয়ে পুথমে চিন্তা করিতে লাগিল; এবং দুই
দিবস পরে তাহার পুসব হওনের সময়ে ঈশ্বর
তাহার পুতি অতি দয়া পুকাশ করিলেন, তদ্বারা
তাহার মন বিশেষরূপে নম্র হইল, ইহা সে অ
পনি আমাকে বলিয়াছে। সে যাহা হউক, মেম
সাহেব, রাণী যদিও আমায় ধর্ম মেয়। হয়
তবে আমাদের পুয়া ককণাকে আপনকার
শিষ্য অবশ্য বলিতে হইবে। ও মেম সাহেব
শেষ দিবসে সে আপনকার পক্ষে আনন্দক
মুকুট হইবে; কারণ ককণার মন অতিশয় প্রে
মিক, এবং সে যদি সত্য খ্রীষ্টিয়ান হয়, তা
বোধ হয় অনেকের ন্যায় খ্রীষ্টের পুতি তাহার
প্রেম কখন শীতল হইবে না।

আমি কহিলান, ফুলমণি, ককণার শিক্ষা
তুমি আমাকে কিপর্যন্ত সাহায্য করিয়াছ, তাহ

আমি কখন ভুলিব না ! কিন্তু তোমার মনে এখন কেমন লয় ? ককণা যে সত্য খ্রীষ্টিয়ান হইবে, এমত কি তোমার ভরসা আছে ?

ফুলমণি উত্তর করিল, মেম সাহেব, অবশ্য আছে ! ককণা আমাদের পুত্র উপর নির্ভর দিয়া অসৎকর্ম ত্যাগ করিতে ও সৎকর্ম করিতে চেষ্টান্বিতা আছে ; এবং সে যে কৃতকার্য হইবে ইহার কোন সন্দেহ নাই, কারণ পুত্র আপনি কহিয়াছেন, “আমি তোমাদিগকে এক নূতন অন্তঃকরণ দিব, ও তোমাদের অন্তরে এক নূতন আত্মা স্থাপন করিব।” যিহিফেল ৩৬।২৬।

আমি কহিলাম, হাঁ ফুলমণি, সে সত্য বটে, কেননা পুত্র আপনি বাক্য সফল করণার্থে তাহার মনকে দুঃখদ্বারা এখন অনেক নগ্ন করিয়াছেন !

ফুলমণি বলিল, আ মেম সাহেব ! এ কেমন খেদের বিষয়, যে পর্যন্ত আমরা দুঃখরূপ দণ্ড ভোগ না করি, সেই পর্যন্ত আমরা খ্রীষ্টের যোঁয়ালি বহিতে অসম্মত হই ; কিন্তু দুঃখদ্বারা যদি তিনি আপনার পুতি আমাদের মনকে আকর্ষণ করেন, তবে সেই দুঃখের নিমিত্তে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে হয় ! তিনি ককণার পুতি এমত করিয়াছেন ; আর সে যদি সত্য খ্রীষ্টিয়ান

হয়, তবে তাহার স্বামী ও ধর্মের বিষয়ে মনে
যোগ করিবে, আমার এমন ভরসা আছে।

আমি কহিলাম, হাঁ ফুলমনি, আমিও এইরূপ
ভাবিয়াছিলাম; অতএব আইস, আমাদের বাহুল্য
সফল করণার্থে আমরা দুই জনে আজি অবশিষ্ট
নবীনের পিতার নিমিত্তে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ
করি। তাহার সহিত আমাদের বড় একট
আলাপ নাই বটে, কিন্তু পুত্ৰ বলিয়াছেন, পৃথি
বীতে তোমাদের মধ্যে দুই জন যদি এক পরা
মর্শ হইয়া কিছু প্রার্থনা করে, তবে আমার স্বর্গ
পিতাদ্বারা তাহা তাহাদের জন্যে সম্পন্ন হইবে
এমন অঙ্গীকার পাইয়া আমরা যেন কিছু ভয়
না করি, কারণ ঈশ্বরের বাক্যানুসারে আমাদের
প্রার্থনা অবশ্য সফল হইবে। এই কথা বলিয়া
আমি বিদায় হইলাম, এবং নিশ্চয় বলিতে
পারি যে সে রাত্রিতে ফুলমনি ও আমি দয়ার
সিংহাসনের নিকটে ঐ দুই ব্যক্তির পরিভ্রা-
টাহিতে বিমূর্ত হইলাম না।



নবম অধ্যায়।

পূর্বোক্ত পরিবারগণের বিবরণ বাহুল্যরূপে
লেখা অনাবশ্যক; কিন্তু তাহা সমাপ্ত করিবার

পূর্বে ফুলমণির জ্যেষ্ঠা কন্যার চরিত্রের বিষয় পাঠকদিগকে কিঞ্চিৎ জ্ঞাত করিতে আমার বড় ইচ্ছা হয়। তাঁহাদের অবশ্য স্মরণ থাকিবে যে এই ইতিহাসের আরম্ভে ঐ কন্যার বৃত্তান্ত কিছু লিখিত আছে; ভরসা করি সুন্দরীর নিকপট ধর্মের ও পিতামাতার পুতি অত্যন্ত পোষের বিষয় পড়িয়া তাঁহারা তাহার বিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ শুনিতে ইচ্ছুক হইবেন।

সুন্দরীর আসিবার বিষয়ে ফুলমণির সহিত কথা হইলে পর রবিবারে আমি গীর্জাতে পাদরি দাহেবের পরিবারের সহিত এক জন নূতন মেয়কে দেখিলাম, এবং দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বোধ করিলাম, ইনি অবশ্য সুন্দরীর কর্তা হইবেন। প্রমত্ত হইলে আমি ফুলমণির গৃহে শীঘ্র বাইতে মনস্থ করিলাম, কেননা তাহাকে সম্বৃত্ত করিতে ও তাহার কন্যাকে দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা ছিল। অতএব পর দিন সন্ধ্যাকালে আমি তথায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। ফুলমণি আমাকে গাড়ীহইতে নামিতে দেখিবা মাত্র বাহিরে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিল। আমি তাহার পুফুল বদন দেখিয়া কহিলাম, ফুলমণি, কখন? তোমার মেয়াকে কুশলে পাইলা?

সে উত্তর করিল, হাঁ মেম সাহেব, ঈশ্বরে
অনুগৃহেতে পাইয়াছি বটে, এবং আমার দৃষ্টি
বোধ হয়, তাহার শরীরের সৌন্দর্য ও তাঁর
হইতে অধিক মূল্যবান যে মনের সৌন্দর্য। এই
উভয়েতে আমার মেয় পূর্বাপেক্ষা বিস্তর বাড়ি
যাচ্ছে।

আমি বলিলাম, কুলননি, ঈশ্বর কহিয়াছেন
“হে ধার্মিকগণ, তোমাদের মঙ্গল হইবে,
তোমরা আপন২ ক্রিয়ার ফল ভোগ করিবা
আমি আপন মর্যাদাকে রিদিগকে মর্যাদা করি
কিন্তু আমার তুচ্ছকারিগণ তুচ্ছীকৃত হইবে”
তুমি আপন মেয়াকে পুত্র শিক্ষা ও উপদে
দিয়া ঈশ্বরের মর্যাদা করিলা, তাহাতে তি
এখন ঐ কন্যাকে ধার্মিক ও সুশীলা করি
সকলের সাক্ষাতে তোমার মর্যাদা করিতেছেন

এই কথা বলিয়া আমি উঠানে প্রবেশ করি
লাম। সুন্দরী দাবাতে একটা মাজুর বিছাই
ঘরের পুতি মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছিল, তাহা
সে পুথমে আমাকে দেখিতে পাইল না। সা
তাহার পার্শ্বে বসিয়াছে, এবং সত্যবতী আপ
ভগিনীর গালে হাত বুলাইয়া বলিতেছে,
দিদি! তুমি পূর্বে যেমন সুন্দর গল্প বলিতা, তে

মন একটি গল্প এখন আমাদিগকে বল। পরে সে আমাকে টের পাইয়া শীঘ্র উঠিয়া কহিল, ওগো দিদি! সেই মেম সাহেব আসিয়াছেন।

ইহাতে সুন্দরী উঠিয়া আমাকে সলাম করিল। আমি তাহার নৈসর্গ্যের বিষয়ে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা যথার্থ বোধ হইল। সে অতিশয় রূপবতী ছিল বটে; বিশেষতঃ তাহার বর্ণ গৌর এবং তাহার যেমন সুন্দর ও বড় চক্ষুঃ তেমন আমি আর কাহারো দেখি নাই। তাহার বদন লাবণ্যযুক্ত, এবং সে সুন্দররূপে গমন করিত। সুন্দরী কিছু মাত্র অসভ্য না হইয়া বড় লজ্জাবতী ছিল, কিন্তু কোন রূপট লজ্জা প্রকাশ করিত না, কারণ মেম সাহেবদের সহিত আলাপ করা তাহার অভ্যাস ছিল।

আমি তাহাকে বলিলাম, সুন্দরি, আমি তোমাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম; আমি অনেক দিন পর্যন্ত তোমার আগমনের অপেক্ষাতে আছি। বোধ হয়, আমি কে তাহা তুমি শুনিয়া থাকিবা।

সুন্দরী উত্তর করিল, হাঁ মেম সাহেব, আমার পিতা মাতার পুতি আপনকার সকল অনুগ্রহের বিষয় আমার ছোট ভাই ও ভগিনী আমাকে বলিয়াছে। মেম সাহেব, এই জনৈক ঈশ্বর আপ-

নাকে আশীর্বাদ করুন! ইহা বলিয়া তাহার চক্ষু
জলেতে পরিপূর্ণ হইল। সত্যবতী ইহা দেখিয়া
অঞ্চল লইয়া তাহার ভগিনীর চক্ষুঃ শীঘ্র মুছাইয়া
কহিল, না না দিদি! এখন তোমার কাঁদা উচিত
নয়, কেননা এই আমাদের আনন্দের সময়।
পরে ঐ কথা যেন সকলে ভুলিয়া যায়, এই অভি-
প্রায়ে সে আমার পুতি ফিরিয়া কহিল, মেঃ
সাহেব, দিদি কলিকাতাহইতে আমাদের জন্যে
যে সকল সুন্দর দ্রব্যাদি আনিয়াছে তাহা কি
আপনি দেখিতে চাহেন?

আমি উত্তর করিলাম, হাঁ, অবশ্য দেখিতে
চাহি। তখন সত্যবতী শীঘ্র ঘরের ভিতরে গিয়া
ঐ সকল দ্রব্য বাহির করিয়া আনিল, তাহাতে
আমি দেখিলাম সুন্দরী সত্যবতীর জন্যে ঈ-
রাজ্য বিবিদের মত পোশাক পরা একটি কাপড়ের
পুতুলিকা, আর এক বোড়া পুতি বসান চুড়ি
আনিয়াছে; ও সাধুকে ষিদিয়ার্থি বালক জানিয়া
সে তাহার নিমিত্তে পুস্তক রাখিবার সিন্দুক আর
একখান খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর ইতিহাস পুস্তক, এবং
পিতার জন্যে একটি মেজাই আনিয়াছে। সুন্দ-
রী আপন মনিবের তিনটি শাটিন কাপড়ের
পুরাতন জামা পাইয়া তাহাতে বোড় দিয়া অভি-

নিপুণতা প্রকাশ করত সেই মেজাইটিকে বড় সুন্দররূপে সিলাই করিয়াছিল।

সত্যবতী তাহা আমাকে দেখাইয়া বলিল, যেমন সাহেব, বাবা এই জামাটি পরিলে ঠিক বাবুর মত দেখায়। তাহার বড় ভগিনী কহিল, সত্যবতী, বাবা কি বাবু নয়? তাঁহাকে অবশ্য বাবু বলিতে হইবে; কেননা কলিকাতায় আমি অনেক বাবু দেখিয়াছি, কিন্তু আমাদের পিতা যেমন সেই নাম পাইবার যোগ্যপাত্র, তেমনি আর এক জনকেও দেখি নাই। আমার বোধ হয়, যিনি ধার্মিক ও শিষ্টাচারী হইয়া ধনি ও দরিদ্র সকলের পুতি দয়া করেন, এমন ব্যক্তিকেই পুরুত বাবু বলা যায়। তোমরা বল দেখি, আমাদের পিতা এই পুকার বাবু আছেন কি না? সাধু ও সত্যবতী উভয়ে উত্তর করিল, হাঁ অবশ্য, ২, আমাদের পিতা যেমন ভাল, তেমন আর কোন মানুষকে দেখি না।

উক্ত কথোপকথনের সময়ে ফুলগাণি কিছু বলিল না বটে, কিন্তু আপন সম্ভানদের ঐ সকল বাক্য শুনিয়া সে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছে, ইহা আমি তাহার পুঙ্খল বদনের পুতি দৃষ্টি করিয়া টের পাইলাম। পরে তাহার মেয়। তাহার

নিমিত্তে যে বিলাতীয় শাড়ি আনিয়াছিল, তাহা
সে আমাকে দেখাইয়া বলিল, মেন সাহেব, তা-
হার সুন্দরী যে বানার কর্ম করে, তাহার জন্য
দিন হইলে মেন তাহাকে তিনটি টাকা পারি-
তোষিক দিয়াছিলেন, সে এই টাকা লইয়া আমায়
নিমিত্তে এই শাড়িখানি কিনিয়া আনিয়াছে; এমন
উত্তম শাড়ি এ স্থানে পাওয়া যায় না।

অতঃপর সত্যবতী কহিল, আর দেখুন মেন
সাহেব! দিদি আমাদের ছোট পিয়নাথকে কখন
দেখে নাই, তথাপি তাহার জন্য সে দুইটি
ছিটের কোত্তা ও একটি গরম টুপি কিনিয়া
করিয়া আনিয়াছে, এবং সেই কোত্তা ও টুপি
তাহার গায়ে ঠিক হইয়াছে। আমি এই সকল
বস্ত্রাদি দেখিয়া বড় প্রশংসা করিলাম, কেননা
সকলই সুন্দর ছিল বটে; কিন্তু তদ্বারা সুন্দরীর
মনের যে ভাব (অর্থাৎ পিতা মাতার পুতি তাহার
অত্যন্ত পুণ্য) প্রকাশ হইল, সে সকল অপেক্ষা
উত্তম; কেননা দ্রব্য গুলিন ক্ষয়ণীয়, কিন্তু সুন্দরী
যে অভিপূয়ে তাহা পুস্তুত করিয়াছিল সেই
অভিপূয় ঈশ্বরের সিংহাসনের নিকটে উদ্ধে গমন
করিয়া সুগন্ধি নৈবেদ্য ও বলিক্রপে তৎকর্তৃক
অবশ্য গৃহীত হইল।

পরে আমি সুন্দরীর সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিতে চাহিয়া বলিলাম, সুন্দরি, বোধ হয় এই মেজাই সিলাই করিতে তোমাকে অনেক দিন লাগিয়া থাকিবে; কারণ দেখিতেছি যে তাহাতে আন্তর দেওয়া গিয়াছে, এবং ঐ সকল শাটিনের মগজি ঠিক রাখিতে অবশ্য বড় ক্লেশ পাইয়া থাকিবা।

সুন্দরী উত্তর করিল, মেম সাহেব, তাহা সিলাই করিতে অনেক দিন লাগিয়াছিল বটে, কারণ রাত্রিতে বাবারা শয়ন না করিলে আমার অবকাশ হইত না; বোধ হয় প্রায় দেড় মাস হইয়া থাকিবে। কিন্তু তাহা সিলাই করিতে যে ক্লেশ পাইলাম, এমত বলিতে পারি না। সিলাই করিবার সময়ে আমি কেবল ঘরের কথা মনে করিয়া বলিতাম, আমার পিতা যে দিবসে এই মেজাইটি গায়ে দিবেন, সে আমার পক্ষে কেমন আনন্দের দিবস হইবে! ইহা মনে করিয়া আমার কিছু ক্লেশ বোধ হইত না। যাহা হউক, কল্য যখন আমার পিতা গীর্জায় যাইবার সময়ে ঐ মেজাই পরিয়া আমার মস্তকে হাত দিয়া কহিলেন, ঈশ্বর আমার প্রিয়া কন্যাকে আশীর্বাদ করুন! তখন আমি তাবৎ পরিশ্রমের পুচুর ফল পূর্ণ হইলাম।

এই কথা শুনিয়া আমি মনে ভাবিলাম, আমি সুন্দরি! তোমার মত আর অনেক মেয়ে যদি আমাদের মণ্ডলীগণের অলঙ্কারস্বরূপ হইয়া এই দুষ্ট জাতিদের মধ্যে ঈশ্বরের সেবা করিত, তবে কেমন আনন্দের বিষয় হইত।

পরে আমি সুন্দরীকে জিজ্ঞাসিলাম, তুমি কি একাকিনী রাতে বসিয়া সিনাই করিতা? সুন্দরী কহিল, হাঁ মেন সাহেব, পুথমে আমার সঙ্গে এক মুসলমানী আয়া থাকিত, কিন্তু পুায় আট মাস হইল সে বাবাদের সাক্ষাতে অনেক অপবিত্র কথা কহাতে আমার মেন তাহাকে ছাড়াইয়া দিয়াছেন।

আমি কহিলাম, সুন্দরি, ভাল মনে পড়িল। আমি এই বিষয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে চাছি। অন্য চাকরদের সহিত তোমার কেমন ঐক্য আছে? তাহারা সকলে হিন্দু ও মুসলমান না কি?

সুন্দরী কহিল, হাঁ মেন সাহেব, কেবল এক জন বৃদ্ধ মালী খ্রীষ্টিয়ান আছে; সেই ব্যক্তি তাহার স্ত্রী বড় ভাল লোক, এবং তাহারা আমার পুতি অতিশয় দয়া পুকাশ করিত। আমি যখন পুথমে ঐ গৃহে গেলাম, তখন সকল চাকরের বড় অসন্তুষ্ট হইল; কেননা তাহারা বোধ করিল

যখন এক জন খ্রীষ্টিয়ান আসিয়াছে, তখন আরো অনেকে আসিয়া আমাদের উপায়ের স্থান নষ্ট করিতে পারিবে। কিন্তু এখন তাহারা ঐ সকল মনে করে না, তাহাতে তাহাদের সহিত আমার ভালরূপে মেল হইয়াছে। আমি যত দুঃখ পাইলাম তাহা পুথমেই পাইলাম। এক জন যুব খিদ্মৎগার আমাকে ভুট্টা করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাতে আমি তাহার কথা আর সহ্য করিতে না পারিয়া মেম সাহেবকে জ্ঞাত করিলাম। তখন সাহেব অন্য সকল দাসদের সাক্ষাতে তাহাকে বিস্তর ধমকাইয়া ও লজ্জা দিয়া ছাড়াইয়া দিলেন। সেই দিন অবধি সকলে তয় পাইয়া আমাকে আর একটিও মন্দ কথা কখন কহে নাই; কিন্তু আমি অন্য পুকারে দুই তিন বার বড় পরীক্ষিতা হইয়াছি।

এক জন সরদার বেহারী ছিল, সে ব্যক্তি বড় চোর, মেম সাহেবকে অতিশয় ঠকাইত। ছুরি কাঁচি পয়সা অঙ্গুরী, এই সকল ছোট দ্রব্য কোন স্থানে ফেলিয়া রাখিলে তখনি অদৃশ্য হইত। ঐ সরদারের পুতি সন্দেহ হইত বটে, কিন্তু কেহ তাহাকে ধরিতে পারিত না। পরে এক দিবস সে তিন মোন নারিকেল তৈল বাজারহইতে আনিয়া

তাহাতে মেন সাহেব আমাকে কহিলেন, সুন্দারি আজি তুমি গুদামে গিয়া ঐ তৈল ওজন করিয় লও, কেননা অল্প দিন হইল সরদার আর তিন মোন তৈল আনিয়াছিল, তাহা যে ইহাতি মধ্যে কুরাইয়া গেল, ইহাতে আমার বড় নান্দা হইতেছে। সরদার এই কথা শুনিয়া বড় অসন্তুষ্ট হইল, এবং আমি গুদামে গেলে সে বলিল তৈল ওজন করিতে অনেক ক্লেশ লাগিবে, ইহা ঠিক তিন মোন আছে, তাহাতে তোমার কেন্দ্র বৃথা পরিশ্রম হইবে; তুমি যদি ওজন না করিয়াও মেন সাহেবকে বল, আমি তৈল ওজন করিয়া ঠিক পাইলাম, তবে আমি তোমাকে মিঠাই খাইবার জন্যে আট আনা পয়সা দিব কিন্তু আমি এই কর্ম করিতে স্বীকার করিলাম না; কেননা আমি ভাবিলাম, ইহাতে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন হইবে, এবং এই দেবপূজক বেহাৱার সাক্ষাতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম অপমানিত হইবে আরও আমি সুন্দররূপে জানিতাম, যে ঐ আট আনা লইলে তদ্বারা আমার সম্ভাব্য কল্যাণ জন্মিবে না, কেবল দুঃখই জন্মিবে; এমত বুদ্ধি আমি তৈল ওজন করিয়া দেখিলাম, যে তিন মোনের মধ্যে অর্দ্ধ মোন কম আছে। তৈলের দ্র

তখন দশ টাকা মোন, অতএব সরদার একেবারে পাঁচ টাকা চুরি করিয়াছে। আমি মেন সাহেবকে এই কথা বলাতে সরদার ওজর করিয়া বলিল, আমি সুন্দরীকে অর্ধেক দস্তুরি দিতে চাহিলাম না, এই জন্যে সে আমার পুতি দ্বিখণ্ড অপবাদ দিতেছে। মেন সাহেব যে পুনর্বার আপন সাক্ষাতে তৈল ওজন করাইবেন, সরদার এমনত মনে করিল না; কলতঃ মেন সরদার ন্যায় বিচার করেন, যিনি পুনাণে কাহাকেও দোষি জ্ঞান করেন না, কিন্তু একবার পুমাণ পাইলে তিনি দোষি ব্যক্তির পুতি যথার্থ শাসন করেন। তাহাতে মেন সাহেব আপনি তৈল ওজন করিয়া দেখিলেন যে অর্ধমোন কম আছে, তখনি ঐ দুষ্ট সরদার বেহারা জবাব পাইল।

ইহার পর কেবল এক জন বৃদ্ধা আয়ার কথা বাকী আছে। মেন সাহেব তাহাকে বড় ভাল বাসিতেন, কারণ সে অনেক দিনের চাকর, এবং বাবাদিগকে অতিশয় পুষ্ট করিত। কিন্তু তাহার এই একটি দোষ ছিল, মেন সাহেব বাহিরে গেলে সে বাবাদিগকে বাহালা মিঠাই আনিয়া খাওয়াইত। মেন সাহেব তাহাকে এমনত কর্ম করিতে অনেকবার বারণ করিয়াছিলেন.

কিন্তু সে কিছু না মানিয়া গোপনে মিঠাই আনিয়া দিয়া বাবালোককে কহিত, তোমর এ কথা আমাকে বলিও না ! এই রূপে বাবার ক্রমে ২ পুৰুষনা শিখিতে লাগিল, এবং আমার নিকটে গোপনে মিঠাই না পাওয়াতে তাহার আমাকে কিছু ভাল বাসিত না ! বুড়ি আমার বিষয়ে আমার কি করা কর্তব্য, তাহ আমি মনে স্থির করিতে পারিলাম না, তাহাতে ঈশ্বর যেন গন্তব্য পথে চালান্ আমি তাহার নিকটে এই পুৰ্থনা বার ২ করিতাম । আমার পুৰুষনার বিষয় আমি মেমকে জ্ঞাত করিতে অনিচ্ছুক ছিলাম, কেননা আয়া আমাকে বড় ভাল বাসিয়া অনেক কৰ্ম্ম শিখাইয়াছিল ; কিন্তু শেষে মেম সাহেব আপনি তাহার কুক্রিয়া উদ্দেশ পাঠিলেন । যে দিনে দুর্গা পুতিমা গঙ্গার ভাসান যায়, সে দিনে তিনি বাবাদিগকে ঘরে রাখিয়া বাহিরে গেলেন । আয়া বুড়ি আমাকে বলিল, চল, বাবালোককে লইয়া আমরা তামা সা দেখিতে যাই । আমি এই কথাতে চমকিত হইয়া উত্তর করিলাম, ও আয়া দিদি ! মেম সাহেব যদি এই কথা শুনে, তবে তিনি কেন রাগান্বিতা হইবেন । আয়া কহিল, তুমি যদি

তাঁহাকে না বল, তবে তিনি কাহারো মুখে শু-
 নিতে পাইবেন না; আর আপত্তি করিও না,
 চল, আমরা যাই। আমি কহিলাম, না আ-
 যা, এমনত হইবে না; তুমি যদি যাইতে চাহ
 তবে বাবাদিগকে আমার নিকটে রাখিয়া আ-
 পনি যাও। তখন আয়া কহিল, সুন্দরি, তুমি
 যদি না যাও, তবে তুমি আমার নামে বলিয়া
 দিবা। আমি কহিলাম, না আয়া, বাবারা
 গেলে আমার বলা উচিত হইত বটে; কিন্তু
 তাহারা যদি আমার নিকটে থাকে, তবে অ-
 মার বলিবার কোন পয়োজন নাই; এই কথা-
 তে আয়া চলিয়া গেল। আমরা বোধ করিয়া-
 ছিলাম যে ছোট মেরি বাবা আমাদের কথা
 সকল বুঝিবে না। কিন্তু সে এই মাত্র বুঝিয়া-
 ছিল, আয়া আমাকে দুর্গা বলিয়া কোন সুন্দর
 বস্তু দেখাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সুন্দরী তাহা
 আমাকে দেখাইতে দিল না; এই হেতু সে বড়
 কাঁদিয়া উঠেঃস্বরে আয়াকে ডাকিতে লাগিল।
 এমন সময়ে মেন সাহেব ফিরিয়া আইলেন,
 তাহাতে মেরি বাবা তাঁহার নিকটে গিয়া কান্দি-
 তে বলিল, মামা! সুন্দরী বড় দুষ্টা, বুড়ি আয়া
 বড় ভাল মানুষ, সে আমাকে সুন্দর দুর্গা দে-

খাইতে চাহিল, কিন্তু সুন্দরী বলিল, না না, যাইও না; আমি সুন্দরীকে কিছু প্ৰেম করি না। ইহা শুনিয়া মেম সাহেব আমার পুতি ফিরিয় জিজ্ঞাসিলেন, সুন্দরি, এই কথার ভাব কি? আমি কহিলাম, মেম সাহেব, এ বিষয়ে আমি কিছু বলিতে পারিব না, কেননা আমি একটা পুতিজ্ঞ করিয়াছি। কিন্তু সেখানে দরওয়ান দাঁড়াইয়া ছিল, আরার সহিত সে আমার সকল কথা শুনিয়া মেম সাহেবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যে তাবৎ বৃত্তান্ত জানাইল। ইহা শুনিয়া মেম সাহেব পর দিবস আরাকে ছাড়াইয়া দিলে বটে; কিন্তু সে পুরাতন চাকর, এই হেতু তিনি তাহার জন্যে একটি বর বাঁধিলেন, ও মাসে তাহাকে দুই টাকা করিয়া দেন। যখন বুড়ি সেই টাকা লইতে আইসে, তখন বাবাদিগকে দেখিয় যায়, এবং আমার সহিত এখনও তাহার বড় সম্বন্ধ আছে। নূতন আয়া কিছু দিন ভাল ব্যবহার করিয়াছিল, কিন্তু শেষে আমি শুনিতে পাইলাম, সে মেরি বাবাকে মন্দ গল্প বলিয়া তাহার মনকে অপবিত্র করিতেছে; অতএব আমি মেমকে বলিলাম, ইহা অপেক্ষা আমার একান্তি কৰ্ম করা ভাল, তাহাতে আয়া বিদায় পাইল।

সেই সময় অবধি ঐ ঘরে থাকিতে আমার মন কিঞ্চিৎ উদাস হয় বটে, কিন্তু মেন সাহেব অনুগ্রহ করিয়া বলিয়াছেন, যে আমি ফিরিয়া যাইবার সময়ে তোমার সঙ্গিনী হইবার জন্য এক জন খ্রীষ্টিয়ান মেয়াকে লইয়া যাইব।

অতঃপর সুন্দরী আরও কহিল, মেন সাহেব, এ দেশীয় লোকেরা কন্যাদিগকে বাটার বাহিরে বাইতে দেয় না। তাহারা বলে, মেয়ারা সর্বদা পরদার ভিতরে তাল চাবি দিয়া থাকিবে; কিন্তু মনের যে তাল চাবি, তাহার মত ভাল তাল চাবি কোন স্থানে পাওয়া যাইবে না। আমরা মনকে যদি খ্রীষ্টের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাহার সজ্জাতে সজ্জীভূতা হই, তবে শয়তান আমাদিগকে কখন আক্রমণ করিতে পারিবে না।

আমি কহিলাম, সুন্দরি, একথা যথার্থ বটে। আমি বোধ করি যদিপি খ্রীষ্টিয়ান স্ত্রীলোকেরা অন্য খ্রীষ্টিয়ান স্ত্রী ও পুরুষদের সহিত আরও আলাপ করিত, তবে তাহাদের বিস্তর উপকার হইতে পারিত। বিবেচনা করিয়া দেখ, এখন পুরুষেরা যত সত্য ও অসত্য স্ত্রী সকলকেই বদ্ধ করিয়া রাখে, তাহাতে সত্য স্ত্রীরা অবশ্য মনে নৈরাশ হইয়া বলিতে পারে, আমাদের

সত্যী হইবার ফল কি? আমাদের স্বামী তো আমাদেরকে বিশ্বাস করে না, অতএব আমাদের যাহা ইচ্ছা হইবে তাহাই করিব। কিন্তু যদ্যপি স্বামী আপন স্ত্রীকে সত্যী জানিয়া তাহাকে নিঃসন্দেহে স্থানে২ যাইবার অনুমতি দিত, তবে সে অবশ্য মনে আহলাদিতা হইয়া আপন স্বামিকে আরও সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টান্বিত হইত। আরও বলি, পুরুষদের সহিত আলাপ করাতে তাহাদের কথোপকথনদ্বারা স্ত্রীরা কিছু বুদ্ধিমত্তী হইতে পারিত। ঈশ্বর যখন আদমের নিমিত্তে হবাকে সৃষ্টি করিতে চাহিলেন, তখন তিনি এমনত বলিলেন না, আমি আদমের গৃহ কৰ্ম্ম চালাইবার কারণ এক জন দাসী সৃষ্টি করিব, কিম্বা তাহার পক্ষে সন্তান উৎপত্তি করিতে এক স্ত্রীকে সৃষ্টি করিব। তিনি এমন কথা না বলিয়া ইহা কহিলেন, আমি আদমের নিমিত্তে এক জন উপযুক্ত সহকারিণীকে নির্মাণ করিব। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, স্ত্রী কিছু জানিনী না হইলে এবং জগতের বিষয় কিছু না জানিলে কেমন করিয়া স্বামির উপযুক্ত সহকারিণী হইতে পারে? পাঁচ পুকার ভাল লোকদের সহিত আলাপ করাতে অবশ্য জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অতএব স্ত্রীরা যাহাতে

জ্ঞানবতী হয়, স্বামিদের ইহা চেষ্টা করা কর্তব্য।
কোন২ বাঙ্গালি খ্রীষ্টিয়ানেরা এমনত নির্যোধ আছে
যে তাহাদের স্ত্রীরা পাছে গৃহের কর্ম ত্যাগ করে
এই ভয়ে তাহাদিগকে ধর্মপুস্তকও পাঠ করিতে
দিতে চাহে না ; কিন্তু এমনত লোকদিগকে মানুষ
না বলিয়া বরং পশু বলিতে হয়। তাহারা আপ-
নারা স্বর্গে যাইতে অপেক্ষা করে, কিন্তু পাছে
তাহাদের গৃহের কর্মেতে কিছু ব্যাঘাত হয়,
এই হেতু তাহারা আপন স্ত্রীদিগকে ধর্মের বিষয়ে
শিক্ষা না দিয়া নরকে যাইতে দেয়। আমি
ভরসা করি যে খ্রীষ্টিয়ান মণ্ডলীগণের মধ্যে
এমনত ব্যক্তিদের সংখ্যা দিনে২ হ্রাস হইতেছে।

পরে আমি ফুলমণির পুতি কিরিয়া জিজ্ঞা-
সিলান, ফুলমণি, তুমি এ বিষয়ে কিছু বল না
কেন ? তোমার বিবেচনাতে আমার কথা কি
ভাল বোধ হয় না ?

ফুলমণি উত্তর করিল, যেম সাহেব, ভাল
বোধ হইবে না কেন ? কেবল এই একটা কথা
বলিতে হয়, কোন বাঙ্গালি স্ত্রী যদি একেবারে
ইংরাজ বিবির মত ব্যবহার করে, তবে অন্য
লোকেরা তাহাকে কখন সতী স্ত্রী জ্ঞান করিবে না।
যেম সাহেব, আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন,

আপনারা সাহেবদের সহিত বেড়াইয়া থাকেন
ও একাকিনী বসিয়া তাহাদের সহিত কথোপ-
কথন করিতে পারেন; কিন্তু বাঙ্গালি স্ত্রী যদি
এমত করিত, তবে সে কি আপনার দৃষ্টিতে ভাল
বোধ হইত?

আমি কহিলাম, না ফুলমণি, বাঙ্গালি স্ত্রীলো-
কেরা যে একেবারে ইংরাজ বিবির ন্যায় হন
আমার তো এমত বাঞ্ছা নাই; কেননা তাহার
পুরুষদের সহিত হিতজনক আলাপ করিতে চা-
হিলে এক পুকার লজ্জার আবশ্যক আছে, কিন্তু
সেই লজ্জা ঘোম্টা দ্বারা নয়, বরং মনের শুদ্ধতা
দ্বারা প্রকাশ পায়। যে স্ত্রীর এমত লজ্জা থাকে,
সে কখন কোন পুরুষের সাক্ষাতে অপবিত্র বাক্য
ও মন্দ কৌতুকের কথা কহিবে না; এবং বন্দীর
ঐ পুরুষের মন তাহাতে আসক্ত হইতে পারে.
সে এমত ক্রিয়া কখন করিবে না। এই পুকারে
স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সহিত স্বচ্ছন্দে আলাপ
করিয়া নির্দোষী থাকিতে পারে। কিন্তু যদ্যপি
বাঙ্গালি মেয়ারা ঘোম্টাদি দিয়া অন্তঃপুরে থা-
কে, তথাপি যত লজ্জা ইংরাজ বিবিদের মধ্যে
পাওয়া যায়, তত অন্তঃপুরের মেয়াদের মধ্যে
পাওয়া যাইবে না। বাঙ্গালি স্ত্রীলোকেরা অন

পুরুষদের সাক্ষাতে অনায়াসে গর্ভ হওয়া ইত্যাদি বিষয় বলিতে পারে; কিন্তু ইংরাজদের মধ্যে যদি স্ত্রী ছাড়া পুরুষের নিকটে স্ত্রীলোক এমনতরাক্ষমতায় লয়, তবে সকলে তাহাকে বড় অসভ্য বলিয়া তুচ্ছজ্ঞান করে। এই সকল বিষয়ে খ্রীষ্টিয়ান স্ত্রীলোকেরা হিন্দুদের অপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে বটে, তথাপি তাহাদের কিছু ত্রুটি আছে; এবং যত দিন ঐ ত্রুটি থাকে, তত দিন পর্যন্ত পুরুষদের সহিত তাহাদের বড় আলাপ করা আবশ্যিক নাই। ক্রমে তাহারা যখন ইংরাজদের বিদ্যাশিক্ষা করিবে, তখন তাহারাও আমাদের মত হইয়া উঠিবে; কিন্তু বোধ হয়, ইহা সম্পূর্ণ রূপে সাধন করিতে আর এক শত বৎসর লাগিবে। এখন আমার বাঞ্ছা এই যেন খ্রীষ্টিয়ান স্ত্রীগণ লোক দেখান মিথ্যা লজ্জা সকল ত্যাগ করিয়া সৎক্রিয়া করে।

এখন আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সচক্ষে দেখিয়াছিলাম। এক জন খ্রীষ্টিয়ান শিক্ষক আপন যুবতি স্ত্রীকে ঘরে রাখিয়া কোন কর্মের নিমিত্তে বাহিরে গিয়াছিল, এমন সময়ে তাহার বন্ধু ইহা না জানিয়া তাহাকে দেখিবার কারণ শিক্ষকের ঘরে গেল। সেই স্ত্রী আপন স্বামির বন্ধুকে ব্যাঘ্রের

মত দেখিয়া শীঘ্র আপন অন্তঃপুরে দৌড়িয়া গিয়া
 দ্বার বন্ধ করিল; তাহাতে ঐ বন্ধু লজ্জিত হইয়া
 ধীরে আপন গৃহে ফিরিয়া গেল। পরে স্বামী
 ঘরে আইলে ঐ স্ত্রী আপন সতীত্বের বিষয় তাহা-
 কে জানাইয়া আপনাকে বড় সাধু বোধ করিল।
 এবং তাহার স্বামী বন্ধুর সহিত বিবাদ করিয়
 তাহাকে আপন ঘরে আসিতে নিষেধ করিল।
 ফুলমণি, এমন হাস্যজনক লজ্জা ভাল কি মন্দ
 তাহা তুমিই বুঝ। তুমি কহিতেছ, বাহ্মাণি
 স্ত্রীগণ যদি ইংরাজ বিবিদের ন্যায় ব্যবহার করে,
 তবে লোকেরা তাহাদিগকে তুচ্ছজ্ঞান করিবে।
 কোন ইংরাজ বিবির ঘরে যদি আপন স্বামির ব-
 য়ান, তবে তিনি তাহার সহিত অতিশয় সমাদর
 পূর্বক কথোপকথন করেন, এবং যাহাতে ঐ সময়
 তাহার পক্ষে আয়োদে যাপন হয়, এমন চেষ্টা
 করেন; আর কথা সাঙ্গ হইলে কি জানি সে বিবি
 এক দণ্ড বসিয়া বাদ্য করেন, কিম্বা যদি সাহে-
 বের পাড়িবার ইচ্ছা হয়, তবে তাহার হস্তে এক-
 খান পুস্তক দিয়া আপনি শিল্পকর্মের দ্রব্যাদি
 আনিয়া তথায় বসিয়া সिलाই করেন। বাহ্মাণি
 স্ত্রীর এমন করিবার পুয়োজন নাই বটে, তথাপি
 তাহার গৃহে যদি কোন পুরুষ আইসে, তবে সে

শিষ্টরূপে তাহাকে এই কথা বলুক, এখন কড়া
ঘরে নাই, অতএব আপনি যদি এক সময়ে আ-
সিতে পারেন, তবে ভাল হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি
পথ শ্রান্ত পুরুষ তাহার ঘরে যদি নিশ্চয়
করিতে চাহে, তবে সে দাবাতে তাহার জন্য
একখান আসন রাখুক, পরে তাহাকে চা-
ও জলদি দিয়া আপন অন্তঃপুরে মাউক। এই
প্রকার ব্যবহার না করিলে খৃষ্টিয় ধর্ম পুণ্য পালন
করা যায় না, কেননা ঈশ্বর কহেন, “সুযোগ
পাইলে সকল লোকের বিশেষতঃ বিশ্বাসকারি
পরিবারের অঙ্গন কর।” গলাতীয় ৩। ১০। কিন্তু
এ দেশীয় লোকেরা আপন২ স্ত্রীদিগকে বদ্ধ
করিলে তাহারা এমন সুযোগ পায় না; অতএব
বহুদেশীয় লোক আপন২ ব্যবহারেতে ঈশ্বরের
আজ্ঞা লঙ্ঘন করে।

আরও বলি, এদেশীয় খৃষ্টিয়ানেরা ইংরাজ
বিবিদের রীতিকে নিন্দা করে, ককক; কিন্তু যে
খানিক স্থানলোকদিগকে ঈশ্বর আপনি পুণ্যসা
করিয়াছেন, তাহারা কি তাহাদিগকেও নিন্দা
করিলে? শিশুরেলের নাতা হনাকে অরণ কর;
সে আপন পরিবারের সহিত ঈশ্বরের মন্দিরে
যাত্রা করিত, এবং তৎকালের লোকেরা পদ-

বুজেই গমনাদি করিত, অতএব হুয়া অন্তঃপুরে
 বদ্ধ থাকিত না, তথাপি সে ঈশ্বরের কেমন প্রিয়-
 পাত্র ছিল। আরও যীশুর মাতা মরিয়ম যিনি সকল
 স্ত্রীলোকদের মধ্যে ধন্য, তিনি বিবাহের আগে
 এবং পশ্চাতে স্থানে বোড়াইতেন, এবং যীশুর
 শিষ্যদের সহিত তাঁহার বন্ধুতা ছিল। ইলিয়াসর
 মরিলে পর যিহদীয়েরা তাহার দুই ভগিনীকে সাত্ব
 না দিতে গেল, এবং তাহারা ঐ যিহদীয়দিগকে
 আপন বাড়িতে গৃহণ করিল। আকিল ও তাহার
 স্ত্রী প্রিকিলো এক জন যুব উপদেশককে আপন বা-
 ডিতে আনিয়া বিশেষরূপে ঈশ্বরের পথ তাহাকে
 বুঝাইয়া দিল। আর পোল রোমীয় প্রাক্তিফান-
 দের পুত্র লেথেন, “কিংক্রিয়া নগরীয় মণ্ডলীর
 সেবিকা ফৈবী নামী আনাদের ধর্মভগিনীর বিষয়ে
 তোমাদের নিকটে এই উপরোধ করিতেছি, যে
 তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইলে তোমরা তা-
 হাকে পুত্র আশ্রিতা জ্ঞান করিয়া তত্ত্ব লোক-
 দের বিহিত মতে অতিথি করিবা, এবং তাহার
 পুয়োজনানুসারে তোমাদেরহইতে যে উপকার
 হইতে পারে তাহা করিবা; কেননা তাহাহইতে
 অনেকের বিশেষতঃ আমার উপকার হইয়াছে।”
 তদ্রূপে মরিয়মের এবং অন্যান্য কত স্ত্রীলোকের

পুণ্যজাও লিখিয়াছেন। রোমীয় ১৬। ১, ২।
 আরও লেখা আছে যে পিতার কাছাকাছইতে
 রক্ষা পাইয়া মার্কের মাতা করিন্থিয়ান বান্ধিতে
 চমিয়া গেল; এবং তথায় অনেক দিন চাইয়া
 পূর্ণন করিতেছিল। পৌলো করিন্থিয়ান ২।
 ১২। আরও লিখিয়াছেন যে এই সময় তাহার স্ত্রী-
 লোকেরা যদি পুণ্যজাও লিখিয়া দিতেন, তবে
 উক্ত ভাষায় যথার্থ কথা লিখা সম্ভব হইত।
 পারিতোষন না। অতএব ঈশ্বর তাহার পুণ্যজা
 করিয়াছেন তাহা মনুষ্যেরা নিশ্চয় না কয়ক।

ঈশ্বর ও ভাসুরদের পুতি যে অত্যন্ত লজ্জা
 করা, ইহাও বাহালি স্ত্রীদের একটি বড় দল্ল দাঁতি
 আছে; কেননা কোন স্ত্রী পুরুষকে বিবাহ করিলে
 স্বামির পিতা তাহার পিতা হয়, এবং স্বামির
 ভ্রাতা তাহার ভ্রাতা হয়। কিন্তু নে যদি তাহা-
 দের সহিত কোন কথা না কহিয়া মুখ আচ্ছাদন
 দিয়া বেড়ায়, তবে পিতার ও ভ্রাতার পুতি যে-
 রূপ পোষ করা কর্তব্য, ইহা কি তাহাদের পুতি
 জন্মিতে পারিবে? কখন না। আমি এ বিষয়ে
 ভালরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, স্ত্রীলোক-
 দের মধ্যে অনেকের কপট লজ্জা আছে, কেননা
 তাহারা স্বামির ঘরে এক পুকার ও পিতা ভ্রাতার

ঘরে অন্য পুকার ব্যবহার করে। একবার আমি কোন যুবতী খ্রীষ্টিয়ান জীর বাটীতে গিয়া তাহার শব্দরের ও স্বামির এক জন বন্ধুর পুতি অত্যন্ত লজ্জা দেখিয়া বড় দুঃখিতা হইলাম; কিন্তু সে স্ত্রী অল্প দিন পরে আপন মাতার ঘরে আইলে আমি স্বচক্ষে দেখিলাম, সে মাতার কাপড় খুলিয়া এক জন হিন্দু পুরুষের নিকটে দাঁড়াইয়া তাহার সহিত অনেক ক্ষণ পর্যন্ত হাস্য করত কথা কহিতেছিল। আর ফুলমণি, ইহাতে জানা যায়, জীলোকদিগকে তাল চাৰি দিয়া রাখিবার কোন ফল নাই, কেননা তদ্বারা তাহাদের মন শুচি থাকে না, এবং তাহাদের মনকে রক্ষা করিতে না পারিলে তাহাতে কি লাভ? এদেশীয় স্ত্রীদের অন্তঃপুরে যে পুকার অপবিত্র কোতুকাদি হয়, ও যে পুকার গালাগালি করে, সেই সকল ইংরাজ বিবির কখন নুখেতেও আনেন না। আমি এক মেমকে চিনি, যিনি বঙ্গদেশীয় ভাষাতে অতি নিপুণা ও বাঙ্গালীদের গালাগালির অর্থ অনেক জানিতেন; কিন্তু তাঁহার স্বামী সে অর্থ তাঁহাকে বলিতে অনেকবার সাধ্যসাধনা করিলেও তিনি অস্বীকৃতা হইয়া বলিতেন, কমা ককন, আমি ক কথা নুখে আনিতে পারিব না। ফুলমণি, যাহাতে

মন শুচি থাকে, বাস্তবানি খুঁটিয়ানেরা এমনত উপায়
 চেষ্টা করুক ; সে উপায় অন্তঃপুরে পাওয়া যায়
 না, কিন্তু সদুপদেশ ও ধার্মিক লোকদের সহিত
 আলাপন দ্বারা পাওয়া যাইতে পারে । আইস,
 আমরা পুরিতের আদেশানুসারে ব্যবহার করি,
 তাহাতে কখন ভ্রান্তিতে পতিত হইব না ! তিনি
 বলিতেছেন, “হে নারীগণ, তোমরা কেশবেশ ও
 স্বর্ণ মুক্তাদি অভরণ ও বহুমূল্য পরিচ্ছদদ্বারা আ-
 পনাদিগকে ভূষিতা না করিয়া লজ্জা ও সতর্কতা
 পূর্বক উপযুক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া ঈশ্বরসেবিকা
 জীর্ণের ন্যায় সংক্রিয়াক্রপ ভূষণে ভূষিতা হইও ।”
 ১ তীর্থথিয়ের ২।৯।

কুলমণি কহিল, যেম সাহেব, আমি যেন সেই
 আদ্যমতে চলিতে পারি এমনত চেষ্টা আছে, এবং
 সুন্দরীকেও সেইরূপ শিক্ষা দিয়াছি ।

তাহাতে আমি কহিলাম, ও আমার পিয়া
 বন্ধু, তুমি যে ইহা করিয়াছ তাহা আমি সুন্দর-
 রূপে জ্ঞাতা আছি । আর আমি যেহ শত্রু কথা
 কহিয়াছি তাহা তোমারই পুতি কহিলাম, এমনত
 অনুমান করিও না ; কেননা তুমি যে লৌকিক
 রীত্যানুসারে না চলিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন
 করিতেছ, তাহা সুন্দরীর কলিকাতায় যাওয়াতেই

সপুণ্য হইয়াছে ! বিশেষতঃ সে ঈশ্বরের
সজ্জাতে সুসজ্জীভূতা হইয়া শয়তানের নানাবিধ
খলতা নিবারণ করিতে সক্ষম হইবে, ইহা
তোমরা দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া আপনাদিগকে ঋণ-
হইতে উদ্ধার করিবার জন্যে তাহাকে দূরে
পাঠাইয়া দিয়াছিল। দেখ, ঈশ্বর তোমার
আশা ভঙ্গ করেন নাই, কেননা তোমার মেয়
যাওয়াতে তাহার কোন ক্ষতি হয় নাই, বরং
হিতমাত্র জন্মিয়াছে।

কুলমণি পুঙ্খবদনে কহিল, হাঁ মেম সাহেব,
ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া আমাদের হস্তকৃত কৰ্ম
সফল করিয়াছেন বটে।

সেই দিবস আমি সুন্দরীর সহিত আলাপ-
করত কুলমণির গৃহে অতি আমোদে আরও
অনেক কাল যাপন করিতাম, কিন্তু উক্ত সকল
কথা সাক্ষ হইলে পর দেখিলাম, আমার আগ-
মনেতে যে গল্পের ব্যাঘাত হইয়াছিল, সেই গল্প
সুন্দরীর নিকটে শুনিতে সত্যবতী বড় ব্যস্ত
আছে, এই হেতু আমি তখন বিদায় হইলাম।



দশম অধ্যায় ।

সুন্দরীর সহিত পুথনবার সাক্ষাৎ হইলে পর আমি অনেক বার তাহার দেখা পাইতাম। কখন আমি তাহার গৃহে যাইতাম, কখন বা সে আমার বাটীতে আসিয়া আমার আয়াকে মোজা বুনিতে শিক্ষা দিত। এমত সময়ে তাহার সহিত আমার বিস্তর কথা হওয়াতে ধর্মের বিষয়ে তাহার জ্ঞান ও বুদ্ধি দেখিয়া আমি বড় চমৎকৃত হইলাম, তাহাতে যখন তাহার কলিকাতায় যাইবার সময় সন্নিগট হইল, তখন আমি অতিশয় দুঃখিতা হইলাম। ডাক্তর সাহেবের মেম সুন্দরীকে যে বেতন দিতেন, আমি তাহার দ্বিগুণ বেতন দিয়া তাহাকে আপনার নিকটে রাখিতে বড় সম্বৃত্ত হইতাম, কিন্তু তাহার পুরাতন কর্তীর পুতি এমত অন্যায় করিতে পারিলাম না; এবং বোধ হয় সুন্দরীও তাহাকে কখন ছাড়িত না, কেননা তাহার মনে অকৃতজ্ঞতার লেশমাত্র ছিল না। সুন্দরীর কর্তী বড় জ্ঞানী ও ধার্মিক। বিবি ছিলেন, এবং ঐ নগরে আমার ইংরাজ বন্ধু অল্প থাকাতে তিনি যত দিন আমাদের নিকটে বাস করিলেন, তত দিন আমি

অনেকবার পাদরি সাহেবের গৃহে গিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতাম।

এক দিবস আমি এই রূপে তাঁহাদের গৃহে যাওয়াতে পাদরি সাহেব আমাকে দেখিবামাত্র কহিলেন, বিবি সাহেব, আপনকার সুখশালা* নিবাসি বন্ধুরা কিছু দুঃখিত আছে, তাহাদের কন্যা সুন্দরী তাহাদিগকে বড় লেটায় ফেলিয়াছে।

আমি সাহেবের হাস্যমুখ দেখিয়া জানিলাম, যে ফুলমণির পরিবারের কোন ভারি দুর্ঘটনা হয় নাই; তথাপি আমি চমৎকৃত হইয়া বলিলাম, মহাশয়, সুন্দরী যে আপন পিতা মাতাকে ঝঞ্ঝাটে ফেলিয়াছে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব কথা।

সাহেব উত্তর করিলেন, ও! তাহার বিবাহের বিষয়ে একটি গোল উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের যুবতি কন্যাগণ যেকোন কখনও বোধ করে, আমরা বিবাহের বিষয় পিতা মাতা অপেক্ষা ভাল জানি, সুন্দরীও সেইরূপ বুঝিয়া প্লেমচাঁদ ও ফুলমণি তাহার নিমিত্তে যে বরকে মনোনীত করিয়াছে, তাঁহাকে সে কোনরূপে বিবাহ করিতে চাহে না। কিন্তু এই সকল বৃত্তান্ত পুথন অবধি

* ফুলমণির বর সুখশালা নামে বিখ্যাত ছিল।

আপনাকে না বলিলে আপনি কিছু বুঝিতে
 পারিবেন না, অতএব শুনুন ! গত বুধবারে এক
 জন সুশী যুব বাদু বিবাহার্থে কন্যা অনুষণ
 করিতে কলিকাতাহইতে এই স্থানে আসিয়া-
 ছিলেন। তিনি আপন পাদরি সাহেবের নিকট-
 হইতে একখান অনুরোধ পত্র আনিয়াছিলেন,
 তাহাতে লেখা আছে, এই যুব পুরুষ পূর্বে বান্ধব
 ছিলেন, কিন্তু তিন বৎসর হইল তিনি খ্রীষ্ট ধর্ম
 গ্ৰহণ করিয়া আছেন, সে অবধি বড় সদ্যবহার
 পূর্বক চলিতেছেন। তিনি ইংরাজি স্কুলের প্রধান
 শিক্ষক, এবং মাসে ২ পঁচিশ টাকা বেতন পান।
 এই অনুরোধ পত্র পড়িয়া আমি আপন ভগিনীর
 পুতি ফিরিয়া বলিলাম, ও লুসি ! এই ব্যক্তি বুঝি
 সুন্দরীর যোগ্যপাত্র হইবে, তুমি কি তাহাকে
 ছাড়িয়া দিতে সম্মত হও ? তিনি বলিলেন,
 তাহাতে সুন্দরীর মঙ্গল হইবে আমি তাহা করি-
 তে অবশ্য সম্মত আছি। ইহা শুনিয়া আমি
 প্লেমচাঁদ ও ফুলমণিকে ডাকাইয়া ঐ যুব পুরুষ
 যে অনুরোধ পত্র আনিয়াছিল, তাহার অর্থ তাহা-
 দিগকে জানাইলাম। পরে তিনি আসিলে তাহা-
 রা অনেক ক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার সহিত বিশেষ-
 রূপে ধর্মের বিষয়ে কথোপকথন করিয়া দেখিল।

তিনি পুত্র সত্য শিষ্য বটে; তথাপি প্লেমচাঁদ
 আমাকে বলিল, পাদরি সাহেব তাঁহার ধর্মের
 বিষয়ে পত্রেতে কি লিখিয়াছেন, তাহা অনুগৃহ
 করিয়া পুনর্ব্বার পড়ুন। তখন আমি সেই পত্রে
 পড়িলাম, যথা; ‘আমি দৃঢ় বিশ্বাস করিতেছি যে
 এই যুব পুরুষ নিতান্ত যৌশু খ্রীষ্টের এক জন মনো-
 নীত পাত্র; ইহার একটি পুত্রক পুমাণ আছে,
 অর্থাৎ তিনি পরের পরিব্রাজকের বিষয়ে অতিশয়
 চেষ্টান্বিত হন।’ প্লেমচাঁদ ও ফুলমণি ইহা শুনিয়া
 বড় আহলাদিত হইল, কারণ তাহারা অনেক দিন
 অবধি সুন্দরীর নিমিত্তে এক জন ধার্মিক এবং
 উপযুক্ত বর অনুেষণ করিতেছে। পরে আমার
 পরামর্শানুসারে তাহারা ঐ বাবুকে কল্য তাহা-
 দের গৃহে সুন্দরীকে দেখাইবার কারণ ভোজনের
 নিমন্ত্রণ করিল। তাহাতে কল্য সন্ধ্যার সময়ে
 তিনি অত্যন্ত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া এখান-
 হইতে প্লেমচাঁদের বাটীতে গমন করিলেন। যাই-
 বার পূর্বে আমি তাঁহাকে সুন্দরীর ধার্মিক চরিত্রের
 বিষয় জ্ঞাত করিলাম। তিনি কি কারণে
 প্লেমচাঁদের ঘরে যাইবেন, তাহা ফুলমণি আপন
 মেয়াকে না জানাইয়া কেবল এই কথা কহিল
 যে বাবু কলিকাতাহইতে আসিয়া পাদরি সাহে-

বের গৃহে রহিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে অদ্য নিম-
 ত্রণ করিয়াছি। বাবু সেখানে উপস্থিত হইয়া
 সুন্দরীর সৌন্দর্য্য দেখিবামাত্র তাহাতে অতিশয়
 আসক্ত হইয়া ফুলমণিকে কহিলেন, আমি গেলে
 পর এবিষয়ে তোমার মেয়াদ কি ইচ্ছা হয়, তাহা
 তুমি জিজ্ঞাসা করিও; সে যদি আমাকে বিবাহ
 করিতে সম্মত হয়, তবে আমি সন্তুষ্ট হইয়া এই
 কর্ম করিব। কিন্তু অদ্য প্রাতঃকালে সুন্দরীর
 পিতা মাতা তাহাকে সেই কথা জানাইলে সে
 একেবারে ঐ বাবুকে বিবাহ করিতে অস্বীকার
 করিয়া আর কোন কারণ না দিয়া কেবল ইহাই
 কহিল; আমি তাঁহাকে চিনি না, এবং তিনিও
 আমার মনকে জানেন না, অতএব বিবাহ করিলে
 পশ্চাতে আমাদের সুখ কি দুঃখ হইবে তাহা
 নিশ্চয় নাই। ফুলমণি এমনত কথা বুঝিতে না
 পারিয়া বলে, আমি তো বিবাহের পূর্বে সুন্দ-
 রীর পিতাকে চিনিতাম না, তবে আমার কেন
 এত সুখ হইয়াছে? সকলে যাহাকে ধার্মিক বলে
 এমনত স্বামিকে পাইলে হয়, তাহাকে চিনিবার
 কোন আবশ্যক নাই।

তখন আমি পাদরি সাহেবকে কহিলাম,
 বোধ হয়, এ বার আমাদের বন্ধু ফুলমণি বড়

ভালরূপে বিবেচনা করে নাই ; আপনি কি বুঝেন, মহাশয়?

পাদরি সাহেব বলিলেন, মেম সাহেব, ইংরাজদের মধ্যে ধর্মভিন্ন স্ত্রী ও স্বামিতে আর অনেক গুণ অনুেষণ করা যায় বটে। যে স্ত্রীপুরুষের মনের কচি ও স্বভাব ও বাঞ্ছা এবং রীতি সকল এক হয়, সেই স্ত্রী পুরুষ অবশ্য অন্যদের অপেক্ষা সুখে কাল যাপন করিয়া থাকে, এবং বিবাহ করিতে গেলে এমনতর একত্ব আমাদের অনুেষণ করা উচিত বটে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন, বাঙ্গালি মেয়ারা ইংরাজদের মত বিবাহের পূর্বে পুরুষদের সহিত আলাপ করিতে পার না, এবং আলাপ না করিলে তাহাদের মনের ভাব কেমন তাহা তাহারা কি পুকারে জ্ঞাত হইতে পারিবে। এই জন্যে বলি, যে পর্যন্ত বাঙ্গালি মেয়ারা আপনাদের স্বামিকে আপনারা মনোনীত করিতে না পারে, সেই পর্যন্ত তাহারা বিবাহের বিষয়ে স্ব ২ পিতা মাতাদের ও মণ্ডলার অধ্যক্ষগণের পরামর্শানুসারে চলুক।

আমি বলিলাম, হাঁ মহাশয়, একথা সত্য হইতে পারে বটে, তথাপি আমি স্বীকার করি তেছি, যে এই দেশীয় মেয়ারা যখন বিবাহের

বিষয়ে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিবে, তখন আমি বড় আত্মদিতা হইব ; কিন্তু সে যাহা হউক, উক্ত বিষয় কিছু স্থির হইয়াছে কি না ?

পাদরি সাহেব উত্তর করিলেন, নেম সাহেব, সন্ধ্যাকালে ফুলননি আপন মেয়াকে লইয়া এখানে আনিবে, তখন বোধ হয় এবিষয় কিছু স্থির করিতে পারিব ! ফুলননির অভিলাষ এই যে আমি সুন্দরীকে বুঝাইয়া কোনরূপে সম্মত করাই ; কিন্তু আমি তাহা কখন করিব না, কেননা বিবাহের কথাবার্তাতে হাত দেওয়া বড় কঠিন বিষয় ! যাহা হউক, সুন্দরী কি জানে, এই ব্যক্তিতে সম্মতা হয় না, তাহা আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব ; বোধ হয় তাহার মনে কোন বিশেষ কারণ থাকিবে !

পরে এই বিষয়ে কি হইবে, তাহা শুনিতে অতিশয় ইচ্ছুক হইয়া আমি ফুলননির অপেক্ষায় পাদরি সাহেবের বাটীতে রহিলাম ।

প্রায় এক ঘণ্টা গত হইলে ফুলননি সুন্দরীকে লইয়া আইল ! অন্য বিষয়ের কিছু কথাবার্তা হইলে পর সাহেব সুন্দরীকে কহিলেন, দেখ সুন্দরি, তুমি এই বাবুকে বিবাহ করিতে অসম্মতা

হইয়া আপন মাতাকে বলিয়াছ, যে আমি
তঁাহাকে চিনি না। ভাল, তুমি কিছু দিন তাঁহা



সহিত আলাপ করিয়া পরে এবিষয়ে যথার্থ উত্তর
দিও। কিন্তু ইহা যদি করিতে না চাহ, তবে তুমি
কি নিমিত্তে তাঁহাকে বিবাহ করিয়া না, তাহা
সত্য করিয়া আমাকে বল !

বাবুর সহিত যে আলাপ হয়, সুন্দরীর
ইচ্ছা ছিল না ; বরং সে মাথা হেট করিয়া কহিল
মহাশয় ! আপনি যদি এমন স্পষ্টরূপে জিজ্ঞাসা
করেন, তবে আমাকে বলিতে হইল। এ ব্যক্তি
যে বিবাহ করিতে চাহি না, আমার মনে ইহা
একটি বিশেষ কারণ আছে বটে ; কিন্তু তাহা
প্রকাশ করিলে আমি স্বদেশীয় লোকদের নিকট
অবশ্য নিন্দিতা হইব, তথাচ আমি নিশ্চয় জানি
যে এবিষয়েতে আমার কোন দোষ নাই !

এই কথা শুনিয়া কুলমণি কহিল, সুন্দরি, তোমার মনে যাহা আছে তাহা নির্ভয়ে বল। তুমি যদি ইশ্বরের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন কৰ্ম না করিয়া থাক, তবে তোমার পিতা মাতা তোমাকে কখন দোষ দিবে না; অন্য লোকেরা যাহা বলে বলুক, তাহাতে তোমার কিছু আইসে না।

আমি কহিলাম, সুন্দরি, একথা সত্য, তোমার পিতা মাতার নিকটে কোন কথা গোপন রাখা বিহিত নয়; অতএব আমি এ ব্যক্তিকে কেন বিবাহ করিতে চাচ্ছি না, ইহার কারণ স্পষ্টে করিয়া বল।

সুন্দরী অধোদৃষ্টি করিয়া কহিল, তাহার কারণ এই, আমি অন্য এক জনকে পুত্র মনে করিতেছি। আমার মনে তাঁহাকে চিনেন, সে বুঝা তাঁহার বন্ধ মানির পুত্র।

ডাক্তর সাহেবের বিবি একথা শুনিয়া কহিলেন, আহা! আমি কতবার মনে করিয়াছি যে চন্দুকান্ত সুন্দরীর উপযুক্ত স্বামী হইত বটে, কিন্তু ডাক্তর কহিতেন আর দুই তিন বৎসর পর্যন্ত চন্দুকান্তকে শিক্ষা করিতে হইবে, তাহার পর সে কোন লাভজনক পদে নিযুক্ত হইতে পারিবে। ইহা শুনিয়া আমি ভাবিতাম, সুন্দরীর বয়ঃক্রম এখন পায় পোনের বৎসর হইয়াছে

অতএব তাহার পিতা মাতা তাহাকে বিবাহ ন
দিয়া আর দুই তিন বৎসর কখন রাখিবে না।

আমি জিজ্ঞানিলান, কেন নাহেন, এই চন্দ্র
কান্ত কি পুকার লোক? বিবি উত্তর করিলেন,
সে আমাদের মালির পুত্র বাটে। ও তাহার নহি
থাকিয়া প্রথমতঃ বাগানের কর্ম নিযুক্ত, কিং
এখন সে আপন পিতা আগমন বড় জানী হইল
উঠিয়াছে। বৎসর তিনেক হইল, আমার স্থান
ছবিসুদ্ধ একখান ইংরাজী পুস্তক বৃত্তান্ত পুস্তক
বড় মালিকে দিয়া কহিয়াছিলেন, শ্রম মালি,



সকল বিলাতীয় ফুল এদেশে জন্মিতে পারে
তাহা আমি আপন বাগানে আনিয়া রাখি
ইচ্ছা করি। অতএব তুমি এই সকল ফুলের চ
ভাল করিয়া দেখাঃ-পারে ইহার মধ্যে যত ফুল

এদেশীয় ফুলের সমান হয়, তাহা আনায়ে
 বলিও। চন্দ্রকান্ত সর্বদা নানা পুকার বৃক্ষের
 নামাদি ও বিশেষতঃ গুণ তত্ত্ব করিত, তাহাতে ঐ
 পুস্তক পাইয়া সে ঘরে বসিয়া পুরের ছবি সকল
 আপনা আপনি তুলিতে লাগিল, পরে সাহেবের
 কাছে আনিয়া দেখাইল। সাহেব তাহা দেখিয়া
 আশ্চর্য হইল করিলেন, কারণ ঐ বানক নক্সা
 তুলিতে কখন কিছু শিক্ষা পায় নাই, আর সে
 কেবল নীল ও আলতা দিয়া ঐ সকল ছবি দিগিরি-
 ছিল, তথাপি সে দেখিতে মনন হয় নাই। ইহাতে
 সাহেব সমুদ্রে হইয়া চন্দ্রকান্তকে উদ্ভিদিয়া শিক্ষা
 করাইতে মনস্থ করিলেন। চন্দ্রকান্ত অসম্ভবতঃ
 অতি গুণশীল ব্যক্তি। সে পুথমে নগাঁওর মধ্যে
 দুইবার আনার বাঘির নিকটে গিয়া উদ্ভিদিয়া
 এবং নক্সার বিদ্যা শিক্ষা করিত; পরে ডাক্তর
 সাহেবদের গৃহে যে পুকার ছবি থাকে, (অর্থাৎ
 মানুষের অস্থি ও কনিজা ইত্যাদির ছবি) তাহা
 দেখিয়া চন্দ্রকান্ত আপনা আপনি সেইরূপ ছবি
 তুলিতে লাগিল, এবং মানুষের শরীরের মধ্যে
 কি আছে, তাহাও শিক্ষা করিত। সাহেব তাহার
 এই পুকার অনুশীলন দেখিয়া তাহাকে ডাক্তরের
 কর্ম শিখাইতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে সে ঐ

বিদ্যাতে এমনত নিপুণ হইয়া উঠিয়াছে, যে সাহেব
অনুনান করেন দুই তিন বৎসরের মধ্যে সে
কোম্পানির কোন ডাক্তর খামার প্রধান চিকিৎসা
সক হইয়া যাসে; দেড়শত টাকা উপার্জন করি
তে পারিবে। চন্দুকান্ত বিদ্যাতে নিপুণ তাহ
কেবল নয়, ধর্মের বিষয়েও তাহার বড় অনুরাগ
আছে, এবং সে আপন বৃদ্ধ পিতা মাতার
পুতি অতিশয় প্ৰেম ও ভক্তি করে।

পরে বিবি সুন্দরীর পুতি কিরিয়া বলিলেন,
দে বাহা ইউক, সুন্দরি, চন্দুকান্তের সম্ভ্রাম
বিষয় তুমি কি পুকারে জ্ঞাত হইনা, ইহা আমি
বুঝিতে পারিলাম না; কারণ আমি তোমার
সাক্ষাতে তাহার প্ৰশংসা কখন করি নাই, এবং
তাহার সহিত কথোপকথন করিতে তোমাকে
নিষেধ করিয়াছি। অতএব তাহার পুতি তোমাকে
প্ৰেম কি পুকারে জন্মিল, তাহা তুমি বল।

সুন্দরী কহিল, যেন সাহেব, আমি তাহার
সহিত কথোপকথন কখন করি নাই, কিন্তু তাহার
মাতা আমাকে অনেকবার বলিয়াছে, যে আমার
পুত্র তোমা বিনা আর কাহাকেও বিবাহ করিবে
না; এবং তাহার এই ইচ্ছা ছিল, যেন আমি পুতি
জ্ঞা করি, তিন বৎসর পরে চন্দুকান্তকে বিবাহ

করিব। কিন্তু আমি कहিলাম, পিতা মাতাকে
জিজ্ঞাসা না করিলে কোন পুতিজ্ঞা করিব না।
আমি কলিকাতায় ফিরিয়া যাওনের আগে মাকে
এই কথা বলিতে মানস করিয়াছিলাম, কিন্তু এত
দিন ভয় পুযুক্ত বলিতে পারি নাই, পাছে তিনি
বলেন, তোমার বিবাহ দিতে আমরা এত বিনম্র
করিব না।

পাদরি সাহেব ইহা শুনিয়া कहিলেন, তবে
সুন্দরি, তোমার নিজ কথা দ্বারা জানা যাইতেছে
যে তুমি এই বাবু অপেক্ষা চন্দ্রকান্তকে ভালরূপে
চিন না।

সুন্দরী कहিল, না মহাশয়, এমন নয়। আমি
চন্দ্রকান্তকে পুত্র হু দেখি, ও তাঁহার পিতা মাতার
পুতি তাঁহার পৌমিক ব্যবহার জানি; এবং ধর্মের
বিষয়ে তাঁহার যেরূপ অনুরাগ আছে, তাহাও
আমি জ্ঞাতা আছি, কারণ তিনি পুতিদিবস
সন্ধ্যাকালে তেঁতুল গাছতলায় বসিয়া হিন্দু ও
মুসলমান দাসদিগকে যীশু খ্রীষ্টের বিষয় বলিয়া
সদুপদেশ দিয়া থাকেন। তিনি কেবল এক বার
আমাকে একটি কথা মাত্র বলিয়াছিলেন। যে
দিবস মেম সাহেবের ছোট বাবা মরিল, সেই
দিবস আমি কবর সিঙ্কের নিকটে দাঁড়াইয়া

কাঁদিতেছিলেন, এমনত সময়ে চন্দুকান্ত ভিতরে আসিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মৃদুরবে কহিলেন, সুন্দরি, তুমি কাঁদিও না; ঈশ্বর তোমার ছোট কোমল চারাকে আপন উদ্যানে তুলিয়া লইয়া ছেন, যেন সেথায় সে বৃদ্ধি পাইয়া ফুলেতে ও ফুলেতে পরিপূর্ণ হয়। আমাদের বাগির উত্তরে যে বড় বাগান আছে, তাহাতে সাহেব যদি কোন অত্যুত্তম কিম্বা কোমল ফুলগাছ দেখেন, তবে তিনি আমার পিতাকে বলেন, মালি, এই চারাকি আমার দক্ষিণদিক্স্থ ছোট বাগানে রাখিতে হইবে, তাহাতে আমি আপনি তাহার তত্ত্বাবধায় করিয়া তাঁহার সৌরভে আমোদিত হইব। সে ক্রমে ঈশ্বর আমাদের ছোট মিসিবাবাকে লইয়া ইহা অপেক্ষা ভাল স্থানে রাখিয়াছেন।

এই কথা শুনিয়া ডাক্তর সাহেবের মেন কহিলেন, আহা! এ কেমন সুন্দর দৃষ্টান্ত! ইহা কহিয়া তাঁহার চক্ষুঃ জলেতে পূর্ণ হইল; কারণ তিনি ইহার আট মাস পূর্বে সেই পুষ্প সন্ততি কবরে রাখিয়াছিলেন, তখন ইহা তাঁহার নগ্ন পড়িল।

সুন্দরী কহিল, হাঁ মেন সাহেব, ঐ দৃষ্টান্ত অসম্ভব বটে। আমি সেই দিন অবধি চন্দুকান্তে

পূৰ্বাপেক্ষা ভাল বোধ করিলাম; আর ঐ কথা শুনিবা মাত্র আমার পিয়র মাতাকে স্মরণ হইল, কারণ তিনি সর্বদা আপন ফুলগাছের সহিত পারমাৰ্থিক বিষয়ের তুলনা দিয়া থাকেন।

তখন পাদরি সাহেব জিজ্ঞাসিলেন, ফুলমণি, তুমি এবিষয় শুনিলা, এখন কি বল?

ফুলমণি উত্তর করিল, মহাশয়, আমার মেয়। যদি দুই তিন বৎসর পর্যন্ত এমন ধার্মিক স্বামির অপেক্ষাতে থাকে, তবে তাহাতে আমি সন্তোষ আছি; কিন্তু তখন সুন্দরীর আঠারো বৎসর বয়স হইবে, অতএব চন্দুকান্তের সহিত তাহার বিবাহের বিষয় সকল যদি স্থির করিয়া রাখা যায়, তবে কিছু বিলম্ব হইলে ক্ষতি নাই।

ডাক্তর সাহেবের বিবি কহিলেন, দেখ ফুলমণি, তোমার মেয়। আপনি বলিতেছে যে চন্দুকান্ত তাহাকে বিবাহ করিতে চাহে; এমন যদি হয়, তবে আমি তোমার সাক্ষাতে বলিয়া যাইতেছি, আমি ঘরে পৌছিবা মাত্র চন্দুকান্ত ও তাহার পিতা মাতার সহিত ঐ বিষয় স্থির করিব; এবং ঐ যুব পুরুষের বিষয় আমি সাহসপূৰ্বক বলিতে পারি, সে যদি বাঁচিয়া থাকে, তবে বাহা অস্বীকার করিবে তাহা সাধ্য পর্যন্ত সিদ্ধ করিবে।

তখন সুন্দরী পুরুষ বদন হইয়া কুলমণিবে
 কহিল, দেখ মা, এবিষয়েও বিবেচনা করিও,
 যুবতী জীলোকেরা আপন স্বস্তুর শাস্ত্রী কর্তৃক
 অনেকবার বিরক্ত হয়, কারণ তাহারা বধূ
 পুতি পুয় ক্রুর ব্যবহার করিয়া থাকে; কিন্তু
 চন্দ্রকান্তের পিতা মাতা ধার্মিক লোক, এবং যে
 অবধি আমি কলিকাতায় গিয়াছিলাম, সেই অব
 ধি তাহারা আমার পুতি অতিশয় পৌমিক ব্যব
 হার করিয়াছেন, অতএব তাহারা পশ্চাতে যে
 আমাকে দুঃখ দিবেন, এমত কখন বোধ হয় না
 ও মা! কলিকাতার বাবু অপেক্ষা চন্দ্রকান্তকে বি
 বাহ করা ভাল, ইহার আর একটি কারণ দেখা
 ইতে পারি; ঐ বাবু কেবল আমার মুখ দেখিয়া
 আমাকে বিবাহ করিতে চাহেন, কিন্তু ইহা কর
 বিহিত নয়, কারণ এ এক পুরুষ জীর নিমিত্তে
 গুলিবাঁট করা হইল। গুলিতে ভাল কি মন্দ জ্ঞা
 উঠিবে তাহা তো জানা যায় না, অতএব কন্যা
 দের মনের গুণ সকল তত্ত্ব করিয়া পরে তাহা
 দিগকে বিবাহ করিলে ভাল হয়। দেখ, মানির
 পুত্র এমত করিয়াছে; এক বৎসর পর্যন্ত পুত্র
 তিনি আমার ব্যবহার দেখিয়া আমাকে বিবাহ
 করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এখন আমি ভাল হই

কি মন্দ হই তাহা যদি জানিয়া বিবাহ করেন,
তবে পশ্চাতে তাঁহার আশা ভঙ্গ হইবে না।

এই কথা শুনিয়া আমরা সকলে কহিলাম,
সুন্দরি, তুমি এ বিষয় উত্তমরূপে বিবেচনা করি-
য়াছ। পরে কুলমণি আপন মেয়াকে সঙ্গে
করিয়া বিদায় লইল।

তাহারা পুস্তান করিলে পর আমি পাদরি সা-
হেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়, আপনি কি
সুন্দরীকে দোষ দিতে পারেন? তিনি বলিলেন, না,
তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ সে অকপট
রূপে সাধু ব্যবহার করিয়াছে। বঙ্গদেশস্থ সকল
খ্রীষ্টিয়ান মেয়ারা যদি সুন্দরীর ন্যায় হইত, তবে
তাহারা প্রায় ইংরাজদের মত বিবাহের পূর্বে আ-
পনাদের স্বামিদিগকে মনোনীত করিয়া লইতে
পারিত।

ডাক্তর সাহেবের বিবি কহিলেন, আহা! আ-
মি কেমন আহলাদিতা হইলাম, যে ঐ পুয়া
কন্যা আমার নিকটে নিত্য থাকিতে পারিবে।
চন্দ্রকান্তের সহিত তাহার বিবাহ হইলে পর
আমি আপন বাটীর সীমার মধ্যে তাহাদের
জন্মে এক খানা ঘর বাঁধাইয়া লব্দা তাহাদিগকে
সেই খানে রাখিব।

পরে পাদরি সাহেব পুনর্বার বলিলেন, ভাল, এখন দেখিতেছি যে সকলে আহ্লাদিত হইয়াছে, কেবল আমার যুব বন্ধুর বিষয়ে কেহ কিছু মনোযোগ করে নাই। তিনি স্ত্রী খুজিতে এত দূর আসিয়াছেন, এখন আমি কি বলিয়া তাঁহাকে রিত্ত হস্তে ফিরাইয়া দিব?

আমি কহিলাম, মহাশয়, আমি ইহার একটি উপায় দেখাইতে পারি। যদি সে বাবু বিশ্বাসীকে বিবাহ করিতে সম্মত হন, তবে রাণীকে বিবাহ করুন; সুন্দরী ছাড়া তেমন মেয়াদি আর কোন স্থানে পাইবেন না।

পাদরি সাহেব ঐ কথাতে বড় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হা মেন সাহেব, আপনি ভাল বলিয়াছেন। রাণীর বিষয় এতক্ষণ স্মরণ হয় নাই, সে বাবুর পক্ষে উত্তম স্ত্রী হইবে বটে, কারণ রাণী জানী মেয়াদি, এবং এখন দেখিতেছি যে সে সম্পূর্ণরূপে খুশির লোক হইয়াছে। তাহার পুত্র স্বামির মূর্থতা ও দুষ্টতা পুয়ুক্ত সে তাহার সহিত সুখে বাস করিতে পারিত না বটে; কিন্তু যদি উপযুক্ত স্বামিকে পাইত, তবে ঐ সকল গোত্র ভাল কখন হইত না। বোধ হয়, যদি বা

তাহাকে বিবাহ করেন, তবে তাঁহারা উভয়ে বড়
সুখে কালযাপন করিবেন।

অতঃপর রাণীর বিষয় বাবুকে জ্ঞাত করা
গেল, তাহাতে তিনি দুই তিন বার তাহার সহিত
কথোপলখন করিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে
উচ্চা পুরুষ করিলেন; এবং রাণীও তাহাতে
আতলাদ পূর্বক সন্মত হইল, কারণ তাহার
দুষ্টা শাস্ত্রী তাহাকে বড় প্রেম দিত। বাবুর
আগমনের পূর এক মাস পরে রাণীর সহিত
তাহার বিবাহের কথা গীর্জা ঘরে তিন রবিবার
পার্বত্য পুচার হইলে কেহ তাহাতে বাধা না
দেওয়াতে, আগত বৃহস্পতিবারে তাহাদিগের
বিবাহ দিতে স্থির করা গেল। কেবল এক বিষয়ে
একটি গোল উপস্থিত হইল। রাণী আপনার
ছোট মেয়াদ সুনতিকের সঙ্গে লইয়া কলিকাতায়
যাইতে চাহিল, কিন্তু ঐ মেয়াদের পিতা মধু মৃত্যু-
কালে বলিয়া গিয়াছিল, যে আমার ছেলেকে
এস্থানের পাদরি সাহেবের মেনের স্কুলে দিও;
এবং রাণীর শাস্ত্রী বড় রাগ পুরুষ করিয়া
কহিল, ঐ মেয়াদ আমার, তুমি তাহাকে কখন
লইয়া যাইতে পারিবা না। রাণী ইহাতে অতি-
শয় দুঃখিতা হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

তখন কুলমণি বলিল, মধু আমাকে আপনার সম্ভানের ভার দিয়া ইহা কহিল, সে যেন ধর্মের বিষয় শিক্ষা পায় এই জন্যে তাহাকে গাদারি সাহেবের মেমের স্কুলে দিও ; ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে মধুর কেবল এই বাঞ্ছা ছিল, যেন আমার স্কুলে ধার্মিক হয়। অতএব সন্মতি কান্দার নিকটে থাকে কিম্বা কোন্ স্কুলে যায়, ইহা অতি ক্ষুদ্র বিষয়, মেয়াদি ধার্মিক হইলে হয়। আমি বোধ করি, ইহাই সাধন করণার্থে তাহাকে আপন মাতার কাছে রাখিলে ভাল হয়, কেননা সে সময়ে মধু মরিল, সে সময়ে রানী ধর্মের বিষয়ে বড় একটা মনোযোগ করিত না ; কিন্তু এখন সে ধর্মকে অতিশয় পুরজ্ঞান করে, অতএব সে আপন মেয়াকে সুপথে লওয়াইতে অবশ্য চেষ্টা করিবে।

কুলমণির এই কথাতে আমরা সকলে সন্মত হইলে ইহা স্থির হইল যে ছোট সন্মতি আপন মায়ের সহিত কলিকাতায় যাইবে। রানীর শাস্ত্রী ইহাতে বড় রাগান্বিতা হইল, কিন্তু তাহার সাধনার্থে রানী আপন পূর্ব স্বামির ঘর জমী ইত্যাদি যাহা ছিল, সকলি তাহাকে দিয়া কহিল, ওগো! যত দিন তুমি বাঁচিয়া থাক তত দিন তুমি

জমী আদির খাজনা ভোগ করিও ; এবং যখন মরিবা তখন তোমার নাতনীকে সকলি দিয়া যাইও ; আমি ঐ ধনের লেশ মাত্র স্পর্শ করিব না । রাণীর এই সুশীল ব্যবহার পুণ্ড্র তাহার শাস্ত্রীর যাবজ্জীবন কোন দ্রব্যের অভাব ছিল না ।

পাঠকবর্গেরা অনেকগুলি পর্য্যন্ত আমার আয়ার বিষয়ে কিছু কথা শ্রবণ করেন নাই, কিন্তু এখন লিখিতে হইল, আয়া অনেক কাল ধার্মিক আচরণ করিয়া সম্প্রতি বাপ্টাইজ* হইতে অতিশয় ইচ্ছুক হইল। তাহাতে পাদরি সাহেব স্থির করিলেন, যে দিবসে রাণীর বিবাহ দেওয়া যাইবে, সেই দিবসে আয়া বাপ্টাইজিতা হইবে ।

আহা ! ঐ দিবস আমার পক্ষে কেমন আনন্দের দিন হইল ; কেবল আমার পক্ষে হইল তাহা নয়, বরং সমুদয় খ্রীষ্টিয়ান পাড়ার লোক সকল সেই দিনে উল্লাসিত হইল ।

রাণীর পিতা মাতা না থাকাতে আমি তাহার জন্যে বিবাহের ভোজ পুস্তত করিতে চাহিয়া

* বাপ্টাইজ । কেহং বলে, এই শব্দের অর্থ অবগাহন ; আর কেহং বলে, তাহার অর্থ জলছিটান বা স্নান ।

পাদরি সাহেবকে জিজ্ঞাসিলাম, মহাশয়, আপনার মণ্ডলীর লোকেরা যদি সেই দিবসে কিঞ্চিৎ উৎসব করে, তবে আপনি কি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন? তিনি কহিলেন, না, আমি অসন্তুষ্ট হইব কেন? আমাদের পুত্র আপনি বিবাহের ভোজে উপস্থিত হইয়া তাহা সম্ভ্রান্ত করিলেন অতএব আপনি আমার লোকদের জন্যে যদি ভোজ পুস্তত করেন, তবে ভাল; আমিও তাহাদের আমোদ দেখিয়া আমোদিত হইব। কি-যাহারা অতিশয় দরিদ্র কিম্বা যাহারা ঋণে বদ্ধ আছে, এমন ব্যক্তিরা যদি বিবাহের সময়ে অন্যের টাকা লইয়া উৎসব করে, কিম্বা জমি নিমিত্তে গহনা ক্রয় করে, তবে আমি তাহাদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হই বটে।

এই কথা শুনিয়া আমি পুত্রটাদকে টাকা দিয়া তাবৎ আবশ্যক দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে বলিলাম। পরে বিবাহের দিন উপস্থিত হইলে পাদার মধ্যে কোন পরিষ্কার স্থানে একটি বৃহৎ লাল ও শাদা কাপড়ের চন্দ্রাতপ টাঙ্গান গেল এবং ভূমিতে বিছাইবার জন্যে আমি কএকটি শপ পাঠাইয়া দিলাম। কুলমণির সম্ভ্রান্তের ছোট নবীনকে সঙ্গে করিয়া সুদৃশ্য ফুল ও পা

তার হার গাঁথিয়া ঐ চন্দ্রাতপের চতুর্দিকে টাঙা-
ইয়া দিল। নবীনের বিবয়ে এখানে বলিতে হয়,
যদ্যপি সে লেখা পড়াতে বড় নিপুণ ছিলনা,
তথাপি ক্রমেই অত্যন্ত বালক হইয়া খানসামা-
দার কন্ঠ উত্তম কণ্ঠে শিখিয়াছিল। কুলমণি
একবার তারি জন জীলোক বিবাহে না গিয়া
ভোর অবধি ঐ ভোজ পুস্তক করিতে লাগিল।
এগার ঘণ্টা হইলে আমি আরাকে আপন গা-
ড়িতে লইয়া রানীকে গীর্জায় লইবার নিমিত্তে
খ্রীষ্টিয়ান পাড়াতে গেলাম। রানী ততি সুন্দর
গালাপি রঙের একখানা রেশমের শাড়ি পরিয়া
পুস্তক লইয়া আমার অপেক্ষায় কুলমণির বরে
বসিয়া ছিল; তাহাতে আমার গাড়া দেখিলমাত্র
সে পুঙ্খল বদন হইয়া বাহিরে আইল। রানী
যদ্যপি সুন্দরীর সমান কপাবতী ছিলনা, তথা-
পি সে দিবসে যাহারা তাহাকে দেখিল, সকলে
অতি সুকপা বলিয়া সর্ব পুকারে তাহার প্রশংসা
করিল। আমার বিশ্বস্তা আয়া প্রায় তাবৎ পথ
কাঁদিতে গেল; কিন্তু ঐ অশ্রুপাত দুঃখপূর্ণ
নয়, কেবল ঈশ্বরের পুতি কৃতজ্ঞতাদ্বারা হইল।
সে একবার আপনা আপনি উচ্চৈঃস্বরে বলিল, হে
পরমেশ্বর! দীনহীন পাপিষ্ঠা যে আমি, আমার

পুতি তুমি কেমন দয়া প্রকাশ করিয়াছ; এব
যাইতে২ সে আর দুই তিন বার কহিল, যে
পিতঃ, তোমার ধন্যবাদ করি।

পরে আমরা গীর্জায় উপস্থিতা করিয়া দেখি
লাম, পাদরি সাহেব বরকে লইয়া আমাদের



অপেক্ষায় বসিয়া আছেন, অতএব তিনি পুণ
আমাকে বাপ্টাইজ করিয়া পরে রাণীর বিব
দিলেন। বিবাহ হইলে পর আমরা পুনর
সকলে খ্রীষ্টিয়ান পাড়ায় ফিরিয়া গেলাম।
বাহের ভোজ পুস্তত হইবামাত্র পাড়ার তা
লোক উক্ত চন্দ্রাতপের নীচে বসিয়া ভোজ
করিতে লাগিল। সকল নিমন্ত্রিত লোকদের
পুফুলিত ছিল, এক জনেরও বিষন্ন বদন দৃ

ভোজন সাম্য হইলে মোকেরা বিদায়ের গীত
 গাইল, পরে পাদরি সাহেব গাভ্রোথের করিয়া
 মতন খ্রীষ্টিয়ানীর এবং বয় কন্যার অনুরোধে
 ঈশ্বরের স্থানে প্রার্থনা করিলেন। তখন রাণী ও
 তাহার স্বামী ফুলমণির বাটীতে গমন করিল।
 ফুলমণি রাণীর পুতি মাতাস্বরূপ ব্যবহার করি-
 তামহিল, অতএব সে এখন তাহাঙ্গিকে রাখিতে
 নাহিলে তাহার কলিকাতায় মাইবার গৃহে তা-
 হার গৃহে দুই তিন দিন থাকিতে হির করিল।
 রাণীর নিকটে বিদায় হইবার সময়ে আদি
 তাহাকে একাকিনী কিছু সদুপদেশ দিতে চাহিল।
 তাহার সঙ্গে কুলমণির গৃহে গেলাম। কুঠীর
 মধ্যে আমরা উভয়ে বিস্তর অক্ষপাত করিলাম।
 মধ্যে তাহাকে অনেক পেনের কথা করিয়া আমি
 বাহিরে আসিয়া শীঘ্র গাড়ীতে উঠিগেলিলাম,
 এমন সময়ে ককণা একথানা উত্তম তসর শাড়ি
 পরিয়া উপস্থিতা হইল।

ককণা আমাকে দেখিয়া বলিতে লাগিল, ও
 মম সাহেব, একটু বিলম্ব করিয়া আমার নৌ-
 চাগের কথা শুনুন! ও ফুলমণি দেখ, নবীনের
 আপ আমাকে এই শাড়ি খানি কিনিয়া দিয়াছে।
 হার মূল্য চারি টাকা, কিন্তু নে টাকা তাহার

ধার করিতে হয় নাই, কেননা আমার স্বামী এখন পুত্ৰ কৰ্মে যাইয়া আট দশ টাকা মানে উপার্জন করে। অদ্য গীর্জায় যাইবার সময়ে সে এই শাড়ি খানি বাহির করিয়া বলিল, এই লণ্ড ককণা, সকলের দ্রী অদ্য ভাল কাপড় পরিবে, অতএব তুমি কেন মোটা কাপড় পরি যাইবা? আমার যদি শক্তি থাকিত, তবে আমি তোমাকে দশ টাকার শাড়ি আনিয়া দিতাম কেননা তুমি তাহার যোগ্যপাত্র বটে। পদ ককণা আরো উল্লাসিতা হইয়া বলিতে লাগিল যেম সাহেব, দশ টাকার শাড়ি আমার কি আবশ্যক? তাহার নিকটে যে এমনত পুণিক কথা শুনিলাম, সেই আমার যথেষ্ট হইল। এবং এই শাড়ি খানি যে মন্দ তাহাও নয়; আমার বিবাহের দিবস অবধি আজি পর্যন্ত আমার রেসমের কাপড় কখন পরি নাই, কিন্তু আমার আমার এই সৌভাগ্য হইল।

এই ক্ষুদ্র ঘটনাতে পুকাশ হইল যে ককণা স্ব-ব্যবহার ও শিষ্ট কথাদ্বারা অকপন দুষ্ট স্ত্রীদিগে নিতান্ত বশীভূত করিয়াছিল। হে পাঠক বর্গেরা তোমাদের মধ্যে কাহারও পতি যদি অশিষ্ট থাকে, তবে সে ককণার অনুকারিণী হউক।

ফুলমণি আপন বন্ধুর কথা শুনিয়া আহ্লাদ-
পূর্বক স্বর্গের পুতি দৃষ্টি করিয়া কহিল, পরমে-
শ্বরের নাম ধন্য হউক, কারণ তিনিই মনুষ্যদের
মনকে পরিবর্ত্ত করেন। আমি আনন্দ পুষ্ট
কান্দিতেছি কিছুই বলিতে পারিলাম না, কিন্তু
ককণার এমনত কথা শুনিয়া আমার মন পুতুর
পুতি কৃতজ্ঞতাতে পরিপূর্ণ হইল। পরে গাড়ীতে
আরোহণ করিয়া আমি ঐ দিবসের সকল ঘটনার
নিমিত্তে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি আপন
বাটীতে গেলাম।

উক্ত খ্রীষ্টিয়ান পরিবারগণের সহিত আমার
পায় আরও দুই বৎসর পর্যন্ত নিত্য আলাপ
হইত, কিন্তু তাহার পর আমাকে সপরিবারে সে
নগর ছাড়িয়া অন্য স্থানে যাইতে হইল। তাহাতে
আমরা পৃথক হইলে পরস্পর দুঃখিত হইলাম
বটে, কিন্তু সাংসারিক লোকদের মত বিলাপ
করিলাম না; কেননা এই দূর ভরসা ছিল, যে
আমরা পুনর্বার ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে
মিলিত হইয়া অনন্তকাল পর্যন্ত পুতুর উদ্দেশে
সুব স্তুতির গীত গাইব।

ককণা শেষে সত্য খ্রীষ্টিয়ান হইল, কিন্তু সে
ধর্মোতে কখন পুঙ্খলিতা হইতে পারিল না;

কেননা তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু অনেকবার মনে পাড়িত, তাহাতে সে কখনও ভাবিত, ঈশ্বর আমাকে গ্রাহ্য করিবেন না। এমন সময়ে সে কেবল পুত্র বাক্য পাঠ করিয়া সাহুনা পাইত। ফুলমণি আমাকে বলিয়াছে, ককণা কখনও পাঁচ সাত বগ্টা পর্য্যন্ত বসিয়া ধর্মপুস্তক পাঠ করিয়া থাকে। অল্প দিন হইল আমি কোন ব্যক্তির পুত্রুণ্ডে শুনিলাম, যে সুন্দরী আপন মনোমাতাম্বিকের বিবাহ করিয়া এক্ষণে বড় সুখে কাল যাপন করিতেছে; আর সে ব্যক্তি কহিল, যে সুন্দরীর দুই পুত্র এক কন্যা হইয়াছে, এবং সে আপন মাতার মত তাহাদিগকে ঈশ্বরের বিষয় শিক্ষা দিয়া ধর্মপথে লওয়াইতেছে।

এক্ষণে পাঠকবর্গের পুতি আমার একটি নিবেদন আছে। তোমরা যে সকল লোকদের ইতিহাস পাড়িয়াছ, তাহারা তোমাদেরই দেশের লোক; তোমাদের ন্যায় তাহারাও পূর্বে হিন্দু ছিল, এবং তোমাদের আচার ব্যবহার ও রীতি মত তাহাদের আচার ব্যবহার ও রীতি ছিল, কিন্তু পশ্চাৎ তাহারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম গ্রহণ করিল। চেষ্টা করিলে তোমরা অনায়াসে ফুলমণির অনুমানী হইতে পার, কেননা সে কোন আশ্চর্য্য কর্ম

করিল না : অতএব যে কোন ব্যক্তির মন খুঁটের
 পুতি নিতান্ত আসক্ত আছে, সে অবশ্য তাহার
 মত সদ্ব্যবহার করিতে পারিবে। এই হেতু
 আমি তোমাদিগকে বিনয় করিয়া বলি, ফুলগণি
 যেমন খুঁটের অনুকারী ছিল, তেমনি তোমরাও
 তাহার অনুকারী হও। সে দরিদ্রদের পুতি কি-
 রূপ দয়া করিত, ও অন্য লোকদের পারমার্থিক
 মঙ্গল কেমন চেষ্টা করিত, তাহা তোমরা বিবে-
 চনা করিয়া তাহার পশ্চাদ্গামী হও। বিশেষতঃ,
 হে শ্রীগণ! সে যেকপ আপন স্বামিকে পূজা
 করিয়া তাহার গৃহ পরিষ্কার রাখিত, ও সকলের
 পুতি সরল আচরণ করিয়া কেবল মিষ্ট বাক্য ক-
 হিত, তেমনি তোমরাও করিও। হে মাতাগণ!
 ফুলগণি যেকপ আপন সন্তানদিগকে সুশিক্ষা
 দিয়া তাহাদের নিমিত্তে নিত্য ২ পুার্থনা করিত,
 ও তাহাদের সাক্ষাতে সর্বদা সদ্ব্যবহার করিত,
 তেমনি তোমরাও করিও। আর বৃদ্ধা প্যারীর
 ইতিহাস বিস্মৃতা হইও না। সে নিত্য ২ ধর্মপুস্তক
 পাঠ ও পুার্থনা করিত, ইহাতে তোমরা তাহার
 অনুকারিণী হও। মধুর ভয়ানক মৃত্যু অরণ
 করিয়া তোমরা সাবধান ও সতর্ক হইয়া থাক,
 কেননা কোন্ দণ্ডে মৃত্যু আসিবে তাহা তোমরা

জান না ! আর ককণা যে সম্ভানকে শিক্ষা দেয়
 নাই, তাহার মৃত দেহের উপর পড়িয়া সে যে
 কপ বিলাপ করিল, তাহাও তোমাদের মনে
 থাকুক; এবং তোমরা যদি ককণার মৃত দোষ
 হইয়া এপর্যন্ত আপন সম্ভানদিগকে ধর্মোপদেশ
 না দিয়া থাক, তবে আমি বিনয় করি, তোমরা
 এই কপথহইতে শীঘ্র ফির, এবং ককণা যেমন
 শেষে করিল, তেমনি তোমরাও যীশু খ্রীষ্টের
 চরণ ধরিয়া তাঁহার সত্য শিষ্য হও। তিনি
 কহেন, “হে পরিশুদ্ধ ও ভারাক্রান্ত লোক
 সকল! তোমরা আমার নিকটে আইস, আমি
 তোমাদিগকে বিশুদ্ধ দিব।”

উক্ত পরামর্শানুসারে যদি চল, তবে এই ক্ষুদ্র
 পুস্তক রচনা করণ তোমাদের পক্ষে বৃথা হইবে
 না, এবং রচনা কালে যে সকল পুথানা পাঠক
 বর্গের নিমিত্তে ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে
 গিয়াছে, তাহা সফল হইবে। ইতি।

ফুলমণি ও ককণার বৃত্তান্ত সমাপ্ত।

নামকরণের বিষয় ।

এই দেশীয় অনেক খ্রীষ্টিয়ানেরা আপন২
সন্তানগণের নাম রাখিব সময় ভুলক্রমে
বিবেচনা করে না । কেহ২ সন্তানদিগকে ইং-
রাজি নাম দিয়া থাকে, কিন্তু বাঙ্গালিরা পুায় তাহা
স্বাভাবিক উচ্চারণ করিতে না পারাতে ঐ নাম
সকল ইংরাজ ও বাঙ্গালি উভয়ের বর্ণগোচরে
ভ্রান্তজনক হয় । আরও দুঃখের বিষয় এই, যে
অনেকে নামকরণ সময়ে ঈশ্বরের আশ্রয় বিষয়
অজ্ঞাত হইয়া কিম্বা তাহা ত্যাগ করিয়া শিব,
কৃষ্ণ, হরি ইত্যাদি নানা দেব দেবীর নামানু-
সারে আপন২ ছেল্যাদের নাম রাখে । দেব
পূজকেরা যে তন্মত করে ইহাতে কোন আশ্চর্য
নাই, কেননা তাহারা আপনাদের দেব দেবীর
স্মরণার্থে তাহা করে ; কিন্তু খ্রীষ্টানিত লোকেরা
ঐ সকলকে মিথ্যা এবং পাপিষ্ঠ জানে, অতএব
তাহাদের নাম যুগা পূর্বক ত্যাগ করা কর্তব্য ।
ইহাতে শাস্ত্রীয় পুমাণ এই, “ তাবদেশীয় লো-
কেরা আপন২ দেবগণের নামানুসারে আচরণ
করে ; আমরাও আপনাদের পুতু পরমেশ্ব-
রের নামানুসারে এখন ও সদাকালে আচরণ

করিব।” মীমা ৩।৫। ঈশ্বর আপন পুণীক
ভক্তদের পুতি এমনত আজ্ঞা করিয়াছেন, “আমি
তোমাদিগকে যাহা২ কহিলাম, তদ্বিষয়ে সার-
ধান হও; অন্য দেবগণের নাম আরণ করাইও
না, তোমাদের মুখহইতেও তাহার উচ্চারণ না
হউক।” যাত্রাপুস্তক ২৩।২৪। পুনশ্চ “তৈন্য
ধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, সেই দিনে আমি দেশ
হইতে পুতিমাগণের নাম লুপ্ত করিব, তাহার
আর আরণে আনিবে না।” নিখরিয় ১৩।২।
অতএব ঐ সকল দেবগণের নাম যাহাতে আরণে
থাকে এবং নিত্য২ উচ্চারণ হয়, এমনত কৰ্ম্ম
খুষ্টিয়ানেরা জানিয়া শুনিয়া কদাচ করিবে না
বরং দায়ূদ রাজার ন্যায় মনের মধ্যে স্থি
করিবে, “আমি আপন ওষ্ঠাধরে তাহাদে
নামও লইব না।” গাত ১৬।৪।

দেব দেবীর নাম ছাড়া আরও অনেক নাম
এদেশে পুচলিত আছে বটে, কিন্তু নাম করণের
সময়ে তাহা আরণ হয় না, এই জন্যে অনেকে
ছেল্যাদের কি নাম রাখা যাইবে তাহা স্থি
করিতে না পারিয়া পুসিক দেবদেবীর নামানু-
সারে কৃষ্ণচন্দ্র, রামগোপাল, কালীচরণ, ইত্যাদি

ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে চেষ্টা করে, তাহা-
দের উপকারার্থে পাশ্চাত্য লিখিত বালক বালিকা-
দের নামাবলি পুস্তকত করা গেল। এবং এই সকল
নাম ভিন্ন উত্তম পুষ্প ও বহুমূল্য ধাতু ও রত্ন
এবং সদগুণ ইত্যাদি আদরণীয় বস্তুর নাম ব্যব-
হার করিলে আরও অনেক ভাল নাম এইরূপে
অনায়াসে করা যায়। বিশেষতঃ

১. সদগুণের নাম দেওয়া যায়; যথা, প্রেম, দয়া, ক্ষমা, সত্য,
ইত্যাদি।

মন্দগুণের বিপরীতার্থ শব্দ : যথা, অভয়, নিষ্কল, অমৃত,
অক্ষয়, ইত্যাদি।

৩. পুষ্পের নাম : যথা, মূলমণি, চাঁপা, পদ্ম, ইত্যাদি।

৪. বহুমূল্য ধাতু এবং রত্নের নাম : যথা, স্বর্ণ, রূপা, শুক্লা,
মণি, হীরা, ইত্যাদি।

৫. প্রাণী রাজ্য ও বাণী ইত্যাদির নাম : যথা, বিরাট, বিক্রম,
দময়ন্তী, ইত্যাদি।

৬. অস্তান্ধ শব্দের শেষে চন্দ্র, চাঁদ, কুমার, কান্ত, লাল, নাথ,
মোহন, আনন্দ, মণি, বর্তী, ময়ী, লু, ই, ইত্যাদি শব্দ যোগ
করিলে অনেক নাম হয় : যথা, অভয়চন্দ্র, ধর্মচাঁদ, রাজকুমার,
সত্যবর্তী, করুণাময়ী, দয়ালু, নয়নী, কুশানন্দ, অমৃতলাল,
চন্দ্রকান্ত, প্রিয়নাথ, লালমোহন, নীলমণি, ইত্যাদি।

নামাবলি।

১. বালকদের নাম।

অকুরচন্দ্র, অভুলচন্দ্র, অপূর্বলাল, অবিলাসচন্দ্র, অভয়চন্দ্র,
অমরচাঁদ, অমৃতলাল, অমৃতানন্দ, অম্বরনাথ, অক্ষয়লাল, অরুণ,

আনন্দচন্দ্র, আনন্দচাঁদ, আলাপচাঁদ, আশুতোষ, আশুচাঁদ
উত্তমচন্দ্র, উত্তমচাঁদ, উদয়চন্দ্র, উদয়চাঁদ ।

কালচাঁদ, কিশোর, কীহিচন্দ্র, কুঞ্জলাল, কুন্দলাল, কুলাল
কুশলচন্দ্র, কৃপানাম, কৈলাসচন্দ্র, কোমলচন্দ্র ।

গগনচাঁদ, গজরাজ, গুণনিধি, গোরচাঁদ, গোলাপচাঁদ ।

বনশ্যাম ।

চন্দ্রকান্ত, চন্দ্রকুমার, চিন্তামণি, চূর্ণলাল ।

জগৎচন্দ্র, জগদ্ব্যচন, জগদম্বা, জয়চন্দ্র, জয়চাঁদ ।

জ্ঞানচন্দ্র ।

টগরকান্ত ।

তারাকান্ত, তারচাঁদ, তারানাম, তেজস্চন্দ্র ।

দয়ালচন্দ্র, দয়ালচাঁদ, দক্ষিণারঞ্জন, দীনদয়াল, দীন
দীনবন্ধু ।

ধন্যচন্দ্র, ধন্যচাঁদ, ধীরচাঁদ ।

নন্দকুমার, নন্দলাল, নবকিশোর, নবকুমার, নবীনচাঁদ, নন্দ
নিহানন্দ, নন্দলাল, নিমাইচাঁদ, নিবারণচন্দ্র, নিম্নলচন্দ্র, নীল
নীলমণি, নীলরত্ন ।

পদ্মলোচন, পরমানন্দ, পদ্মলাল, পুণচন্দ্র, প্রণয়চাঁদ, প্র
চন্দ্র, প্রতাপচাঁদ, প্রহরচাঁদ, প্রসন্নকুমার, প্রসাদচন্দ্র, প্রসাদ
প্রাণকুমার, প্রাণচন্দ্র, প্রাণনাম, প্রিয়নাম, প্রিয়বানী, প্রিয়
প্রেমচাঁদ, প্রেমদয়াল ।

বংশীচাঁদ, বদনচন্দ্র, বসন্তকুমার, বাহাদুর, বিক্রম, বিজয়
বিনয়চাঁদ, বিনোদলাল, বিমলচাঁদ, বিক্রাট, বিরাজমোহন, বি
চন্দ্র, বীরচন্দ্র, বৈহারিলাল ।

ভদ্রচাঁদ, ভবানন্দ, ভুবনমোহন ।

মণিলাল, মতিলাল, মধু, মনমোহন, মনোরঞ্জন, মনো
মহিমাচন্দ্র, মানচাঁদ, মানিকলাল, মিত্রনাম, মিলন, মৃদু
মৃদুকুমার, মৃদুনাম, মোহনলাল ।

মহম্মদ, মনোমাল, মৃগয় ।

१. कौशिकि, तिमका, तिमोय्या, उरि :

ଦୟାହୀନ, ଦୟାମଣି, ଦୟାମୟୀ, ଦାମୀ, ଦିନମଣି, ଚୂଡ଼ୀ ।

ଧନଞ୍ଜୟୀ, ଧନମଣି, ଧନୀ ।

ନନ୍ଦିନୀ, ନବୀନକିଶୋରୀ, ନବୀନା, ନୟନୀ, ନଜିନୀ, ନିରୋଦବରଣୀ,
ନୀଳବରଣୀ, ନେତ୍ରମଣି ।

ପଦ୍ମବତୀ, ପଦ୍ମମଣି, ପଦ୍ମସୁଧୀ, ପଳାଶୀ, ପାମ୍ବା, ପାରିଜାତ, ପାଞ୍ଚୁଳୀ,
ପାଳନୀ, ପ୍ଲୀରୀ, ପୁଷ୍ପି, ପୁଷ୍ପାମୟୀ, ଅଗସ୍ତିନୀ, ଅକ୍ଷୟୀ, ଅଶଂକା,
ଅମରକୁମାରୀ, ଅମରମୟୀ, ଅମରସୁଧା, ଅମୃତ ।

କୁଳକିଶୋରୀ, କୁଳକୁମାରୀ, କୁଳମଣି ।

ବକୁଳମଣି, ବଦନୀ, ବସନ୍ତକୁମାରୀ, ବାତାମୀ, ବିଦ୍ୟାବତୀ, ବିଦ୍ୟାମୟୀ,
ବିଦ୍ୟୁତବରଣୀ, ବିଦ୍ୟୁତଜ୍ଵଳା, ବିଦ୍ୟୁତସୁଧୀ, ବିନତି, ବିନୟିନୀ, ବିନୋଦିନୀ,
ବୁଦ୍ଧିମତୀ ।

ଭକ୍ତି, ଭରଣୀ, ଭାବବତୀ, ଭାବମତୀ, ଭବନମୋହିନୀ ।

ଯଜ୍ଞା, ଯଗି, ଯତି, ଯଦୁବତୀ, ଯନମୋହିନୀ, ଯନୋରଞ୍ଜନୀ, ଯଜ୍ଞିକା,
ଯାଧବୀ, ଯାଜଣୀ, ଯିଜନୀ, ଯୁକ୍ତା, ଯୁକ୍ତି, ଯୁକ୍ତକାରିଣୀ, ଯୁଗବତୀ,
ଯୌବତୀ ।

ସତ୍ତ୍ୱମଣି, ସୟନା, ସାମିନୀ ।

ରଞ୍ଜିତୀ, ରଞ୍ଜନୀଗନ୍ଧା, ରତ୍ନମଣି, ରତ୍ନାବତୀ, ରମଣୀ, ରଞ୍ଜା, ରମକା,
ରମବତୀ, ରମୟୀ, ରମସୁଞ୍ଜରୀ, ରାଜକୁମାରୀ, ରାଜମଣି, ରାଜମଣିକା,
ରାଣୀ, ରୂପବତୀ, ରୂପମୀ ।

ଜବଜ୍ଞମଣି, ଜବଜ୍ଞଜ୍ଵଳା, ଜାଞ୍ଜନୀ, ଜୀର୍ଣ୍ଣାବତୀ ।

ଶକୁନ୍ତଳା, ଶକ୍ତି, ଶାନ୍ତିକା, ଶାନ୍ତିସୁଧୀ, ଶାନ୍ତି, ଶୁଭକ୍ଷରୀ, ଶେଷ
ଜିକା ।

ସଖି, ସଖିମଣି, ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ, ସନ୍ଧ୍ୟାମଣି, ସତ୍ତ୍ୱଚରୀ, ସାରଞ୍ଜା, ସୁକୁମାରୀ,
ସୁଧା, ସୁଧାମୟୀ, ସୁଦକ୍ଷିଣା, ସୁଧାସୁଧୀ, ସୁନନ୍ଦା, ସୁନ୍ଦରୀ, ସୁନୟନୀ,
ସୁବର୍ଣ୍ଣା, ସୁସତି, ସୁମିତ୍ରା, ସୁଜୋତନା, ସୁଶୀଳା, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟସୁଧୀ,
ସୂର୍ଯ୍ୟାବତୀ, ସୌମ୍ୟମଣି, ସୌନ୍ଦାମିନୀ ।

ହାରାମଣି, ହୀରାମଣି, ହେମଜ୍ଵଳା, ହେମାଦିନୀ ।

କ୍ରମା, କ୍ରମାସୁନ୍ଦରୀ, କ୍ରାନ୍ତମୟୀ, କାନ୍ତି, କୀରତୀ, କୁନ୍ଦ୍ରମଣି, କେତୁ

৩ বিভাকরান্ত নাম ।

মানিক, রাসিক । অলক, তিলক, মলিক, শোকালিক ।

ইন্দ্রমুখী, উজ্জ্বলমুখী, ইত্যাদি যে সকল নামের অন্তে মুখী
শব্দ থাকে ।

অনঙ্গ, বদঙ্গ ।

বাক, বিরাক, তেজ ।

ভূষ্টি, পৃষ্টি ।

অশ্রুত, নিরু, শ্রু, মরু । শ্রিগলু, বসন্ত, কাল, শান্ত, ইত্যাদি
কান্দান্ত্র নাম সকল । লগ্না, চিন্তা । মতি, দৃতি, স্মৃতি, প্রীতি,
কাঁচি, জাতি, বিনতি, মালতী । কান্তি, শান্তি, জ্ঞান্টি, চম্পকী ।
ভক্তি, স্মৃতি, শক্তি । উদারতা, লীলাবর্তা, ইন্দ্রমতী, মল্লবর্তা,
ইত্যাদি যে সকল নামের শেষে বর্তা বা মতী থাকে ।

মনোরথ, নর্থ, চন্দ্রনাথ, প্রিয়নাথ, ইত্যাদি যে সকল নামের শেষে
নর্থ থাকে ।

চাঁদ, ইত্যাদি চাঁদান্ত্র নাম সকল । নন্দ, দুন্দ, যুটুকন্দ, আনন্দ,
ইত্যাদি আনন্দান্ত্র নাম সকল । প্রিয়ম্বদা, সখদা, ক্রিয়দা, সঙ্গা,
অনন্দা । নিরোদি, বিনোদি, প্রিয়বাদা, মল্লবাদা, আনন্দী,
কাজিন্দী ।

মধু, সাধু, বিধু । অগবন্ধু, দীনবন্ধু ।

গগণ, বদন, ভূতন, ভূষণ, সূজন, সূদন, অনয়ন, সনাতন,
মিলন, মোহন, লোচন, ইত্যাদি লোচন বা মোহনান্ত্র নাম
সকল । দক্ষিণারঞ্জন, মনোরঞ্জন । যত্ন, রত্ন । জ্ঞান, মান, প্রাণ,
জীবন । দীন, নবীন, স্বাধীন । গুণ, অরুণ । পান্না, সোণা,
প্রসন্ন, যমুনা, করুণা, অদক্ষিণা, আলোচনা, খুজনা । ধনী, মণি,
হুণী, বদনী, নয়নী, রমণী, নীলবরণী, মনোরঞ্জনী, কাঞ্চনী, মিলনী,
মালনী, পালনী । রাণী, চিত্রাণী । কমলিনী, নলিনী, পদ্মিনী,
রত্নিনী, হেমাম্বিনী, প্রণয়িনী, বিনয়িনী, বিনোদিনী, কুমুদিনী,
শঙ্কিনী, মোহিনী, কামিনী, যামিনী, সৌদামিনী, কাদম্বিনী,

চাতকিনী, মুখকারিণী ! চিন্তামণি, ফুলমণি, ইত্যাদি যেঃ নামের
অন্তে মণি থাকে ।

আমাপ, গোমাপ, প্রতাপ । কপা, তাঁপা । আমাপী,
গোমাপী ।

নব, ভব !

উদয়, বিক্রম, ঘনশ্যাম । প্রেম, ক্ষেম । মহিমা, উজ্জমা,
ভিনোদমা, কমা ।

অভয়, অক্ষয়, উদয়, জয়, বিজয়, প্রণয়, বিনয়, আশ্রয়,
প্রশ্রয়, প্রতয় । দয়া, বিদ্যা । ধনঞ্জয়ী, ইচ্ছাময়ী ইত্যাদি যেঃ
নামের শেষে ময়ী হইবে ।

টগর, সাগর । কিশোর, কুমার, কিশোর ও কুমারান্ত নাম
সকল । ধীর, বীর । অক্রুর, বাহাদুর । ক্ষত্র, নেত্র, মিত্র, চিত্র,
ভদ্র, ক্ষুদ্র, চন্দ্র, ইত্যাদি চন্দ্রান্ত নাম সকল । তারা, হারা, গোরা,
হীরা, অধীরা । আদরি, হৃন্দরী, শুভঙ্করী, ক্ষেমঙ্করী, রসমঞ্জরী
সহচরী, গুরী, কুমারী, কিশোরী, বেহারী, সদাচারী ।

সুগল, সরল, বল, স্ববল, কমল, কোমল, নিম্মল । নীল, জিহ
কুল, অতুল, বকুল, পারুল, শিশুপাল, বাথাল, দয়াল, নান, ইত্যাদি
নামান্ত, নাম সকল । অমলা, নিম্মলা, উজ্জ্বলা, চপলা, মজলা
শকুন্তলা, শশিকলা, কাজা, কাঞ্চনমালা, কুটীলা, জটীলা, অশীমা ।
অহলা, সারথী, কোশথী । রসকলি, রত্নাবলী । দয়ানু, কপালু ।

মল, রস, মল্লোষ, আশুতোষ । কৈলাস, অবিলাস, বিদ্যাস
আশা, প্রকাশা, ভরসা, প্রশংসা । শনি, বংশী, অকমী,
পলাশী, দাসী, বাতাসী, রাজমহিষী, রূপসী ।

নামাবলী সমাপ্ত ।

ইতি ।

